পঞ্চদশ বর্ষ [১৩৩৪—আষাঢ়] তৃতীয় উপন্যাস

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত

'রহস্য-লহরী'

উপন্যাস-মালার

১১৪ নং সচিত্র উপন্যাস

রাজা বোম্বেটে

[প্রথম সংস্করণ]

২-এ, অক্রুর দত্ত লেন, কলিকাতা
'রহস্য-লহরী বৈদ্যুতিক মেসিশ-প্রেসে'
শ্রীদিব্যেন্দ্রকুমার রায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

'রহস্য-লহরী' কার্য্যালয়—
মেহেরপুর, জেলা নদীয়া।

এই খণ্ডের পূর্ণ মূল্য এক টাকা চারি আনা

রাজা বোম্বেটে

পূর্ব্বাভাস

দস্যুবৃত্তির বিরাট আয়োজন

শীতকালের প্রভাত। নিবিড় কুজ্ঝটিকাজালে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন; প্রাতঃসূর্য্যের কিরণ-সম্পাতে সেই কুজ্ঝটিকারাশি অপসারিত হয় নাই। সেই সময় লণ্ডনের হ্যাণ্ডিফোর্থ কারাগারের লৌহদ্বার উন্মুক্ত হইল। লেফ্‌টি ম্যাক্‌গয়ার নামক একজন অসম-সাহসী দস্যু, তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের পর সেই দিন প্রভাতে মুক্তিলাভ করিল। একজন ওয়ার্ডার তাহাকে সঙ্গে লইয়া ফটকের বাহিরে আসিল, এবং ভবিষ্যতে সৎপথে থাকিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য তাহাকে উপদেশ দিয়া কারা-দ্বার রুদ্ধ করিল। ঠিক সেই সময় একখানি সুদৃশ্য মোটর-কার কারাদ্বারের সম্মুখে আসিয়া থামিল। কারাদ্বারের সম্মুখে রাজপথ প্রসারিত। ম্যাক্‌গয়ার মুক্তিলাভ করিয়া সেই পথে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল, "তিন বৎসর পরে আবার স্বাধীন হইলাম। এখন কোথায় যাই, কি করি! ওয়ার্ডার বেটা ত পাদরী সাহেবের মত ধর্ম্মকথা শুনাইয়া গেল; সৎপথে চলিতে বলিল। কিন্তু কি খাইয়া সৎপথে চলিব? চিরজীবন যে চুরী ডাকাতি করিয়া কাটিল, সে সৎপথে থাকিয়া আমড়া চুষিবে? যা নয় তাই! কিন্তু একটা পথ ত বাছিয়া লইতে হইবে।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ম্যাক্‌গয়ার পথের দিকে দুই এক পদ অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে তাহাকে ডাকিল, "মিঃ ম্যাক্‌গয়ার!"

লেফ্‌টি ম্যাক্‌গয়ার তৎক্ষণাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল, পূর্ব্বোক্ত মোটর-কার হইতে সুবেশধারিণী একটি দীর্ঘাঙ্গী রমণী নামিয়া আসিতেছে। লেফ্‌টি তাহাকে চিনিত না; অপরিচিতা নারী কি জন্য তাহাকে

ডাকিতেছে, সে কিরূপেই বা তাহাকে চিনিল বুঝিতে না পারিয়া, লেফটি কারের নিকট সরিয়া গিয়া রমণীর সম্মুখে দাঁড়াইল; এবং বিস্ময়ভরে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমিই আমাকে ডাকিলে? কৈ, আমি ত তোমাকে চিনি না! আমি তিন বৎসর পরে মুক্তিলাভ করিয়া জেলখানা হইতে সবে মাত্র বাহির হইয়াছি; কোনও সুন্দরী লেডির সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিবার এ সময় বা স্থান নহে। তুমি কি মুক্তি-ফৌজের বারিক হইতে আসিতেছ, না কয়েদীদের সাহায্য-সমিতির সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ আছে? যদি আমাকে সৎপথে চলিবার জন্য উপদেশ দিতে আসিয়া থাক, বা আমার মত জেলখালাসী ভদ্রলোকের জীবিকার কোন সংস্থান নাই মনে করিয়া আমাকে সাহায্যদানের জন্য আসিয়া থাক—তাহা হইলে তোমাকে গোড়াতেই বলিয়া রাখি, সৎপথে চলিবার জন্য আমার একটুও আগ্রহ নাই। আমার বহুকালের পেশা ত্যাগ করিতে পারিব না। তোমাদের কাছে আমার কোন সাহায্যের প্রয়োজন নাই; আমি নিজের ভার বহন করিতে জানি।"

রমণী হাসিয়া লেফ্‌টির হাত ধরিয়া বলিল, "তুমি ঠিক আগের মতই আছ, মচ্‌কাইবে তবু ভাঙ্গিবে না! আমাকে চিনিতে পারিতেছ না; কিন্তু আমি তোমাকে চিনি। তোমার কোন চিন্তা নাই, চট্‌পট্‌ আমার গাড়ীতে উঠিয়া পড়। তুমি আজ সকালে মুক্তিলাভ করিবে জানিতাম, এজন্য তোমাকে লইতে আসিয়াছি। কোন প্রশ্ন না করিয়া অবিলম্বে আমার গাড়ীতে প্রবেশ কর বন্ধু!"

লেফ্‌টি রমণীর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল; সে কে, কোথায় তাহাকে লইয়া যাইবে—কিছুই বলিল না অথচ কোন প্রশ্ন না করিয়া মুখ বুঁজিয়া তাহার গাড়ীতে উঠিতে হইবে—এ আবার কি রকম আব্দার? লেফ্‌টি কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় আর একখানি মোটর-কার তাহার অদূরে আসিয়া থামিল, এবং সুবিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক ও তাঁহার সহকারী স্মিথ সেই গাড়ী হইতে নামিয়া লেফ্‌টির নিকট অগ্রসর হইলেন।

তাঁহাদিগকে দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত রমণী লেফ্‌টির হাত ছাড়িয়া দিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "গোয়েন্দা ব্লেক! বিপদ! শত্রুকে কৌশলে বিদায় কর।"

মিঃ ব্লেক লেফ্‌টির সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "ম্যাক্‌গয়ার! এইমাত্র মুক্তি-লাভ করিয়াছ বুঝি? বেশ, বেশ! আমি তোমার সঙ্গেই দেখা করিতে আসিয়াছি। দুই একটা জরুরী কথা আছে।"

ম্যাক্‌গয়ারের সম্মুখে সম্ভ্রান্তবেশধারিণী রমণীকে দণ্ডায়মান দেখিয়া মিঃ ব্লেক টুপি খুলিয়া অভিবাদন করিলেন।

ম্যাক্‌গয়ার মিঃ ব্লেককে বলিল, "আপনি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন? আজ 'খালাস' পাইব—তাহা জানিতেন বুঝি?—কিন্তু আমাকে মাফ্‌ করিবেন, আমি এখন বড়ই ব্যস্ত। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিতেছি।"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "তোমার স্ত্রী! আমি ত জানি আমারই মত তুমি চিরকুমার, বিবাহ কর নাই; তবে স্ত্রী পাইলে কোথায়? এই কি তোমার স্ত্রী?"

ম্যাক্‌গয়ার কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে সেই রমণীর মোটর-গাড়ীর ভিতর হইতে একটি শিশু কোমল কণ্ঠে ডাকিল, "বাবা, বাবা!"

রমণী বলিল, "উনি বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, প্রিয়তম! না, আর বিলম্ব করিতে পারি না; তোমার অবস্থা দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে! আশা করি মিঃ ব্লেক এখন আর তোমার সময় নষ্ট করিবেন না। এই কি ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার আলাপ করিবার সময়?"

লেফ্‌টি রমণীর ধূর্ত্ততায় স্তম্ভিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। সেই মুহূর্ত্তে মোটর-গাড়ীর দরজা খুলিয়া সাত আট বছরের একটি বালক লেফ্‌টির সম্মুখে আসিল, তাহার মস্তকে স্বর্ণাভ কেশের গুচ্ছ; ভাসা ভাসা চক্ষু দুটিতে বিস্ময়ের ভাব।—বালকটিও মূল্যবান পরিচ্ছদে সজ্জিত। সে লেফ্‌টি ম্যাক্‌গয়ারের হাত ধরিয়া আব্দারের সুরে বলিল, "বাবা, বাবা! এত দিন পরে তুমি কোথা হইতে আসিলে? তোমার পোষাক ও-রকম কেন? ছি! ঐ প্রকাণ্ড রেল-ষ্টেশনে আসিয়া তুমি বুঝি ট্রেণ হইতে নামিয়া আসিতেছ? মা তোমাকে লইতে আসিয়াছে, চল, বাড়ী চল বাবা!"

লেফ্‌টি ম্যাক্‌গয়ার মিঃ ব্লেককে বলিল, "মিঃ ব্লেক, আমার ছেলেটা মনে

করিয়াছে আমি বিদেশ হইতে আসিতেছি ; ঐ বাড়ীটাকে ও রেলের ষ্টেশন মনে করিয়াছে। কি বিড়ম্বনা! আমার অবস্থা ত বুঝিতে পারিতেছেন ; এখন কি করিয়া আপনার সঙ্গে—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "জানিতাম তুমি চিরকুমার ; কিন্তু দেখিতেছি তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য তোমার স্ত্রী, এমন কি, পুত্র পর্য্যন্ত উপস্থিত! এ সময় আর তোমাদের আলাপের ব্যাঘাত করিব না। তুমি কি রকম কাজের লোক তাহা জানি বলিয়াই তোমার সঙ্গে জেলখানার দরজাতেই দেখা করিতে আসিয়াছিলাম ; তোমাকে কোন প্রকারে সাহায্য করিতে পারিলে সুখী হইব। তুমি সময়ান্তরে আমার সঙ্গে দেখা করিবে?"

লেফ্‌টি বলিল, "বিষয়কর্ম্ম সম্বন্ধে যদি কোন পরামর্শ থাকে তাহা শুনিবার জন্য আপনার সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা রহিল। এখন আমি বড়ই ব্যস্ত ; তবে আসুন, নমস্কার!"

লেফ্‌টি ম্যাক্‌গয়ার আর সেখানে দাঁড়াইল না, সেই রমণীর ও বালকটির হাত ধরিয়া পথপ্রান্তবর্ত্তী মোটর-কারে উঠিল। রমণী লেফ্‌টিকে ও বালকটিকে গাড়ীর ভিতর বসাইয়া স্বয়ং গাড়ী চালাইতে লাগিল। মোটরখানি সেণ্ট্রাল লণ্ডন (Central London) অভিমুখে বায়ুবেগে ধাবিত হইল।

মোটরখানি অদৃশ্য হইলে মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া নিজের মোটরে উঠিয়া বসিলেন, এবং তাহাতে 'ষ্টার্ট' দিয়া স্মিথকে বলিলেন, "বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার স্মিথ! আমি বেশ জানি লেফ্‌টি ম্যাক্‌গয়ার বিবাহ করে নাই ; অথচ জেলখানার দরজায় তাহার স্ত্রীপুত্র তাহার অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছে। আমার সম্মুখ হইতে তাহারা তাহাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল! স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়া ভদ্রঘরের মেয়ে বলিয়াই মনে হইল। উহার মুখ দেখিয়া চোর বলিয়া সন্দেহ হয় না! (doesn't look like a crook) এ যে কি রহস্য—কিছু বুঝিতে পারিতেছি না!"

* * * * *

লেফ্‌টি ম্যাক্‌গয়ার গাড়ীর ভিতর বসিয়া নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাহার পার্শ্বস্থিত

বালকটির মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিল, স্ত্রীলোকটি তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত বালকটি তাহাকে 'বাবা' বলিয়া সম্বোধন করিল!—এ কি ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া সে হতবুদ্ধি হইল, কয়েক মিনিট তাহার মুখ হইতে কথা ফুটিল না; তাহার মনে হইল—সে স্বপ্ন দেখিতেছে! কিন্তু তখন মোটরকার সবেগে চলিতেছিল, মধ্যে মধ্যে 'ভোঁ' 'ভোঁ' শব্দ হইতেছিল। যুবতী তাহার সম্মুখে বসিয়া গাড়ী চালাইতেছিল। —এ নিশ্চয়ই স্বপ্ন নহে; এ সকল ব্যাপার ইন্দ্রজাল বলিয়াও সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। অবশেষে কৌতূহল সম্বরণ করা তাহার অসাধ্য হইল। সে তাহার পার্শ্বস্থিত বালকটিকে বলিল, "আমি তোমার বাবা হইলাম কি করিয়া বল ত বাবা! তোমার মাকেও আমি কস্মিন কালে চিনি না। এ সকল কি ব্যাপার? মনে হইতেছে একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্রে জড়াইয়া পড়িয়াছি!"

বালক বুড়োর মত মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, "ভয়ে যে তোমার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে লেফ্‌টি! তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই। ব্যাপার এই যে, তুমি 'টেক্কা'র সঙ্গে দেখা করিতে চলিয়াছ। তোমাকে তাঁহার দরকার হইয়াছে; যদি তুমি তাঁহার অবাধ্য না হও, তাঁহার সকল আদেশ পালন কর—তাহা হইলে তুমি পরম সুখে থাকিবে; তোমার ভাগ্য ফিরিয়া যাইবে।—ইহার অধিক কোন কথা এখন শুনিতে পাইবে না। তোমার প্রাণ বোধ হয় তামাকের জন্য ছট্‌-ফট্‌ করিতেছে। একটা চুরুট ধরাইয়া লও, এ খুব ভাল চুরুট।"

লেফ্‌টি ভাবিল, 'ওরে বাবা! এ যে বুড়োর মত কথা কয়, এ রকম জ্যাঠা ছেলে ত কখন দেখিনি!'—কিন্তু সে সে কথা প্রকাশ করিল না। বালক পকেট হইতে স্বর্ণনির্ম্মিত একটি 'সিগার-কেস' বাহির করিয়া একটি উৎকৃষ্ট হাভেনা চুরুট ও একটি ম্যাচ-বাক্স লেফ্‌টির হস্তে প্রদান করিল।

লেফ্‌টি সিগারেট হাতে লইয়া সেই বালকের মুখের দিকে চাহিয়া চমকাইয়া উঠিল; সে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না। বালকের সরলদৃষ্টিপূর্ণ নীলাভ স্বচ্ছ চক্ষুর পরিবর্ত্তে সে বয়স্ক ব্যক্তির ধূর্ত্ততামাখা কুটিল নেত্রের দৃষ্টি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল

লেফ্‌টি হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, "কি আশ্চর্য্য! তোমাকে বালক মনে করিয়া-

ছিলাম ; কিন্তু এখন দেখিতেছি তুমি বালক নও, পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ! তবে সেই রমণী তোমার মা নহেন ?”

টনি ঈষৎ হাসিয়া অবজ্ঞাভরে বলিল, “রমণী কোথায় দেখিলে ? আর কে-ই বা কা'র মা ? ও সকল কথা ভুলিয়া যাও দোস্ত ! তুমি যাহার সঙ্গে এখানে আসিলে সে আমাদের বন্ধু লু তারাঁ, স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশ ধারণ করিতে অত বড় ওস্তাদ দুনিয়ায় আর দুটি নাই। (the finest female impersonator in the world) লু-তারাঁ টেক্কার দক্ষিণ হস্ত।”

লেফ্‌টি বলিল, “টেক্কা ! টেক্কাটা আবার কে ?”

লেফ্‌টি এ কথা বলিল বটে, কিন্তু সে কারাগারে থাকিতেই টেক্কার নাম শুনিয়াছিল। ইউরোপের কোন দেশে যদি হঠাৎ কোন অসমসাহসী দুর্জ্জয় দস্যুর আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে দেশ বিদেশের প্রবল-প্রতাপ দস্যুরা তাহার শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় পাইয়া তাহার প্রাধান্য স্বীকার করে ; এবং যে সকল পরাক্রান্ত দস্যু ধরা পড়িয়া কারাগারে আবদ্ধ থাকে—তাহারাও তাহার খ্যাতি প্রতিপত্তির কথা শুনিতে পায়। এই সকল সংবাদ কি উপায়ে কারাগারে প্রবেশ করে—তাহা কেহ জানিতে পারে না ; কিন্তু কারারুদ্ধ দস্যুরা যেন টেলিগ্রাফে সংবাদ পায়, এবং তাহার কথা লইয়া আলোচনা করে। লেফটি এবং কারাগারের অন্যান্য দস্যুরা কিছু দিন পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিল—অল্প দিন পূর্ব্বে লণ্ডনে একজন মহাপরাক্রান্ত প্রতিভাবান দস্যুর আবির্ভাব হইয়াছে ; বহু বিখ্যাত দস্যুই নত-মস্তকে তাহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছে। এই দিগ্বিজয়ী দস্যুর নাম ‘টেক্কা’। কিন্তু তাহার প্রকৃত পরিচয় কেহই জানিত না ; কেহ বলিত, সে আমেরিকা হইতে আসিয়াছে। কেহ বলিত, সে লিও কেষ্টেলের প্রধান সহযোগী। কেহ বলিত,—ব্লিকমরের কারাগারে কেমি গ্রিজ্‌ল নামক যে বিখ্যাত দস্যুর মৃত্যু হইয়াছে, ‘টেক্কা’ তাহারই পুত্র ; টেক্কা লণ্ডনে আসিয়া যে দস্যুদল গঠন করিয়াছে, তাহারা জগজ্জয়ী। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কুকুরগুলার সে উপযুক্ত মুগুর ; পুলিশ এবার জব্দ হইবে।—একজন সর্দ্দার-দস্যু অন্য দস্যুদের বলিয়াছিল, টেক্কা লণ্ডনের পুলিশ কমিশনরকে একহাত দেখাইয়া দিয়াছে ! সে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে পুলিশ-

কমিশনরের খাস-কামরায় প্রবেশ করিয়া তাঁহার টেবিলের উপর হইতে সোনার সিগারেট-কেসটি তুলিয়া আনিয়াছে, অথচ কেহই তাহাকে দেখিতে পায় নাই! —টেঙ্কা সম্বন্ধে এইরূপ নানা অদ্ভুত জনরব ইংলণ্ডের বিভিন্ন কারাগারে প্রচারিত হইয়া কারারুদ্ধ দস্যুদলকে আনন্দিত ও উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল। ষ্টাণ্ড-ফোর্থের কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া লেফটিও এই সকল জনরব শুনিতে পাইয়াছিল; সুতরাং টেঙ্কার নাম তাহারও অজ্ঞাত ছিল না।

লেফটি টনির মুখের দিকে চাহিয়া পুনর্ব্বার বলিল, "টেঙ্কা কে? আমি জেলে থাকিতে তাহার সম্বন্ধে যে সকল জনরব শুনিয়াছিলাম—"

টনি সিগারেটে এক টান দিয়া বলিল, "তাহা ভুলিয়া যাও। টেঙ্কা তোমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন—ইহার অধিক আমি কিছুই বলিতে পারি না।"

লেফটি বলিল, "কোনও কাজের জন্য কি? জেলখানা হইতে বাহির হইয়াই কাজের জন্য আমার হাত নিস্‌পিস্‌ করিতেছে; কিন্তু আমাকে কি রকম—"

টনি বলিল, "কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিও না; টেঙ্কার উহা অসহ্য। তুমি হুকুম তামিল করিয়াই খালাস; সে জন্য প্রচুর পুরস্কার পাইবে।"

টনির স্পর্দ্ধায় লেফটির রাগ হইল, সে মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, "তোমার যে ভারি লম্বা লম্বা কথা! আমি কি তোমাদের গোলাম যে, হুকুম তামিল করিয়া যাইব, একটা কথা পর্য্যন্ত বলিতে পারিব না? যদি তোমাদের দলে মিশিয়া আমার কাজ করিতে ইচ্ছা না হয়।"

টনি বলিল, "ইচ্ছা না হইলে এখানেই দেহরক্ষা করিতে হইবে। টেঙ্কার কাছে কাহারও ইচ্ছার খাতির নাই।"—সে একটি ক্ষুদ্র পিস্তল লেফটির ললাটে উদ্যত করিল।

লেফটির বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে স্বর নরম করিয়া বলিল, "হাতিয়ার বাহির করিবার দরকার কি বাপু? ও রাখিয়া দাও। আমি খাটিয়া খাইতে রাজি আছি; কিন্তু আমাকে কি কাজের ভার লইতে হইবে তাহা ত জানা চাই। যে কাজের ভার লইব—তাহা পাড়ি দেওয়া আমার ক্ষমতায় কুলাইবে কি না তাহাও জানিতে পারিব না? এ যে বড়ই মুস্কিলের কথা!"

টনি আর কোন কথা বলিল না। মোটরকারখানি তাহাদিগকে লইয়া টেম্‌স নদীর বাঁধের উপর দিয়া, ব্যাটারসি সাঁকোর পাশ দিয়া চাইনী ওয়াকের ভিতর প্রবেশ করিল; তাহার পর একটি প্রশস্ত পথে আসিয়া একটি বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে থামিল। এই অট্টালিকার দ্বার গাঢ় সবুজ বর্ণে রঞ্জিত।

যে রমণী গাড়ী চালাইতেছিল, সে হাত তুলিয়া টনিকে ইঙ্গিত করিতেই টনি লেফটি ম্যাক্‌গয়ারকে লইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল।

লেফটি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "মিথ্যা কথা! তুমি পুরুষ, মেয়ে মানুষ সাজিয়াছ—এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। তুমি নিশ্চয়ই স্ত্রীলোক।"

"আমাদের হাজিরার সময় হইয়াছে"—এইমাত্র বলিয়া রমণী দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। টনি ও লেফটি নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিল।

তাহারা দ্বারের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র আরদালীর পরিচ্ছদধারী একজন ভৃত্য দ্বার খুলিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "হাঁ, মাদাম! ডাক্তার লিনো ঘরেই আছেন।"

রমণী সর্ব্বাগ্রে গৃহে প্রবেশ করিয়া, টনি ও লেফটিকে লইয়া হল-ঘর অতিক্রম করিল, তাহার পর একটি কক্ষের সম্মুখে আসিয়া রুদ্ধদ্বারে আঙ্গুলের দ্বারা অদ্ভুত রকম তিনটি টোকা দিল।

ভিতর হইতে কে গম্ভীর স্বরে বলিল, "ভিতরে এস।"

রমণী সঙ্গীদ্বয়কে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

সেই কক্ষের মধ্যস্থলে একখানি বৃহৎ ডেস্কের নিকট একটি দীর্ঘকায় পুরুষ উপবিষ্ট ছিল। তাহার পরিধানে মূল্যবান পরিচ্ছদ, আড়ম্বর-বর্জ্জিত হইলেও সুদৃশ্য। লোকটির মুখে দাড়ি ছিল না, কিন্তু গালের দুই পাশে গালপাট্টা; তাহার উপর গোঁফ-জোড়াটা জমকাল। জর্জ্জিয়ানদের মুখের মত মুখাকৃতি।

লোকটি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লেফটির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এই বুঝি নামজাদা লেফটি? বেশ! বেশ!"

লেফটি আঙ্গুল তুলিয়া ললাট স্পর্শ করিয়া বলিল, "হাঁ, আমিই লেফটি ম্যাক্‌-গয়ার। মহাশয়ের আড্ডাটি ত বেশ জুৎসই দেখিতেছি; কিন্তু বোতল-টোতল কিছু

আছে, না কেবল ভড়ংই সার? তিন তিনটা বছর সরাবের স্বাদ পাই নাই, গলাটা মরুভূমির মত শুকাইয়া আছে। গলা না ভিজাইলে কথা বাহির হইবে না।"

ঘরের লোকটি বলিল, "বোতলের অভাব কি? যত পার বোতল খালি কর। টেবিলের উপর বাক্স-ভরা চুরুট আছে।"

একটা চাকর মদের বোতল ও গ্লাস বাহির করিয়া দিল। লেফটি চেয়ারে বসিয়া বোতলটা সাবাড় করিল; তাহার পর একটা চুরুট ধরাইয়া লইয়া ধূমপান করিতে করিতে বলিল, "ষ্ট্যাণ্ডফোর্থ হইতে খালাস পাইয়াই সোজা এখানে আসিয়া পড়িয়াছি কি না! এ রকম মজার জিনিস না পাইলে কি প্রাণ ঠাণ্ডা হইত? আঃ, বহুকাল পরে একটু আয়েস পাওয়া গেল। মহাশয়ের দরাজ মেজাজ!"

গালপাট্টা গুঁফো লোকটি মিষ্টি হাসিয়া বলিল, "আমার নাম লিনো—ডাক্তার গ্যাস্টন লিনো।—ইনি মিঃ লু তারাঁ, আর ইনি কর্ণেল টনি।"

লেফটি যখন একাগ্রচিত্তে মদ্যপানে রত ছিল—সেই সময়ে তাহার সঙ্গীদ্বয় পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া ডাক্তার লিনোর পাশে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। ডাক্তার লিনোর কথা শুনিয়া লেফটি তাহার সঙ্গীদ্বয়ের মুখের দিকে চাহিল। বিস্ময়ের আতিশয্যে সে চুরুট টানিতে ভুলিয়া গেল, চুরুটটা হাতে লইয়া হাঁ করিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

লেফটি দেখিল, যে স্ত্রীলোকটি তাহাকে মোটর-কারে তুলিয়া কারাগারের দ্বার হইতে লইয়া আসিয়াছিল, মিঃ ব্লেককে প্রতারিত করিবার জন্য তাহার স্ত্রী সাজিয়াছিল—সে স্ত্রীলোকের বেশ ত্যাগ করিয়া পুরুষের বেশে চেয়ারে বসিয়া চুরুট টানিতেছে; তাহার স্ত্রীলোকের ভাবভঙ্গি কিছুই নাই! আর যে বালক তাহাকে 'বাবা' সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়াছিল, সে একটা বামন! শিশুর স্বর্ণাভ কেশগুলি পরচুলা, তাহা সে খুলিয়া ফেলিয়াছিল। লেফটির অনুমান হইল তাহার বয়স ত্রিশ বৎসরের কম নহে।—অদ্ভুত ব্যাপার!

লু তারাঁ লেফটিকে স্তম্ভিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া

হাসিয়া বলিল, "অবাক হইয়া বসিয়া রহিলে যে! রবার্ট ব্লেককে কেমন ধাপ্পা দিয়াছি? আমি পুরুষ, ইহা সে বুঝিতে পারিবে? না, সে সাধ্য তাহার নাই। তব ত আমি ছদ্মবেশ তেমন নিখুঁত করিবার চেষ্টা করি নাই।"

লেফটি মাথা নাড়িয়া বলিল, "হাঁ, আপনাদের খুব বাহাদুরী আছে ডাক্তার লিনো! এখন বলুন দেখি আপনাদের মতলবখানা কি? মনে হইতেছে আপনারা খুব একটা বড় চাল চালিবেন।"

টনি গম্ভীর স্বরে বলিল, "আমি কি তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে নিষেধ করি নাই? আবার প্রশ্ন করিতেছ?"

ডাক্তার লিনো বলিল, "কর্ণেল! তুমি অন্যায় রাগ করিতেছ। মিঃ ম্যাক্‌গয়ার সত্যই ধাঁধায় পড়িয়াছে; উহার কৌতূহল উপস্থিত ক্ষেত্রে অসঙ্গত নহে।"

টনি বলিল, "উহার ভয়ানক গোস্তাকি! আমাকে বালক মনে করিয়া অগ্রাহ্য করিতেছিল। আমি বালক, শিশু! আমার বয়স ত্রিশ বৎসর, আমি অনেক বালকের পিতা হইবার উপযুক্ত; আমাকে অগ্রাহ্য!"

ডাক্তার লিনো বলিল, "না না, ও মন্দ ভাবে তোমাকে বালক বলে নাই। তোমাকে বালক বলায় তোমারই ছদ্মবেশ-ধারণের দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে।"

লেফটি বলিল, "ডাক্তার লিনো সত্য কথাই বলিয়াছেন, তোমাকে অবজ্ঞা করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না; যাহা হউক, যদি তোমার মনে কষ্ট দিয়া থাকি—আমাকে ক্ষমা কর কর্ণেল!—একটু হুইস্কি-টুইস্কি টান, মন পরিষ্কার হইবে।"

টনি খুসী হইয়া বলিল, "হাঁ, এতক্ষণ পরে খাঁটি কথা বলিয়াছ। একটু স্ফূর্ত্তি করা দরকার বই কি।"

টনি হুইস্কিতে সোডা ঢালিয়া গ্লাসে চুমুক দিল।

ডাক্তার লিনো বলিল, "লেফটি, এখন কাজের কথা বলি শোন।—তোমাকে কি উদ্দেশ্যে এখানে আনা হইয়াছে তাহা বুঝিতে না পারিয়া তোমার মন একটু চঞ্চল হইয়াছে। শীঘ্রই তুমি সকল কথা জানিতে পারিবে, তোমার কৌতূহল দূর হইবে।—তুমি পূর্ব্বেই বোধ হয় টেক্কার নাম শুনিয়াছ।"

লেফটি বলিল, "হাঁ, নিশ্চয়ই শুনিয়াছি। জেলখানার কয়েদীদের কাছে তাঁহার অদ্ভুত শক্তি সম্বন্ধে অনেক রকম জনরব শুনিয়া আসিয়াছি।"

সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ডাক্তার লিনোর মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিল, "ইনিই বোধ হয় সেই টেক্কা।"

ডাক্তার লিনো লেফটির মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিল, "না, লেফটি, তুমি যাহা ভাবিতেছ তাহা সত্য নহে; টেক্কা আমি নহি। কেবল দুইজন লোক তাঁহার আসল চেহারা দেখিয়াছে। সেই দুইজন ভিন্ন আর কেহ তাঁহাকে সনাক্ত করিতে পারে না। সেই দুইজনের একজন আমি।"

লেফটি কোন কথা বলিল না। সে ভাবিল—'ইহাদের দু'জনের পরিচয় কি? ইহাদেব নাম শুনিলাম লু তারাঁ ও কর্ণেল টনি। ইহারা আমাকে ধরিয়া আনিল কেন?'

ডাক্তার লিনো গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিল, "শোন লেফটি, তোমাব শক্তি সামর্থ্য ও সাহসের পরিচয় আমাদের অজ্ঞাত নহে। এত কাল তুমি কি ভাবে কাটাইয়াছ, তাহাও আমরা জানি। টেক্কা তোমার মত পরাক্রান্ত দস্যুরই পক্ষপাতী। তুমি বিপদে পড়িয়া হতবুদ্ধি হও না। তোমার স্নায়ু দুর্ব্বল নহে। কোন দুষ্কর কার্য্য দেখিয়া ভগ্নোৎসাহ হও না। নিষ্ঠুরাচরণেও তুমি অকুণ্ঠিত। দয়া মায়া করুণা প্রভৃতি দুর্ব্বলতা তোমার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না।—আমার কথা সত্য কি না?"

লেফ্‌টি বলিল, "খুব খাঁটি কথা; আমাকে আপনি ঠিক চিনিয়াছেন ডাক্তার!"

ডাক্তার লিনো বলিল, "টেক্কা ঐ রকম লোকই পছন্দ করেন। আমি তোমাকে এটুকু ভরসা দিতে পারি যে, যদি তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পার, তাহা হইলে তোমার ভাগ্য ফিরিয়া যাইবে। জীবনে যাহা কখন আশা কর নাই, তোমার সেই আশা পূর্ণ হইবে। আজ তোমাকে যে ভাবে এখানে আনা হইয়াছে—তাহাতেই তুমি বুঝিতে পারিয়াছ টেক্কার শক্তি কিরূপ অসাধারণ; তাঁহার জোগাড় যন্ত্র কিরূপ অদ্ভুত! সকল দেশেই আইন আছে, জনসাধারণ সেই আইন মানিয়া চলে; কিন্তু আইন মানুষের তৈয়েরী, আমরাও

মানুষ। মানুষের আইন অগ্রাহ্য করিলেই পাপ হয় একথা আমরা মানি না, তুমিও নিশ্চয়ই মান না। যাহারা দুর্ব্বল, রাজাকে ভয় করে, সমাজকে ভয় করে—তাহারা আইন মানিয়া চলুক, সমাজের নিয়ম পালন করুক; আমরা দুর্ব্বল নহি, কাহারও শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করি না। আমরা আইন-কানুন গ্রাহ্য করিব কেন? তুমি যদি আমাদের আদর্শ গ্রহণ কর, আমাদের মতাবলম্বী হইয়া চলিতে পার—তাহা হইলে সুখ বল, ঐশ্বর্য্য বল, আনন্দ বল, সকলই লাভ করিতে পারিবে। তোমার জীবন সার্থক হইবে।

"তুমি কি জন্য জেলে গিয়াছিলে তাহাও আমরা জানি। একটু অসতর্কতার জন্যই ধরা পড়িয়া তোমাকে কয়েক বৎসর কষ্ট ভোগ করিতে হইল। এক আধটু ভুল সকলেরই হইয়া থাকে, তোমারও ভুল হইয়াছিল; এজন্য তোমার দোষ দিতে পারি না। কিন্তু এখন তুমি যে সেনাপতির অধীনে পরিচালিত হইবে, তিনি অজেয়। যাহারা টেক্কার দলে প্রবেশ করে তাহাদিগকে কখন জেলে যাইতে হয় না; কারণ পুলিশ তাহাদের ছায়াও স্পর্শ করিতে পারে না। আমাদের দলপতি টেক্কা অভ্রান্ত পুরুষ; তাঁহার দলেব কেহ ভ্রম করিলে তিনি অবিলম্বে তাহা সংশোধন করেন, সুতরাং কাহারও কখন কোন বিপদ ঘটে না।"

লেফ্‌টি বলিল, "তাহা হইলে আপনাদের দলটি খুব বড়, দলের শক্তিও অসাধারণ; কিন্তু এই দলের নাম কি? টেক্কার দল?"

ডাক্তার লিনো বলিল, "না, 'টেক্কা' আমাদের দলপতি হইলেও এই দল 'চারদুনো'র (Double Four) দল নামে প্রসিদ্ধ। এই দলের বল বিক্রমের, অসাধ্যসাধনের শক্তির পরিচয় ক্রমে পাইবে, বুঝিতে পারিবে অপরাধক্ষেত্রে এত দিন পরে একজন নেপোলিয়নের আবির্ভাব হইয়াছে: তিনি দস্যুরাজ্যের সম্রাট। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে নানা দেশে শক্তিসম্পন্ন দস্যুদল ছিল, তাহাদের সম্মিলনী ছিল; এখনও আছে; কিন্তু এরূপ বিরাট সম্মিলনী, এরূপ মহাপরাক্রান্ত দল আর কখন ছিল না। ভবিষ্যতে কখন গঠিত হইবে কি না সন্দেহ; কারণ টেক্কার মত দলপতি শতবর্ষেও একজন জন্মগ্রহণ করেন না।

এ বিষয়ে মত ভেদ নাই। এ পর্য্যন্ত অনেক দস্যুদলের পতন হইয়াছে, তাহারা ছিন্ন ভিন্ন ও দুর্ব্বল হওয়ায় তাহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু অভ্রান্ত চারহুনোর অস্তিত্ব লোপের আশঙ্কা নাই।"

লেফ্‌টি সবিস্ময়ে বলিল, "চারহুনোর দল? নামটা অদ্ভুত বটে! এ নামের সার্থকতা কি?"

ডাক্তার লিনো চর্ম্মনির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র আধার হইতে হস্তীদন্ত-নির্ম্মিত পাতলা একখানি পাত বাহির করিল, তাহা আধ ইঞ্চি মাত্র দীর্ঘ। তাহার মধ্যে দুই সারিতে আটটি গোলাকার ছিদ্র; কিন্তু সেই ছিদ্রগুলির প্রত্যেকটি বিভিন্ন বর্ণের উজ্জ্বল মণি দ্বারা পূর্ণ। পাতখানি বিচিত্র কারুখচিত। লিনো সেই পাতখানি লেফ্‌টির হাতে দিয়া বলিল, "ইহার আটটি ছিদ্রের ভিতর যে আটখানি উজ্জ্বল রত্ন দেখিতেছ, ঐ রত্নগুলি টেক্কার দলভুক্ত আটজন দস্যুর অস্তিত্বের নিদর্শন-স্বরূপ। এই আটজনের মধ্যে 'টেক্কা' একজন। ইঁহাদের এক একজন এক এক বিষয়ের পারদর্শী; এক এক বিদ্যায় ওস্তাদ। চুরী ডাকাতি, জালিয়াতি, প্রবঞ্চনা, ছদ্মবেশ ধারণ প্রভৃতি বিভিন্ন বিদ্যায় কেবল যে তাঁহারা জগজ্জয়ী এরূপ নহে; বিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসাবিদ্যা, ইন্‌জিনিয়ারিং, ভৈষজাতত্ত্ব, চিত্রবিদ্যা, সম্মোহনতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধেও তাঁহাদের অভিজ্ঞতা অসাধারণ। আট জনের প্রত্যেকেই এক একটি রত্নস্বরূপ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মিঃ লু তারাঁর নাম উল্লেখ করিতে পারি। উনি ভিন্ন নামে বহুদিন আমেরিকায় অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন; স্ত্রীলোকের বেশ-ধারণে উঁহার সমকক্ষ লোক পৃথিবীতে আর কেহই নাই। স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে উঁহাকে পুরুষ বলিয়া কেহই সন্দেহ করিতে পারে না। ইহার উপর উঁহার ন্যায় ওস্তাদ জহরী সচরাচর দেখা যায় না। কর্ণেল টনি কেবল যে শিশু-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সকলকে প্রতারিত করিতে পারেন এরূপ নহে, অন্যের অনুকরণে উঁহার অসামান্য পারদর্শিতা।"

টনি খুসী হইয়া মাথা নাড়িল।

লিনো বলিল, "কিন্তু উনি বামন বলিয়া বহুদিন অন্যের অনুকরণের অভ্যাস ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; পরে টেক্কা উঁহার অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইয়া 'চার-

ডুনো'র দলে উঁহাকে ভর্ত্তি করিয়া লইয়াছেন। এই সকল অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মনস্বীগণের দলপতি স্বয়ং টেঙ্কা।"

লেফ্‌টি বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিয়া লিনোর কথা শুনিতেছিল। সে বুঝিতে পারিল এই সকল ব্যক্তির মস্তিষ্ক একত্র পরিচালিত হইলে, পৃথিবীতে এরূপ অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই যাহা তাহাদের চেষ্টায় দীর্ঘকাল অসম্পন্ন থাকে। এই দলের সাহচর্য্য সৌভাগ্য ও গৌরবের নিদর্শন বলিয়াই তাহার ধারণা হইল। সে মনেব আনন্দে আর এক গ্লাস মদ ঢালিয়া পান করিতে আরম্ভ করিল; তাহার পর গ্লাস নামাইয়া রাখিয়া বলিল,"আমাকেও কি এই সম্মিলনীর সভ্য করিয়া লওয়া হইবে?"

লিনো বলিল, "টেঙ্কা তোমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যই তোমাকে তাঁহার দলভুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তুমি তাঁহার দলভুক্ত হইতে পারিবে বটে, কিন্তু কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য হইতে পারিবে না; কারণ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য আটজনের অধিক নহে। এখন আট জন সদস্যই বর্ত্তমান, সদস্যপদ খালি নাই। এখন আমরা আমাদের দলের পুষ্টি-সাধনের চেষ্টা করিতেছি; এই জন্যই তোমাকে লইয়া আসিয়াছি। আমরা কোন্ পথে অগ্রসর হইব, তাহাও আজ স্থির হইবে।"

লেফ্‌টি বলিল, "তাহা হইলে আপনারা এ পর্য্যন্ত কি কোন কাজে হস্তক্ষেপণ করেন নাই?"

লিনো একটু হাসিয়া বলিল, "যদি আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করিতাম, তাহা হইলে কি তাহা জগতের লোকের অজ্ঞাত থাকিত? রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, সে সংবাদ প্রচারিত হইতে বিলম্ব হয় না। আমাদের যে যুদ্ধ আরম্ভ হইবে—তাহাও সাধারণের পক্ষে সেইরূপ উদ্বেগজনক, তাহা সামান্য ব্যাপার বলিয়া উপেক্ষা করে কাহার সাধ্য?—আগামী মাসে আমরা কাজ আরম্ভ করিব; তখন সংবাদ-পত্রগুলির উপর চোখ বুলাইলেই বুঝিতে পারিবে, কিরূপ ভীষণ আন্দোলন আরম্ভ হয়! স্মরণ রাখিও ম্যাক্‌গয়ার! অপরাধের ইতিহাসে আমাদের কার্য্য অতুলনীয় বলিয়াই ঘোষিত হইবে। এরূপ বিরাট অনুষ্ঠানের কথা পূর্ব্বে কেহ কল্পনা করিতেও পারিবে না।"

ডেস্কের উপর বৈদ্যুতিক ঘণ্টাটি ঝন্-ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল। ডাক্তার লিনো রিসিভারটি তুলিয়া কানের কাছে ধরিল। মুহূর্ত্ত পরে তাহার মুখ আনন্দে উৎফুল্ল ও চক্ষু উজ্জ্বল হইল। সে মৃদুস্বরে, 'হাঁ, না, বেশ,' ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া রিসিভার নামাইয়া রাখিল; তাহার পর বলিল, "তারাঁ, টনি, চল আমরা এখন এখান হইতে উঠিয়া যাই। টেক্কা এখনই এখানে আসিয়া লেফ্‌টির সঙ্গে আলাপ করিবেন বলিলেন। এখানে আমাদের কাহারও থাকিবার আদেশ নাই।"

লিনো, তারাঁ ও টনিকে লইয়া নিঃশব্দে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। তাহাদের পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ হইল। লেফ্‌টি সেই কক্ষে একাকী বসিয়া রহিল। তাহাকে একাকী দস্যু-সম্রাট ভীষণপ্রকৃতি টেক্কার সম্মুখীন হইতে হইবে। এ যে কঠোর অগ্নি-পরীক্ষা! লেফ্‌টি ভয়ে ঘামিয়া উঠিল। তাহার বুক কাঁপিতে লাগিল। তাহার সাহসের অভাব ছিল না; কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নূতন নূতন ঘটনার প্রবাহে পড়িয়া তাহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইয়াছিল!

সেই কক্ষের মধ্যস্থলে একটা কাঠের পর্দ্দা ছিল; সেই পর্দ্দা দ্বারা কক্ষটি দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছিল।—পর্দ্দা-সংলগ্ন একটি দ্বার ছিল, সেই দ্বার দিয়া কক্ষের এক অংশ হইতে অন্য অংশে যাতায়াত করা চলিত। লেফ্‌টি ডেস্কের কাছে বসিয়া সেই দ্বারের দিকে চাহিয়া নানা কথা চিন্তা করিতেছিল—সেই সময় সেই দ্বার নিঃশব্দে খুলিয়া গেল। লেফ্‌টি সেই মুক্তদ্বারে একটি দীর্ঘদেহ পুরুষকে দণ্ডায়মান দেখিল। কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে তাহার সর্ব্বাঙ্গ মণ্ডিত, এবং কৃষ্ণবর্ণ রেশমী মুখোসে তাহার ললাট হইতে চিবুক পর্য্যন্ত আবৃত। সেই মুখোসের ভিতর হইতে দুইটি উজ্জ্বল চক্ষু ধ্বক-ধ্বক করিতেছিল; যেন কালো হাঁড়ির তলার ছিদ্র-পথে দীপরশ্মি বিকীর্ণ হইতেছিল; মুখোসের নিম্ন ভাগে সুদৃশ্য রেশমী ফিতা আবদ্ধ ছিল; তাহা হারের আকারে চিবুকের নীচে দুলিতেছিল।

মুখোসধারী কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া মৃদু সঙ্গীত-ধ্বনিবৎ কোমল স্বরে বলিল, "তুমিই কি ম্যাক্‌গয়ার?"

লেফ্‌টি চেয়ার হইতে উঠিয়া অভিবাদন করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "আপনিই কি টেক্কা ?"

মুখোসধারী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আমি কেবল টেক্কা নহি, আমি রাজাও। একটা আমার ছদ্মনাম, আর একটা আমার খেতাব। তুমি বসিতে পার, আমি অনুমতি দান করিলাম। আমার বিশ্বাস, আমাদের বিজ্ঞ বন্ধু লিনো তোমাকে 'চারদুনো' দলের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছে।"

লেফ্‌টি বলিল, "হাঁ, দিয়াছে ; আমি ভাবিতেছিলাম, ভাবিতেছিলাম—" লেফ্‌টি কথা শেষ না করিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল।

টেক্কা বলিল, "কি ভাবিতেছিলে বাবা লেফটি ! সঙ্কোচ কি ? বল, কি ভাবিতেছিলে ?"—স্বর অত্যন্ত মৃদু, অতি মিষ্ট।

লেফ্‌টি বলিল, "আমি ভাবিতেছিলাম, আমাকে অত কথা বলিবার কি দরকার ছিল ? রবার্ট ব্লেকের সঙ্গে আজ সকালে আমার দেখা হইয়াছিল বলিয়াই কি আমার মনে ত্রাস জন্মাইবার জন্য সে আপনার দলেব ক্ষমতার পরিচয় দিল ? না, আপনারা সেই দুর্দান্ত গোয়েন্দাটাকে চূর্ণ করিয়া নস্য করিতে পারেন—ইহা বুঝাইবার জন্যই ঐরূপ করিয়াছিল ?"

টেক্কা নীরস স্বরে বলিল, "হাঁ. তারা আমাকে জানাইয়াছে আজ সকালে ব্লেকের সঙ্গে তোমার দেখা হইয়াছিল। সে কি উদ্দেশ্যে তোমার সঙ্গে দেখা করিয়াছিল ? আমি তোমার অতীত জীবনের কাহিনী আলোচনা করিয়া জানিতে পারিয়াছি—ব্লেকের সঙ্গে কোন দিনও তোমার ঘনিষ্ঠতা ছিল না ; তোমাদের উভয়ের স্বার্থ সম্পূর্ণ বিভিন্নমুখী। আমি আরও জানি, ব্লেকের জবানবন্দীর উপর নির্ভর করিয়াই তোমার কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল।"

লেফ্‌টি বলিল, "সে কথা সত্য বটে ; সেজন্য আমি তাহার নিকট কৃতজ্ঞ ! তবে লোকটার মন সাদা ; চোর ডাকাতদের প্রতি তাহার তেমন আক্রোশ নাই।"

টেক্কা বলিল, "চার-দুনো দলের অনেক কীর্ত্তিকাহিনী শুনিয়া তাহা ব্লেককে বলিবার জন্য তোমার বোধ হয় খুবই আগ্রহ হইয়াছিল ?"

লেফ্‌টি বলিল, "কৈ, আমি ত কোন কথা বলি নাই।"

টেক্কা বলিল, "কারণ সুযোগ পাও নাই। যদি সুযোগ পাইতে, তাহা হইলে বলিতে কি না কে বলিবে? এত বড় একটা কথা লইয়া তাহার সঙ্গে আলোচনা করিতে না—ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য?"

লেফ্‌টি বলিল, "না, নিশ্চয়ই বলিতাম না।"

টেক্কা বলিল, "হাঁ, আমি হইলে এ কথার আলোচনা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক মনে করিতাম। এখন যদি ব্লেক কোন দিন তোমাকে ডাকিয়া এ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে তাহা হইলে তুমি হয় ত তাহাকে অনেক কথাই বলিবে, কিন্তু তোমার সেই সকল অদ্ভুত কথা সে বিশ্বাস করিবে কি না সন্দেহ; দ্বিতীয়তঃ, তুমি তাহার সহিত কি দেখা করিবার সুযোগ পাইবে? আমরা তোমার ইচ্ছামত যাহার তাহার সঙ্গে দেখা করিতে দিব—ইহাই বা তুমি কিরূপে প্রত্যাশা করিতে পার? তুমি কি আমাদের দৃষ্টির বাহিরে যাইতে পারিবে?"

টেক্কা হঠাৎ সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লেফটির মুখের দিকে চাহিল। মুখোসের ভিতর হইতে সেই জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ উজ্জ্বল ও কুটিল নেত্রের ঘূর্ণিত দৃষ্টি দেখিয়া লেফটি আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া আত্মরক্ষার জন্য দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিল, সেই মুহূর্ত্তে তাহার একখানি হাত দৈবাৎ টেক্কার মুখোস স্পর্শ করিল, সঙ্গে সঙ্গে মুখোস একটু সরিয়া গেল। সেই সময় মুহূর্ত্তের জন্য টেক্কার মুখের উপর লেফটির দৃষ্টি পড়িল। লেফটি তৎক্ষণাৎ হাত সরাইয়া লইল বটে, কিন্তু টেক্কার মুখ দেখিয়াই সে তাহাকে চিনিতে পারিল।

লেফটি কম্পিতবক্ষে চেয়ারে ঠেস দিয়া গভীর বিস্ময়ে অস্ফুটস্বরে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! আপনিই টেক্কা? আমি যে আপনাকে চিনি, আপনি সা—"

লেফটির মুখের কথা মুখেই থাকিল। টেক্কা এক লম্ফে তাহার সম্মুখে আসিয়া দক্ষিণ হস্তের তীক্ষ্ণধার ছোরা লেফটির বক্ষঃস্থলে আমূল প্রোথিত করিল; যেন মুহূর্ত্তকালব্যাপী বিদ্যুৎশিখা চকিতে লেফটির বক্ষঃস্থলে আশ্রয় গ্রহণ করিল! লেফটি তৎক্ষণাৎ অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া চেয়ার হইতে নীচে পড়িল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ দুই একবার কম্পিত হইল; তাহার পরই সমস্ত স্থির!

টেক্কা সরিয়া গিয়া তাহার চেয়ারে বসিল, মৃদুস্বরে বলিল, "তোমার দুর্ভাগ্য

লেফটি! জানি ইহা তোমার ইচ্ছাকৃত অপরাধ নহে; কিন্তু তোমার কৌতূহল অমার্জ্জনীয়, তাহার ফল সাংঘাতিক!"

* * * *

সেই রাত্রে ই০৯৮ নং পুলিশ কনষ্টেবল নির্জ্জন পট্‌নিহীথে রোঁদে বাহির হইয়া পথের উপর নিপতিত একটি মৃতদেহের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল। সে চমকিয়া উঠিয়া সভয়ে দেখিল একটা লোক মরিয়া চিত হইয়া পড়িয়া আছে! তাহার বিবর্ণ মুখে চন্দ্রালোক প্রতিফলিত হইতেছিল।

কন্‌ষ্টেবল মৃতদেহের উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া তাহার বক্ষঃস্থলে গভীর ক্ষতচিহ্ন দেখিতে পাইল, বুঝিল তাহা ছোরার আঘাত; শোণিতধারায় পরিচ্ছদ সিক্ত। কিন্তু সে মৃত ব্যক্তির পরিচ্ছদ খুঁজিয়া ছোরা বা অন্য কোন অস্ত্র দেখিতে পাইল না; কেবল তাহার কণ্ঠে সূত্রবদ্ধ চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ একখানি কার্ড দেখিল। সেই কার্ডে দুই সারিতে আটটি কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার বিন্দু (black dots) অঙ্কিত ছিল!

এই 'চার দুনো' দলের প্রথম অপরাধ। ইহাই তাহাদের কার্য্যোরম্ভের সূচনা। লণ্ডনে তাহাদের দলের ভীষণ অনুষ্ঠানের ইহাই পূর্ব্বাভাস!

রাজা বোম্বেটে

প্রথম কল্প

'চার-তুনো'র জয় ঘোষণা

লণ্ডনে যদিও তখন শ্রমজীবীদের ধর্ম্মঘট সবেগে চলিতেছিল, এবং শ্রমশিল্পের উন্নতি-স্রোতে বাধা পড়ায় শ্রমিকদিগের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি আমোদ প্রমোদের মরসুমের সময় লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত সমাজে উৎসবানন্দের বিরাম ছিল না। বড় বড় মজলিসে নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান রহিত হয় নাই। বিশেষতঃ, লণ্ডনের মে-ফেয়ার পল্লীতে সে দিন সায়ংকালে নাচের মজলিসে যেরূপ ঘটা দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, অন্যত্র তাহা দুর্লভ বলিয়াই মনে হইতে পারিত।

সেই দিন নিউইয়র্কের কোটীপতি বণিক জন ভান ক্রামারের পত্নী তাঁহার পার্ক লেনের আলিংহাম ভবনে নাচের আয়োজন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, সেই মজলিসে লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত সমাজের নরনারীবর্গের কেহই বাদ পড়েন নাই। প্রকৃতই তাহা একটি বিরাট ব্যাপার! এই উৎসবটির সাফল্য বিধানের জন্য ভান ক্রামারের বিদুষী পত্নী কেবল যে মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন এরূপ নহে, রুচির উৎকর্ষতার প্রতিও তাঁহার লক্ষ্য ছিল।

মজলিস আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই মিসেস্ ভান ক্রামার বহুমূল্য হীরকালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া, রূপের ছটায় বিদ্যুতালোকের উজ্জ্বলতা বর্দ্ধিত করিয়া হাসি মুখে সুপ্রশস্ত শুভ্র সোপানের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিলেন; তিনি তখন যাহার সহিত গল্প করিতেছিলেন—তিনি একজন প্রবীন রাজদূত। এই রাজদূতটির কেশরাশি শুভ্র, পরিচ্ছদ আড়ম্বরপূর্ণ, এবং তাঁহার কথায় ও ভাব-ভঙ্গিতে সামাজিক মর্য্যাদা পরিস্ফুট।

এই মজলিসে রাজা-রাজড়ারও সমাগম হইয়াছিল; সুতরাং মিসেস্ ভান্ ক্রামার জীবন ধন্য মনে করিতেছিলেন। তাঁহার আনন্দের সীমা ছিল না; যেন তাঁহার সুখের পেয়ালা কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। (cup of happiness was filled to the brim) আমেরিকানরা প্রজাতন্ত্রের অসাধারণ পক্ষপাতী হইলেও বিদেশী রাজাদের খাতির তাঁহাদের কাছেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; কোন রাজা তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিলে তাঁহারা জীবন সার্থক মনে করেন। মিসেস্ ভান ক্রামার পূর্ব্বোক্ত রাজদূতের সহিত গল্প করিতে করিতে কিছু দূরে সারোভিয়া রাজ্যের নবীন নরপতি রাজা কার্লকে দেখিয়া আনন্দে অভিভূত হইলেন; নাচের মজলিসের সম্পূর্ণতা সাধনের জন্য তাঁহার বিপুল অর্থব্যয় সফল মনে হইল। তিনি অপরিতৃপ্ত হৃদয়ে রাজা কার্লের দীর্ঘ দেহ ও মহিমামণ্ডিত মুখশ্রী পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইউরোপের রাজগণের মধ্যে সারোভিয়ার রাজা কার্লের ন্যায় সুপুরুষ আর একজনও ছিলেন কি না সন্দেহ।

রাজা কার্ল বল-রুমের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার পরিধানে বহুমূল্য সুদৃশ্য সান্ধ্য পরিচ্ছদ। তাঁহার বক্ষঃস্থলে তিন সারি হীরক-খচিত রাজচিহ্ন ঝলমল করিতেছিল। তাঁহার অশ্বশালার অধ্যক্ষ ড্যুক ডি সান্তা কস্তা তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিমন্ত্রিত রাজনীতিকগণকে ও সমাজের শীর্ষ-স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে তাঁহার সহিত পরিচিত করিতেছিলেন। রাজা কার্ল প্রফুল্লমুখে এই সকল ব্যক্তির সহিত দুই একটি কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিতেছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত রাজদূত মিসেস্ ভান ক্রামারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই সকল ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি মিসেস্ ভান ক্রামারের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে মৃদুস্বরে তাঁহাকে বলিলেন, "মাদাম, আজ আপনার এই আয়োজন সার্থক মনে হইতেছে। উঃ, কি বিরাট ব্যাপার! ইহা এ ভাবে সুসম্পন্ন করা কিরূপ কঠিন কাজ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। আজ আপনি আপনার গৃহে আধুনিক সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রধান প্রধান

মহিলা ও শীর্ষস্থানীয় পুরুষগণকে নিমন্ত্রিত করিয়া যে ভাবে তাঁহাদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা অন্য কাহারও সাধ্য হইত কি না সন্দেহ।”

মিসেস্ ভান ক্রামার রাজদূতের এই স্তুতিবাদে খুসী হইয়া হাসিয়া বলিলেন, “কাউন্ট, আপনার ন্যায় গুণজ্ঞ ব্যক্তি আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি। আপনার বাক্য-কৌশল কি চমৎকার! কিন্তু আমি আপনার বাক্‌বিভূতির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হই নাই; কারণ ইহা রাজনীতিরই একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। উহা আপনার আছে বলিয়াই আপনি রাজদূত।”

বল-রুমের সম্মুখে ক্রমে জোড়ায় জোড়ায় নর্ত্তক-নর্ত্তকীর সমাগম হইতে লাগিল। মিসেস্ ভান ক্রামার সেই দিকে অগ্রসর হইয়া—পূর্ব্বে যে সকল পরিচিত মহিলা ও পুরুষের অভ্যর্থনার সুযোগ হয় নাই—তাঁহাদিগকে দুই একটি কথা বলিয়া খুসী করিলেন। যে সকল নিমন্ত্রিত ব্যক্তি রাজা কার্লের মনোরঞ্জনের জন্য তাঁহার চারি দিকে দাঁড়াইয়া তাঁহার মন্তব্যের প্রতিধ্বনি করিতেছিলেন, তাঁহারা একটু বিচলিত হইয়া উঠিলেন, এবং রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া বল-রুমে প্রবেশ করিলেন। কোন্ মহিলা জোড়ে নাচিবার জন্য কাহাকে পছন্দ করিবেন, কাহার ভাগ্যে কিরূপ নৃত্যসঙ্গিনী জুটিবে—ইহাই তখন তাঁহাদের চিন্তার বিষয়। রাজার দিকে আর তাঁহাদের লক্ষ্য রহিল না। এই সুযোগে রাজা কার্ল রাজ-কায়দায় গৃহস্বামিনীর সম্মুখে অগ্রসর হইলেন; তাহার পর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া মধুর স্বরে বলিলেন, “মিসেস্ ভান ক্রামার, আপনি বোধ হয় জানেন রাজা রাজড়ার এরূপ কিঞ্চিৎ দেবত্ব আছে, যাহার প্রভাবে তাহাদিগকে সাধারণের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে হয়, এবং একটি কৃত্রিম ব্যবধানের অস্তিত্ব অনুভূত হয়; তথাপি নারীর মহিমা রাজাদের সেই দেবত্বের মহিমা অপেক্ষাও প্রবল, তাহার আকর্ষণও প্রবল; কিন্তু রাজারা নিজেদের দেবমহিমার খাতিরে নারীর মহিমার যথাযোগ্য সম্মান রক্ষা করিতে পারে না। নারী যেটুকু পূজা পাইবার অধিকারিণী, তাহাতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করা হয়—ইহা বড়ই ক্ষোভের বিষয়।”

মিসেস্ ভন ক্রামার হাসিয়া বলিলেন, “আপনার কথার মর্ম্ম ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।”

রাজা কার্ল বলিলেন, "আমার কথা'য় ত জটিলতা নাই।' আমি বলিতেছিলাম যে, আপনি নারীত্বের উজ্জ্বল মহিমায় মণ্ডিত তাহা রাজ-মহিমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আজ রাত্রে আমি আপনার সেই গৌরবের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে উৎসুক; কিন্তু আমি রাজা হইলেও রাজার দাবি লইয়া আপনার সম্মুখীন হই নাই, আমাকে আপনার নিমন্ত্রিত সাধারণ ভদ্রলোক বলিয়াই মনে করিবেন। আপনি আমার নৃত্যসঙ্গিনী হইলে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিব।"

মিসেস্ ভান ক্রামার আর দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে রাজা কার্লের হাত ধরিলেন; তাহার পর তাঁহারা বাহুপাশে পরস্পরকে আবদ্ধ করিয়া তালে তালে পা ফেলিয়া যখন সেই 'বল-রুমে' প্রবেশ করিলেন, তখন সকলেই প্রশংসমান নেত্রে তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সেই সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত লোক ও আলোকপূর্ণ বল-রুমে মৃদু গুঞ্জন আরম্ভ হইল; যেন কন্দর্পদেবকে সঙ্গে লইয়া রতি সুর-সভায় প্রবেশ করিলেন। কার্লের ন্যায় রূপবান যুবক সেই নৃত্য সভায় আর কেহই ছিলেন না; মিসেস্ ভান ক্রামার রূপ যৌবনে, অতুলনীয় হীরকরত্নালঙ্কারের শোভায়, এবং পরিচ্ছদের পারিপাট্যে সেই সভায় সমাগত সম্ভ্রান্ত মহিলাবৃন্দের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি সেই কক্ষে যেন অগণ্য নক্ষত্রনিকর-পরিবেষ্টিত শারদ পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় শোভা বিকাশ করিতে লাগিলেন; সকলেই বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সেই কক্ষের একটি বাতায়নের নিকট একজন সৌম্যমূর্ত্তি, গম্ভীরপ্রকৃতি রূপবান পুরুষ দণ্ডায়মান থাকিয়া সমাগত পুরুষ ও মহিলাগণের প্রত্যেকের মুখ ও ভাবভঙ্গি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। হঠাৎ উনিশ কুড়ি বৎসরের একটি যুবকের মুখের উপর তাঁহার কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ হইল। সেই যুবক নবাগত একটি সুন্দরী কিশোরীর ক্ষীণ কটি ভুজপাশে আবদ্ধ করিয়া নর্ত্তক-নর্ত্তকীবৃন্দের সহিত যোগদান করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল।

তাহাদিগকে তালে তালে পা ফেলিয়া দলে মিশিতে যাইতে দেখিয়া মিঃ ব্লেকের পার্শ্বস্থিত একটি যুবক হাসিয়া বলিলেন, "বাঃ, দুটিকে বেশ মানাইয়াছে ত! স্মিথের মনে আজ বড়ই স্ফূর্ত্তি। ছোকরা আনন্দটা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিবে।"

বক্তার কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক পাশে মুখ ফিরাইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। কৌতূহলে তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কারণ বক্তা তাঁহার সুপরিচিত, অথচ ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার উপস্থিতি লক্ষ্য করেন নাই!

বক্তা 'ডেলি রেডিও' নামক প্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রিকার 'বিশেষ সংবাদদাতা' (special correspondent) স্প্যালাস্ পেজ।

মিঃ ব্লেক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "বাঃ, স্প্যালাস্! তুমিও এখানে? তুমি এখানে কি করিতে আসিয়াছ শুনি। আমার ধারণা ছিল, এ রসে তুমি বঞ্চিত, তুমি এ পথ মাড়াও না।"

মিঃ পেজ হাসিয়া বলিলেন, "আপনার অনুমান মিথ্যা নহে, মিঃ ব্লেক! কিন্তু পানানন্দে বঞ্চিত থাকা আমার অভ্যাস নহে; চলুন সেই রসের একটু আস্বাদন করিয়া আসি।"

পাশেই ড্রয়িং-রুম; সেই কক্ষটি সেই রাত্রির জন্য পানভোজনের কক্ষে পরিণত হইয়াছিল, এবং সেই ভাবেই তাহা সজ্জিত করা হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক পেজের সঙ্গে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া, লতাগুল্ম দ্বারা সজ্জিত একটি কৃত্রিম কুঞ্জের অন্তরালে উপবেশন করিলেন। একটি আরদালী তৎক্ষণাৎ দুই গ্লাস সোডা-মিশ্রিত হুইস্কি তাঁহাদের সম্মুখে রাখিয়া গেল।

মিঃ পেজ তৃপ্তিভরে বলিলেন, "আঃ, এখানে আসিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম! কি ভীষণ ভিড় ওখানে। বেন্‌সন বুড়ো যে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাগ্রস্ত হইয়া একদম শয্যাগত, এই জন্যই ত আমাকে দায়ে পড়িয়া আসিতে হইয়াছে। আমাদের কাগজের যে স্তম্ভগুলিতে সামাজিক ব্যাপারের আলোচনা থাকে—বেন্‌সনের উপর তাহার সম্পাদনের ভার ন্যস্ত আছে; কিন্তু সামাজিক প্রসঙ্গগুলি লিখিবার ভার আছে ইভি কার্সটেয়ারের উপর। সেই ত আমাকে এখানে টানিয়া আনিয়াছে; আমি না আসিলে ভিড়ের চাপে তাহার না কি ছাতু হইবার আশঙ্কা ছিল! এই যুদ্ধক্ষেত্রে আমাকেই তাহার বর্ম্ম রূপে মনোনীত করিয়াছে। এই সকল সামাজিক উৎসবানন্দ ইভির ও বেন্‌সনের খুব ভাল

লাগে। এ সব হুজ্জুত হাঙ্গামা আমার অসহ্য, তবে বলিয়াছি ত পানানন্দে আমার আপত্তি নাই।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু মিস্ কার্স্টেয়ারের সঙ্গে নর্ত্তনানন্দেও বোধ হয় তোমার আপত্তি নাই; মেয়েটি খাসা সুন্দরী।"

মিঃ পেজ মিঃ ব্লেকের মুখের উপর সকোপ কটাক্ষপাত করিয়া কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য ভরে বলিলেন, "আমার চক্ষু আছে গো মহাশয়! কিন্তু আপনার মত ব্রহ্মচারীর (a hermit like you) এখানে আগমন কোন্ আকর্ষণে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "রূপবতী রসিকা গৃহস্বামিনীর নিমন্ত্রণ-পত্রের (invitation card) আকর্ষণে। একবার আমি তাঁহার যৎসামান্য উপকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, সেই তুচ্ছ উপকারটিকে তিনি একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার মনে করিয়া তাঁহার এই সামাজিক বৈঠকে আমার সাহচর্য্য প্রার্থনা করিয়াছেন; এরূপ বিনীতভাবে পত্র লিখিয়াছেন যে, আমার মত অরসিক লোকেরও তাঁহার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখান করিতে সাহস হয় নাই!"

মিঃ পেজ এই প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "রাজা কার্ল রাজকীয় গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করিয়া নৃত্যে যোগদান করিলেন দেখিলাম! কি করে বেচারা, রাজা হইলেও মানুষ ত বটে, বিশেষতঃ নিতান্ত অল্প বয়স, ছোকরা বলিলেও চলে। ও বয়সে রাজকীয় গাম্ভীর্য্য অসহ্য মনে হইবারই কথা। আমি উঁহার দোষ দিতে পারি না। সাবোভিয়ার গর্ত্তে পশুরা মাথা গুঁজিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু রসলিপ্সু কোন মানুষের পক্ষে সেই বিবরে আবদ্ধ থাকা অসম্ভব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু অন্যান্য বল্‌কান রাজ্যগুলির মত সারোভিয়াও রাজবিদ্বেষের বাস্তুভূমি; (a hot bed of sedition) আজ কাল সারোভিয়ার সংবাদ-পত্রগুলিতে যে সুর বাহির হইতেছে—তাহা লক্ষ্য করিলে মনে হয় কার্লের সিংহাসনের বনিয়াদ টলায়মান। সারোভিয়ার প্রধান মন্ত্রী উইনাউস্কি একজন পাকা চরমপন্থী; (extremist) সে দাঁত-খামুটি করিতেছে।" (is showing his teeth.)

মিঃ পেজ বলিলেন, "উইনাউস্কির দংষ্ট্রাবিকাশকে রাজা থোড়াই কেয়ার

করেন। নোংরা সারোভিয়ানগুলাকে যদি তিনি গ্রাহ্য করিতেন তাহা হইলে তিনি মন্টিকার্লো হইতে প্যারিসে, ও প্যারিস হইতে লণ্ডনে স্ফূর্ত্তি করিতে আসিতেন না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু আমার ত মনে হয় রাজা কার্লের এইরূপ 'খাতির নদারৎ' ভাবটি সমর্থনযোগ্য নহে। আমি ইহা ক্ষোভের বিষয় বলিয়াই মনে করি। প্রজারঞ্জনের শক্তি রাজার একটা মহৎ গুণ। কার্লের এই শক্তি অর্জ্জনের যথেষ্ট সুযোগ ছিল। তিনি মিষ্টভাষী, চতুর, প্রিয়দর্শন, এবং আত্মপ্রতিষ্ঠায় সুদক্ষ। যদি তিনি চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে সারোভিয়ার জনমত তাঁহার ইঙ্গিতে পরিচালিত করিতে পারিতেন ; কোন দল তাঁহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে পারিত না। বিশেষতঃ সে দেশে রাজপক্ষ অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু রাজা রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল হইতে প্রবাসে কালযাপন করায় তাহারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার রাজকার্য্যে লিপ্ত হওয়া উচিত। রাজার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ হইলেও তাঁহার দায়িত্ব অত্যন্ত অধিক।

মিঃ পেজ বিদ্রূপভরে বলিলেন, "হাঁ, এখন দেশে ফিরিয়া বিবাহ করিয়া সংসারী হওয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য ; কিন্তু স্ত্রী-বিদ্বেষী মহাশয়! (misogynist) আপনার নিজের চরকায় তৈল-দানে এত ঔদাসীন্য কেন ?"

মিঃ ব্লেক একটা সিগারেট ধরাইয়া লইয়া বলিলেন, "তোমার চরকায় তৈল দানের জন্য মিস্ কার্সটেয়ার বোধ হয় ব্যস্ত হইয়া তোমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে! ঐ গোলাপী পোষাকধারিণী লাবণ্যবতী তরুণীই ত মিস্ কার্সটেয়ার। গরু হারাইলে গোয়ালিনীর অবস্থা যেরূপ হয়, উহার অবস্থাও অনেকটা সেই রকম, অত্যন্ত সাংঘাতিক !"

সেই সময় একটী পরমাসুন্দরী তরুণীকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মিঃ পেজ গ্লাসের হুইস্কিটুকু এক নিশ্বাসে গলাধঃকরণ করিলেন। তাহার পর তাড়াতাড়ি উঠিয়া-পড়িয়া বলিলেন, "উহার বোধ হয় কিছু বরফের বা অন্য কোন দ্রব্যের প্রয়োজন, আমি জানিয়া আসি। খানিক পরে আপনার সঙ্গে আবার দেখা করিব।"

মিঃ পেজ তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। মিঃ ব্লেক অত্যন্ত আমোদ বোধ করিয়া অদ্ভুত মুখভঙ্গি করিলেন, এবং মৃদুস্বরে বলিলেন, "প্রেমে জর জর, সাংঘাতিক অবস্থা!"

অতঃপর মিঃ ব্লেক ধীরে ধীরে পানপাত্র নিঃশেষিত করিয়া স্মিথের সন্ধানে বল-রুমের দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি সিঁড়ির কাছে আসিবামাত্র মিসেস্ ভান ক্রামার তাঁহার হীরক-বিভূষিত হাতখানি মিঃ ব্লেকের বাহুর উপর রাখিয়া মধুর হাস্যে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আপনার সঙ্গে নিশ্চিন্ত মনে যে দুটো কথা কহিব—সেটুকু সুযোগ সন্ধ্যা হইতে একবারও পাইলাম না! কি দুর্ভাগ্য! আমার বড় ইচ্ছা, রাজার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়া দিই। আপনি এখানে আসিয়াছেন, এ সংবাদ তিনি আমার কাছে শুনিয়াছেন; শুনিয়া আপনার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য তিনি ভারি আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন। তাঁহার কাছে শুনিলাম, অপরাধ-তত্ত্বের আলোচনায় তিনি বড়ই আনন্দ লাভ করেন।"

মিসেস্ ভান ক্রামারের কথাগুলিতে আন্তরিকতার অভাব ছিল না; তিনি মনের কথা সরল ভাবেই বলিতেছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন—মিঃ ব্লেক একজন স্বাধীন রাজার সহিত পরিচিত হওয়া পরম সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিবেন, এবং এই প্রস্তাবে অত্যন্ত অনুগৃহীত হইবেন; কিন্তু মিঃ ব্লেক রাজা-রাজড়ার 'তোয়াক্কা' রাখিতেন না, তাঁহাদের অনুগ্রহও তাঁহার প্রার্থনীয় ছিল না; বরং অনেক দেশের গবর্মেণ্টকে তাঁহারই সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইত। যে দেশের লোক রাজ-শাসনের প্রয়োজন অস্বীকার করিয়াছে, সেই দেশেরই একটি সম্ভ্রান্ত মহিলার 'রাজভক্তি' দেখিয়া মিঃ ব্লেক অত্যন্ত আমোদ বোধ করিলেন; কিন্তু মিসেস্ ভান ক্রামারকে ক্ষুণ্ণ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না, তিনি হাসিয়া বলিলেন, "বেশ ত! তাঁহার সহিত পরিচিত হইতে পারিলে সুখী হইব।"

তাঁহাদের কথা শেষ হইবার দুই এক মিনিট পরেই রাজা কার্ল তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মিসেস্ ভান ক্রামার মিঃ ব্লেককে তাঁহার সহিত পরিচিত করিবার সুযোগ ত্যাগ করিলেন না।

রাজা কার্ল বলিলেন, "ওঃ, আপনিই সেই স্বনামধন্য রবার্ট ব্লেক?—আপনার

খ্যাতি ইউরোপের সুসভ্য ও উন্নত দেশসমূহেই সীমাবদ্ধ নহে, আমাদের বল্‌কানের ন্যায় অনুন্নত ও তমসাচ্ছন্ন দেশগুলিও আপনার প্রতিভা-কিরণে সমুদ্ভাসিত। ইউরোপের মহাযুদ্ধের সময় আপনি বুল্‌গেরিয়ায় উপস্থিত হইয়া কিরূপ সাহসের সহিত মিত্রশক্তির সাহায্যের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা আমার অজ্ঞাত নহে; তখন আমি বালক মাত্র, কিন্তু সেই বয়সেই আপনার শক্তির পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

মিঃ ব্লেক এই প্রশংসায় মস্তক অবনত করিয়া বলিলেন, "রাজা আমাকে আমার প্রাপ্যের অধিক সম্মান দান করিলেন। যদি আমি কখন কোন কঠিন কার্য্য করিয়াও থাকি, তাহা হইলে সে কথা গোপন রাখাই আমার অভ্যাস; কিন্তু সংবাদপত্রগুলির দৌরাত্ম্যে কোন কথা গোপন রাখিবার উপায় নাই। তাহারা আমাকে বিখ্যাত না করিয়া ছাড়িবে না! আমি এইরূপ খ্যাতির পক্ষপাতী নহি।"

কার্ল বলিলেন, "হাঁ, আমারও মনে হয় আপনাদের যে পেশা, তাহাতে জনসাধারণে আপনাদের জাহির হওয়া আদৌ প্রার্থনীয় নহে। আপনাদের সহায়তা ব্যতীত কোন রাজার এক দিনও চলিবার উপায় নাই, ইহা আমাদের পক্ষে অল্প বিড়ম্বনার বিষয় নহে।"

অনন্তর কার্ল মিসেস্ ভান ক্রামারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার সৌভাগ্য যে, মিঃ ব্লেক আজ আপনার এই মজলিসে উপস্থিত হইয়াছেন। আপনার কণ্ঠের ঐ নেক্‌লেসের নিরোনিয়ান হীরা কেবল শোভায় অতুলনীয় নহে, জগতে ইহা দুর্লভ সামগ্রী। আমাদের ক্রাকভের রাজভাণ্ডারে এরূপ মহামূল্য রত্ন একখানিও নাই! ইহার ইতিহাসও অপূর্ব্ব। মিঃ ব্লেককে এখানে উপস্থিত দেখিয়া উহা অপহরণের জন্য ছদ্মবেশী তস্করদের হাত নিস্‌পিশ্ করাই সার হইবে।"

মিসেস্ ভান ক্রামার রাজা কার্লের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন। লজ্জায় তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল। তাঁহার শুভ্র কণ্ঠে সবুজ হীরার যে নেক্‌লেস শোভা পাইতেছিল, সেরূপ নির্দ্দোষ (flawless) ও মহামূল্য হীরক ইউরোপের

রাজ ভাণ্ডারে বিরল। বিশেষতঃ, সেই নেক্‌লেসের মধ্যস্থলে সূক্ষ্ম প্ল্যাটিনমের চেনে যে ধুকধুকীখানি ঝুলিতেছিল তাহাই নিরোনিয়ান হীরকে নির্ম্মিত। তাহা জগৎ-বিখ্যাত হীরক। (whose fame was world-wide) . •

মিসেস্ ভান ক্রামার যুবতী হইলেও বিধবা। তাঁহার স্বামী জন ভান ক্রামার আমেরিকার কোটীপতি বণিক ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর এই বিধবাই তাঁহার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন। এই ধনাঢ্য মহিলাটির যে সকল সখ ছিল, মহামূল্য হীরক-সংগ্রহ তাহার অন্যতম। পৃথিবীর বহু দুর্লভ হীরকরত্ন তিনি যে মূল্যে ক্রয় করিতেন, ইউরোপের কোন মুকুটধারী নরপতিও সেই মূল্যে তাহা সংগ্রহ করিতে সাহস করিতেন না। কথিত আছে, মিসেস্ ভান ক্রামারের কণ্ঠসংলগ্ন নেক্‌লেসের ধুকধুকীর সেই হীরাখানি দুর্দ্দান্ত রোমান বাদসাহ নীরোর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুকুটমণি ছিল। সুতরাং যাহারা সেই হীরার ইতিহাস জানিত তাহারা নর-রাক্ষস নীরোর ব্যবহৃত হীরক মার্কিণের শ্রেষ্ঠ রূপসীর কণ্ঠসংলগ্ন দেখিয়া শিহরিয়া উঠিত। মিঃ ব্লেক মুগ্ধনেত্রে সেই ধুকধুকী খানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। সম্রাট নীরোর বর্ব্বরতা ও নিষ্ঠুরতার চিত্রগুলি তিনি কল্পনানেত্রে প্রতিফলিত দেখিলেন।

মিঃ ব্লেক কার্লকে বলিলেন, "মহারাজ, আপনার এই আশঙ্কা অমূলক বলিয়াই মনে হয়। পৃথিবীতে এরূপ দুঃসাহসী ও লুব্ধ দস্যু কে আছে যে এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হীরক অপহরণ করিতে সাহস করিবে? আর সাহস করিলেই বা এই হীরা চুরী করিয়া তাহার লাভ কি? এই বিখ্যাত হীরা সে যে কোথাও বিক্রয় করিবে—তাহার সম্ভাবনা নাই।"

কার্ল মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন, তাহার পর বলিলেন, "কিন্তু কোন দুঃসাহসী তস্কর চেষ্টা করিলে যে এই মহামূল্য হীরক-হার অপহরণ করিতে পারে না, এরূপ মনে করিবার কি কোন কারণ আছে? আমার স্মরণ হইতেছে আপনাদের এই লণ্ডনের 'টাওয়ার' হইতেই বৃটিস রাজমুকুটের হীরা তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিল, এবং সেই চতুর তস্কর রক্ষীগণের কবল হইতে পলায়নও করিয়াছিল; অবশেষে বহু চেষ্টায় তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল বটে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ওঃ, আপনি সপ্তদশ শতাব্দীর দস্যু কর্ণেল ব্লডের কথা বলিতেছেন! হাঁ, সেই সুদূর সপ্তদশ শতাব্দীতে দস্যুর পক্ষে যাহা সহজ-সম্ভব ছিল, এই বিংশ শতাব্দীতে তাহা অসম্ভব হইতেও পারে; কারণ আধুনিক যুগে চুরী ধরিবার নানা বৈজ্ঞানিক কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং গোয়েন্দাদের শিক্ষা-প্রণালীরও উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। বিশেষতঃ, সে সময়েও চোর রাজমুকুটের হীরা অপহরণ করিয়া পলায়নের পূর্ব্বেই প্রহরীদের হাতে ধরা পড়িয়াছিল। তবে তাহাকে দণ্ডভোগ করিতে হয় নাই, এ কথা সত্য; কারণ ধরা পড়িয়া সে ইংলণ্ডেস্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করায় রাজা তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন। রাজা তাহাকে ক্ষমা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, শেষ জীবনে সেই সাহসী তস্কর অর্থাভাবে কষ্ট না পায় এজন্য তাহাকে পেন্সন পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন! রাজানুগ্রহের এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে বিরল।"

রাজা কার্ল হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, আমার নাম ও আপনাদের সেই করুণাময় রাজার নাম অভিন্ন, (was my name-sake) আপনাদের এই রাজা দ্বিতীয় চার্লস্ বড় রসিক পুরুষ ছিলেন। রসিকতা রাজাদের একটা মহৎ গুণ; সকল রাজারই এই গুণের অনুশীলন করা কর্ত্তব্য।"

কার্ল মিসেস্ ভান ক্রামারের মুখের দিকে চাহিয়া দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "আমি কি আপনাকে ভোজনাগারে লইয়া যাইতে পারি?—আপাততঃ বিদায় মিঃ ব্লেক, আবার দেখা হইবে।" (Au revoir)

রাজা কার্ল মিসেস্ ভান ক্রামারকে লইয়া প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক তাঁহাদের দিকে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "রাজা দ্বিতীয় চার্লস্‌ও নারীর মনোরঞ্জনে পারদর্শী ছিলেন। ভান ক্রামারের কোটী মুদ্রার সম্পত্তি এবং সারোভিয়া রাজ্যের টলায়মান (tottering throne) সিংহাসন—ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি কার্লের অধিক প্রীতিকর অনুমান করা কঠিন; জানি না উনি এক সঙ্গে দুই দিক সাম্‌লাইতে পারিবেন কি না! কিন্তু আমি ডিটেক্‌টিভ, রাজনীতিবিশারদ নহি, আমার এ সকল আলোচনা অনাবশ্যক।"

মিঃ ব্লেক বল-রুমে প্রবেশ করিয়া স্মিথকে একটি সুন্দরী কিশোরীর পশ্চাতে

ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিলেন। তিনি স্মিথের হাত ধরিয়া হাসিয়া বলিলেন, "কি হে ছোকরা! বেশ স্ফূর্ত্তিতে আছ দেখিতেছি।"

স্মিথ বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, স্ফূর্ত্তির চোটে পিপাসা পাইয়াছে! পেজের সঙ্গে আপনার দেখা হইয়াছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, সে কোন একটা হুজুগে কাণ্ডের সন্ধানে আসিয়াছে, কাগজের জন্ম যদি কোন অসাধারণ সংবাদ জুটাইতে পারে তাহা হইলে তাহার শ্রম সফল হইবে; কিন্তু তাহার সেই আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা অল্প। আর্দ্দালী-দের কাহাকেও চিনিতে পারিয়াছ কি?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পার্কিন্‌স ও জিম্‌সনকে চিনিয়া ফেলিয়াছি। আর্দ্দালীর ছদ্মবেশেও আমার কাছে তাহারা ধরা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু দরজার কাছে জমকাল চেহারার ঐ লম্বা লোকটি কে কর্ত্তা? আমি চিনি চিনি করিয়াও উহাকে চিনিতে পারিতেছি না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উনি ডাক্তার গ্যাষ্টন লিনো। মনস্তত্ত্ববিশারদ বলিয়া উঁহার খ্যাতি আছে। শুনিয়াছি লোকটি সুপণ্ডিত; কিন্তু নাচের মজলিসে উনি অচল। তবে আজ কাল আমোদ-প্রমোদের মধ্যেও অনেকে মনের কথা পরের মুখে শুনিতে ভালবাসে, কেহ তাহাদের গোপনীয় কথা গণিয়া বলিতে পারিলে আমোদ বোধ করে। এ একটা নূতন খেয়াল।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু অপ্রীতিকর কথা শুনিয়া কেহই বোধ হয় খুসী হয় না।"

কিছু কাল পরে বল-রুম নিমন্ত্রিত অতিথিবর্গে পূর্ণ হইল। যাঁহারা বিভিন্ন কক্ষে গল্প বা পানানন্দে রত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই আসিয়া জুটিলেন। বল-রুমের মধ্যস্থলে মেঝের উপর সকলের অদৃশ্যভাবে বৈদ্যুতিক আলোক-বিন্যাসের ব্যবস্থা ছিল। একজন রুসীয় নর্ত্তকী রূপের প্রভায় সেই কক্ষ উদ্ভাসিত করিয়া যে মুহূর্ত্তে কক্ষের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইল, সেই মুহূর্ত্তে পূর্ব্বোক্ত অদৃশ্য আলোক দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সেই আলোকে বল-রুমটিকে মায়াপুরী বলিয়া অনেকের ধারণা হইল।

অতঃপর অরচেষ্ট্রার ঐকতানিক বাদ্য আরম্ভ হইল; সেই বাদ্যধ্বনির তালে

তালে রুসীয় নর্ত্তকী নাচিতে লাগিল। তাহার রেশমী পরিচ্ছদ নৃত্যকৌশলে এভাবে ঘুরিতে লাগিল—যেন তাহার চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রধনুর বিকাশ হইল! তাহার নৃত্যকলায় মুগ্ধ হইয়া দর্শকগণ পুনঃ পুনঃ সোৎসাহে তাহার জয় ধ্বনি করিতে লাগিল।

নৃত্য প্রায় শেষ হইয়াছে, দর্শকগণ মুগ্ধনেত্রে নর্ত্তকী লোকোভার অপূর্ব্ব নৃত্যকৌশল নিরীক্ষণ করিতেছে, সকলের হৃদয় যেন মোহাচ্ছন্ন; সেই সময় হঠাৎ চক্ষুর নিমেষে সেই কক্ষের আলোকরাশি নির্ব্বাপিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে বল-রুমের এক প্রান্তের একটি বাতায়ন হইতে অত্যন্ত কর্কশ গম্ভীর স্বরে কে বলিয়া উঠিল—"রাজা কার্ল নিপাত যাক, হুনো-চারের দল দীর্ঘস্থায়ী হউক।"

'বল-রুম' নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে মুহূর্ত্তমধ্যে অরচেষ্ট্রার বাদ্যধ্বনি থামিয়া গেল, নর্ত্তকীর নৃত্য বন্ধ হইল; দর্শকগণ ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া শঙ্কাকুল নেত্রে চারি দিকে চাহিতে লাগিল। সকলেই স্তম্ভিত, নিস্তব্ধ; কাহারও মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না। সেই কক্ষের দীপালোক সমূহ নির্ব্বাপিত হইবামাত্র 'গুড়ুম' শব্দে একটা বন্দুক গর্জ্জিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে একটি যুবক বল-রুমের অন্ধকারাচ্ছন্ন মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া নিদারুণ যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; তাহার সেই আর্ত্তনাদ শুনিয়া সকলেই বুঝিতে পারিল—বন্দুকের গুলী তাহারই দেহ বিদীর্ণ করিয়াছে! সকলে ভাবিল কে সে?

মুহূর্ত্তমধ্যে সেই বল-রুমের যে অবস্থা হইল—তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসাধ্য! এক মিনিট পূর্ব্বে যে আলোকোজ্জ্বল সুসজ্জিত কক্ষ 'কুসুমদাম-সজ্জিত দীপাবলী-তেজে উজ্জ্বলিত নাট্যশালা' অপেক্ষা শোভাময় ছিল, তাহা মুহূর্ত্তমধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইল! পুরুষগণ প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া সেই কক্ষ হইতে পলায়নের জন্য দ্বারের দিকে দৌড়াইতে লাগিল, এবং পরস্পরের দেহের ধাক্কায় আহত হইয়া মেঝের উপর পড়িয়া চিৎকার করিতে লাগিল; রমণীগণ কোন্ দিকে যাইবে, কোথায় আশ্রয় পাইবে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া আতঙ্ক-বিহ্বল চিত্তে আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিল। তাহাদের সকলেরই মনে হইল—মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাদের মৃত্যু অপরিহার্য্য।—কে কি উদ্দেশ্যে কোথা হইতে গুলীবর্ষণ করিল—

তাহা কেহই জানিতে পারিল না, জানিবার জন্যও আগ্রহ প্রকাশ করিল না; কিরূপে প্রাণরক্ষা হইবে—এই চিন্তাতেই সকলে আকুল!

মিঃ ব্লেক দীপনির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেও, ইহা কিরূপ বিভ্রাটের সূচনা তাহা মুহূর্ত্তমধ্যেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন; কারণ 'দুনো চারের দল দীর্ঘস্থায়ী হউক' এই কথাগুলির কি অর্থ, তাহা তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং অতঃপর তাঁহার কি কর্ত্তব্য তাহাও স্থির করিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি বন্দুক-নির্ঘোষ শ্রবণমাত্র অন্ধকারে দ্রুতপদে সেই বাতায়নের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার ক্ষুদ্র পিস্তলটি পকেট হইতে বাহির করিয়া স্মিথকে বলিলেন, "স্মিথ, শীঘ্র আলোর ব্যবস্থা কর। পার্কিন্‌স্, স্প্যালাস্ কোথায় আছ, এই মুহূর্ত্তেই সকল দ্বার বন্ধ কর।"

অনন্তর তিনি বল-রুমের নরনারীবর্গকে অভয়দান করিলেন, এবং সেই কক্ষ ত্যাগ করিতে সকলকেই নিষেধ করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে সেই কক্ষ উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে আলোকিত হইল। সেই আলোকে সকলে যে দৃশ্য দেখিতে পাইল, তাহা দেখিয়া সকলের শ্বাসরোধের উপক্রম হইল; দেহের রক্ত যেন হিম হইয়া গেল! সকলে সভয়ে দেখিল, সেই কক্ষের মধ্যস্থলে মেঝের উপর সারোভিয়ার রাজা কার্ল মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছেন! তাঁহার দেহ অসাড়, দেহে প্রাণ আছে কি না তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না।

সেই কক্ষ দীপালোকে আলোকিত হইলে মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক দেখিয়া লইলেন; তিনি সেই উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে কক্ষের বাহিরেও দৃষ্টিপাত করিলেন। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তিনি সেই বাতায়নের দিক হইতেই আততায়ীর সুগম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়াছিলেন; কিন্তু সেই খোলা জানালার কুড়ি ফিটের মধ্যে জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইলেন না!

মিঃ ব্লেকের আদেশ শ্রবণ মাত্র মিঃ পেজ, স্মিথ ও তিন জন ছদ্মবেশধারী ডিটেক্‌টিভ বল-রুমের দ্বারগুলি রুদ্ধ করিয়া, সেই সকল রুদ্ধদ্বারে পৃষ্ঠস্থাপন করিয়া সতর্কভাবে দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন। সেই কক্ষের মধ্যস্থলে একটি রূপবতী যুবতী বিশৃঙ্খল বেশে দাঁড়াইয়া ছিলেন; তিনি সারোভিয়া নরপতি

কার্লের অন্যতম অমাত্য ড্যুক অফ সান্তা কষ্টার পত্নী। তিনি আতঙ্ক-বিহ্বল নেত্রে কার্লের ধরা-লুন্ঠিত দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আড়ষ্ট স্বরে বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে! রাজা আততায়ীর গুলীতে নিহত হইয়াছেন।"

ডচেজ মুহূর্ত্ত মধ্যে রাজার প্রসারিত দেহের পাশে জানুর উপর ভর দিয়া বসিয়া পড়িলেন, এবং রাজার অসাড় দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া হতাশ ভাবে রোদন করিয়া উঠিলেন। মিঃ ব্লেক এই শোচনীয় দৃশ্য লক্ষ্য করিয়া, অতঃপর কি করিবেন তাহাই চিন্তা করিতেছেন—এমন সময় ডাক্তার গ্যাষ্টন লিনো রাজার নিকট উপস্থিত হইল, এবং রাজার পাশে বসিয়া অকম্পিত হস্তে তাঁহার কোট প্রভৃতির বোতাম খুলিয়া ফেলিল, তাহার পর গম্ভীর ভাবে তাঁহার বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করিতে লাগিল। দর্শকমণ্ডলী তাহার চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আতঙ্কে উৎকণ্ঠায় সকলের মুখ বিবর্ণ, ডাক্তারের মন্তব্য শুনিবার জন্য সকলেই অধীর। কি দুঃসংবাদ শুনিতে হইবে ভাবিয়া তাহাদের বক্ষঃস্থল আতঙ্কে দুরু-দুরু করিতেছিল।

ডাক্তার রাজার আড়ষ্ট দেহ দুই তিন মিনিট পরীক্ষা করিয়া অচঞ্চল স্বরে বলিল, "হাঁ বাঁচিয়া আছেন, দেহে এখনও প্রাণ আছে।"—তাহার পর ডাক্তার ড্যুক ডি সান্তা কষ্টার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ডিউক, আপনি যদি আমাকে একটু সাহায্য করিতেন তাহা হইলে রাজাকে তুলিয়া পাশের কোন কক্ষে লইয়া যাইতাম।"

ডিউক রাজার এই আকস্মিক বিপদে অত্যন্ত বিহ্বল হইলেও ডাক্তারের অনুরোধ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন, ডাক্তার তাঁহার সাহায্যে রাজার অসাড় দেহ কক্ষান্তরে লইয়া চলিল।

এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া রুসিয় নর্ত্তকী লোকোভা এরূপ অভিভূত হইয়াছিল যে, সে তৎক্ষণাৎ মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল; কিন্তু তাহার পতনের পূর্ব্বেই একজন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক এক লম্ফে তাহার পশ্চাতে আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

মিঃ ব্লেক তখনও খোলা জানালার নিকট দাঁড়াইয়া, মুখ বাড়াইয়া জানালার

বাহিরের বারান্দার (balcony) দিকে নিনিমেষ নেত্রে চাহিয়া ছিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি বাহির হইতেছিল। তিনি দেখিলেন সেই বারান্দার নীচেই বাগান; কিন্তু তাঁহার অনুমান হইল, বারান্দা হইতে নিম্নস্থ বাগানের দূরত্ব ত্রিশ ফিটের কম নহে। তিনি বারান্দার আলিসা (balustrade) পরীক্ষা করিয়া গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িলেন; তাহার পর হতাশ ভাবে অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "অসম্ভব! বারান্দা হইতে বাগানে লাফাইয়া না পড়িলে আততায়ীর অদৃশ্য হইবার উপায় ছিল না; কিন্তু কোন আততায়ী জানালার বাহিরে দাঁড়াইয়া গুলী করিয়া তিন সেকেণ্ডের মধ্যে বাগানে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করিতে পারে, ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য। এ কাজ কেহ ভিতর হইতে করিয়াছে বলিয়াই মনে হইতেছে।" (it looks like an inside job)

মিঃ ব্লেক সেই বাতায়ন হইতে বলরুমের মধ্যস্থলে প্রত্যাগমন করিলেন; যে সকল নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক সেই সময় সেই কক্ষে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহারা সকলেই লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি, কেহ রাজনীতি-বিশারদ, কেহ বিখ্যাত বণিক, কেহ কোন প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ, কেহ কোন সংবাদপত্রের সুদক্ষ সম্পাদক; ব্যবহারাজীব, চিকিৎসক, বক্তা, বৃটিশ-মহাসভার সভ্য প্রভৃতি নানা শ্রেণীর নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকে সেই কক্ষ পূর্ণ। কয়েকজন ছদ্মবেশী ডিটেক্‌টিভও সেখানে উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু অতঃপর কি কর্ত্তব্য—তাহা কেহই স্থির করিতে পারিলেন না। অকূল সমুদ্রে জাহাজ বিপন্ন হইলে জাহাজের আরোহীবর্গ জাহাজের কাপ্তেনকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া যেরূপ উৎসুক নেত্রে কাপ্তেনের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, সেই কক্ষের সকল লোক সেই ভাবে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার মন্তব্য শুনিবার জন্য আগ্রহ ভরে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সকলেরই ধারণা হইল—এই দুর্ভেদ্য রহস্যভেদ করা মিঃ ব্লেক ভিন্ন অন্য কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা না করিলে এই দুরূহ সমস্যার সমাধানের সম্ভাবনা নাই।

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "সমাগত মহিলা ও

ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদিগকে আমার সর্ব্ব প্রথম অনুরোধ এই যে, এই আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য আপনারা বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিবেন না; অধীর হইবেন না। আপনারা সংযত হউন। আমি স্বীকার করি, অজ্ঞাতনামা আততায়ীর এই পৈশাচিক কার্য্যে আমাদের সকলেরই হৃদয় অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে, হৃদয়ে আমরা নিদারুণ আঘাত পাইয়াছি; কিন্তু এখন আতঙ্কে অধীর হইয়া কাহারও কোন লাভ নাই। উত্তেজনা বা চাঞ্চল্য প্রকাশ সম্পূর্ণ নিরর্থক।"

অনন্তর তিনি অর্চেষ্ট্রার দলপতিকে ইঙ্গিত করিলে পুনর্ব্বার ধীরে ধীরে ঐকতান-বাদ্য আরম্ভ হইল। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা ও মহিলাবর্গ স্ব-স্ব আসন পুনঃ-গ্রহণ করিলেন। মিঃ ব্লেক রাজার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন, সহসা সেই কক্ষের মেঝের উপর একখানি ক্ষুদ্র সাদা কার্ডে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল; তিনি সবিস্ময়ে তাহা তুলিয়া লইয়া তাহাতে দুই সারিতে আটটি কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু দেখিতে পাইলেন।—তাহা চার-জুনো দলের নিদর্শন!

দ্বিতীয় কল্প

অদ্ভুত চুরী

মিসেস্ ভান ক্রামারের 'বল-রুম' হইতে নিমন্ত্রিত নর-নারীরা যখন নিষ্ক্রান্ত হইলেন তখন পূর্ব্বাকাশ উষালোকে সুরঞ্জিত হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক অতঃপর আর্লিংহাম হাউসের পাঠ কক্ষে প্রবেশ করিলেন; তাঁহার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর, জাগরণ-ক্লিষ্ট চক্ষুতে দুশ্চিন্তা ও অবসাদ সুপরিস্ফুট।

ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স, স্প্যালাস্ পেজ, স্মিথ এবং কয়েকজন ছদ্মবেশী ডিটেকটিভ সেই কক্ষে মিঃ ব্লেকের অনুসরণ করিলেন।

মিসেস্ ভান ক্রামার বহু অর্থব্যয়ে লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত সমাজের শীর্ষস্থানীয় নর-নারীবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া এই মজলিসের আয়োজন করিয়াছিলেন; আমোদ প্রমোদ বেশ জমিয়া আসিয়াছিল—সেই সময় এই আকস্মিক দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় তাঁহার সকল আয়োজন ভণ্ডুল হইল; তিনি ক্ষোভে দুঃখে মনস্তাপে অধীর হইয়া ভগ্নহৃদয়ে শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অভ্যাগত নরনারীবর্গের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। রাজা কার্লের এই বিপৎপাতের জন্য তিনি নিজেকেই অপরাধিনী মনে করিলেন। তাঁহার ধারণা হইল—যদি তিনি এই মজলিসের আয়োজন না করিতেন, যদি রাজা কার্লকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে তাঁহার অভ্যর্থনা না করিতেন—তাহা হইলে রাজার জীবন এই ভাবে বিপন্ন হইত না; অন্ততঃ তাঁহাকে কলঙ্কভাগিনী হইতে হইত না। তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, তাঁহার গৃহে আসিয়া রাজা আততায়ীর গুলীতে সাংঘাতিক আহত হইলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার বিষয় বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। তিনি তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীকে আদেশ করিয়াছিলেন, মিঃ ব্লেক ও অন্যান্য ডিটেক্‌টিভেরা গোপনে পরামর্শ করিবার জন্য যদি কোন নির্জ্জন কক্ষ চাহেন তাহা হইলে যেন লাইব্রেরীটা তাঁহাদিগকে খুলিয়া দেওয়া হয়।

তাঁহার আদেশ অনুসারেই মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীগণের জন্য লাইব্রেরীর দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "এ কি বিষম কাণ্ড ব্লেক; কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না। রাজাটাকে প্রায় সাবাড় করিয়াছিল; সৌভাগ্যক্রমে আঘাতটা সংঘাতিক হয় নাই। যদি কার্ল আততায়ীর গুলীতে নিহত হইতেন, তাহা হইলে এই হত্যাকাণ্ডের উপর কোন একটা রাজনীতিক অভিসন্ধির আরোপ করা হইত; এবং তাহা লইয়া ইউরোপে একটা প্রকাণ্ড দলাদলির ধূম পড়িয়া যাইত। তাহার শেষ ফল কি হইত, কে বলিতে পারে? বিগত মহাযুদ্ধের স্থচনা এইরূপ একটা হত্যাকাণ্ড হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল, সে কথা তোমার স্মরণ আছে ত? যাহা হউক, রাজার জীবনের আশঙ্কা নাই ত? তুমি বলিতেছিলে গুলীটা চর্ম্ম স্পর্শ করিয়াই চলিয়া গিয়াছিল, আঘাত গভীর হয় নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ডাক্তার লিনো বলিতেছিল, গুলীটা রাজার মাথার বাঁ-ধার স্পর্শ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহা ত্বকমাত্র স্পর্শ করিয়াছিল, মস্তিষ্কে বিদ্ধ হইলে প্রাণের আশা ত্যাগ করিতে হইত। রাজা অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া হোটেল রিজেঁাতে চলিয়া গিয়াছেন; চেতনা লাভের পর আর এক মুহূর্ত্তও এ বাড়ীতে থাকিতে সম্মত হন নাই। তিনি হোটেল রিজেঁাতে বাসা লইয়া বাস করিলেও সেখানে নিজের পরিচয় গোপন রাখিয়াছেন। হোটেলের কেহই জানে না যে, তিনিই সারোভিয়া রাজ্যের রাজা কার্ল।"

মিঃ পেজ তাঁহার নোট-বহি দেখিতেছিলেন, তিনি হঠাৎ মুখ তুলিয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "আপনি বলিতেছিলেন—আক্রমণটা কেহ ভিতর হইতে করিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়!—আপনার এই অনুমান কি সঙ্গত?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অসঙ্গত মনে করিবার কোন কারণ নাই; তবে এ কথা তুমি তোমার কাগজে লিখিও না। আমার অনুমান অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে, এবং কাহারও অনুমান কাগজে প্রকাশ করিয়া কোন ফল নাই। আমার অনুমান সত্য না হইতেও পারে; কিন্তু তোমাদিগকে অসঙ্কোচে বলিতে পারি জানালার বাহির হইতে ঘরের কোন লোককে গুলী

করিয়া, ত্রিশ ফিট উচ্চ বারান্দা হইতে নীচের বাগানে লাফাইয়া-পড়িয়া চক্ষুর নিমেষে অদৃশ্য হওয়া মনুষ্যের অসাধ্য। যদি কেহ পূর্ব্বে গোপনে আসিয়া সিঁড়ির সাহায্যে বাগান হইতে বারান্দায় উঠিয়া এই কাজ করিয়া থাকে, তাঁহা হইলেও সে ঐরূপ অল্পসময়ের মধ্যে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া পলায়ন করিতে পারে না। তদ্ভিন্ন সিঁড়িখানিও সরাইয়া ফেলিতে হইয়াছে ত? তাহাও সময়-সাপেক্ষ।"

ইন্স্পেক্টর কুট্স মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার একটা ভুল ধরিয়াছি ব্লেক! তোমার সন্দেহ হইয়াছিল ঘরের ভিতরের কোন লোক রাজাকে গুলী করিয়াছিল; যখন এই সন্দেহ তোমার মনে স্থান পাইল—তখন তুমি ঘরের সকল লোকের পরিচ্ছদ পরীক্ষা করিলে না কেন? আততায়ী ঘরে থাকিলে—তাহার পকেট বা অন্য কোন স্থান হইতে পিস্তলটা বাহির হইয়া পড়িত।"

মিঃ ব্লেক ধীরে ধীরে বলিলেন, "বোকার মত কি কতকগুলা বাজে কথা বলিতেছ? লণ্ডনের যাঁহারা সমাজের মাথা, যাঁহারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ, সেই রূপ দুইশতাধিক নরনারী নিমন্ত্রিত হইয়া বল-রুমে সমবেত হইয়াছিলেন বিভিন্ন দেশের রাজদূত হইতে বৃটীশ মন্ত্রী সভার সদস্যেরা সকলেই সেখানে উপস্থিত; তুমি কাহাকে বাদ দিয়া কাহার পোষাক খানাতল্লাস করিতে? তোমার সন্দেহ কে গ্রাহ্য করিত? আর কোন্ অধিকারে তুমি তাঁহাদের এত বড় একটা অপমান-জনক কাজ করিতে? সেরূপ করিলে কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ উঠিয়া পড়িত!"

ইন্স্পেক্টর কুট্স অতখানি তলাইয়া দেখেন নাই; তিনি বাড়ীতে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছিলেন—সেই সময় টেলিফোনে তাঁহাকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ডাকিয়া আনিয়া এই দুর্ঘটনার তদন্তের ভার প্রদান করা হইয়াছিল। তখন তাঁহার মেজাজ ভাল ছিল না। তিনি মিঃ ব্লেকের যুক্তি শুনিয়া বিরক্তি ভরে বলিলেন, "ঐ সকল লোক যে ঘরে ছিলেন—সেই ঘর হইতে গুলী চলিয়াছিল এরূপ অনুমান করা তোমারও সঙ্গত হয় নাই। অকারণে রাজাকে কেহ গুলী করে নাই;

আমার বিশ্বাস এই ব্যাপারের সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ আছে। খুনে বোলসী বেটারা ইউরোপে রাজা-টাজা থাকিতে দিবে না ; রুসিয়ার সিংহাসন হইতে রাজা সাবাড় করিতে করিতে আসিয়া বলকানে আড্ডা করিয়াছে। সারোভিয়ার রাজার লণ্ডনে পলাইয়া আসিয়াও অব্যাহতি নাই, নাচের মজলিসেই ঘাল! হাঁ, এ নিশ্চয়ই বোলসী-খুনেদের কাজ। বিস্তর বোলসী এখন লণ্ডনে বাস করিতেছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার যাহা বিশ্বাস তাহা তোমাকে বলিয়াছি, সৌভাগ্য ক্রমে আততায়ীর চেষ্টা বিফল হইয়াছে। কিন্তু একটা কথা আমি বুঝিতে পারি নাই, রাজাকে গুলী করিবার সঙ্গে সঙ্গে আলোগুলি নিবাইবার কারণ কি?—দ্বিতীয় কথা, গুলীটা রাজার মাথাটি স্পর্শ করিয়াই কোথায় ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছিল ; কিন্তু তাহা সেই কক্ষে পাওয়া গেল না, ইহারই বা কারণ কি?"

পারকিন্‌স নামক ডিটেক্‌টিভ বলিল, "হাঁ মহাশয়, আমরা সেই ঘরের সকল স্থানে দশবার করিয়া খুঁজিয়াও গুলীটা সংগ্রহ করিতে পারি নাই! লুকানো জিনিস খুঁজিয়া বাহির করায় আমার বেশ হাতযশ আছে, কিন্তু এবার আমাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "জানালা হইতে একটা লোক চিৎকার করিয়াছিল। সে রাজা কার্লের মৃত্যুকামনা এবং চার-হুনো দলের জয়-ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু জানালার কুড়ি ফিটের মধ্যে কোন লোক ছিল না, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছিলাম। যাঁহারা বল-রুমে ছিলেন, তাঁহারা তন্ময় হইয়া রুস-নর্ত্তকী লোকোভার নাচ দেখিতেছিলেন।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সোৎসাহে বলিলেন, "কি বলিলে? রুস-নর্ত্তকী লোকোভার নাচ? একে নর্ত্তকী, তাহার উপর রুসিয়ান! এই স্ত্রীলোকটার প্রকৃত পরিচয় জান কি? সে যে বোলসেভিক গুপ্তচর নয়—ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করি? তাহার সহিত এই আক্রমণের সম্বন্ধ আছে—আমার এই অনুমান কি অসঙ্গত?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "খুব উদ্ভট অনুমান, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

মাদাম লোকোভাকে একটা বাজে নর্ত্তকী মনে করিও না ; তিনি রঙ্গমঞ্চে ঐ নামে পরিচিত হইলেও তাঁহার প্রকৃত নাম রাজকুমারী টানিয়া কারিলফ্। স্বর্গীয় জারের তিনি পিতৃব্য-পুত্রী। বোল্সীদের ভয়ে তিনি নিঃসম্বল অবস্থায় রুসিয়া হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাকে বোল্সীদের গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ কেবল উন্মাদের কল্পনাতেই স্থান পাইতে পারে।"

ইন্স্পেক্টর কুট্স বলিলেন, "আমার ধারণা চার-দুনোটা এনার্কিষ্ট বা বোল্সেভিক দস্যুদেরই একটা দল ; এই ধারণা অনুসারেই তদন্তটা চালাইব মনে করিতেছিলাম। চার-দুনোর দল না কি মুখোসে মুখ ঢাকিয়া ডাকাতি করে? তাহাদের কোন সংবাদ রাখ কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আর কিছু না জানিলেও এটুকু জানি যে, ইহাই তাহাদের দ্বিতীয় আক্রমণ। দুই মাস পূর্ব্বে ইহাদের আক্রমণে জেলখালাসী দস্যু লেফটি ম্যাক্গয়ারের ভবলীলা সাঙ্গ হইয়াছিল ; পট্‌নী-হীথে তাহার মৃতদেহ পড়িয়া ছিল। দস্যুরা তাহার বক্ষঃস্থলে ছোরা বিঁধিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছিল ; তাহার গলায় একখানি কার্ড ঝুলিতেছিল—তাহাতে চার-দুনোদলের সাঙ্কেতিক চিহ্ন ছিল। রাজা কার্লের শয্যাপ্রান্তে যে কার্ডখানি পড়িয়া ছিল, তাহারই অনুরূপ কার্ড লেফটির গলায় বাঁধা ছিল !—এই দেখ সেই কার্ড।"

মিঃ ব্লেক আটটি কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নাঙ্কিত ক্ষুদ্র কার্ডখানি পকেট হইতে বাহির করিয়া তাঁহার সঙ্গীগণকে দেখাইলেন।

মিঃ পেজ সেই কার্ডের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া বলিলেন, 'চার-দুনো' দলের সাঙ্কেতিক চিহ্ন ? কি সর্ব্বনাশ ! আমাদের কাগজে উহার একটা ফটো বাহির করিয়া ঐ দলের নূতন কীর্ত্তি-কাহিনী লোমাঞ্চকর ভাষায় লিখিতে পারিলে এক বেলাতেই লণ্ডনে দেড় লক্ষ কাগজ বিক্রয় করিতে পারিব। আমি 'রেডিওর' বিশেষ সংস্করণের (special edition) জন্য দুই কলম স্থান রাখিতে টেলিফোন করিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, গুছাইয়া লিখিতে পারিলে তোমারও কদর বাড়িবে, এবং মিস্ কার্স্টেয়ারের সঙ্গে বিবাহের সম্ভাবনাটাও ঘনীভূত হইয়া উঠিবে।"

মিঃ পেজ বলিলেন, "এখন ঠাট্টা রাখুন, এই চার-জুনোদের সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই ; উড়ো খবর যে দুই একটা পাইয়াছি তাহার উপর নির্ভর করিয়া দুই কলম প্রবন্ধ লিখিলে তাহাতে ভাষার উচ্ছ্বাস ভিন্ন খাঁটি জিনিস কতটুকু থাকিবে ? পাঠকদের খুসী করিতে হইলে নূতন কিছু দেওয়া চাই ! আপনি চার-জুনোদের সম্বন্ধে কি জানেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি এই জানি যে, তাহাদের সম্বন্ধে অধিক কিছু জানা বিপজ্জনক। (dangerous to know too much) লেফটি ম্যাক্‌গয়ার বেচারা বোধ হয় একটু বেশী সংবাদ জানিতে পারায় চিরদিনের জন্য মুখ বুঁজিতে বাধ্য হইয়াছে।"

মুহূর্ত্ত পরে নীল পরিচ্ছদধারী একজন কনষ্টেবল সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "ঘর দরজা সমস্ত খুঁজিয়া সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই। কয়েদীটা কোন কথাই স্বীকার করিতে রাজী হয় না কর্ত্তা !"

মিঃ পেজ বলিলেন, "কয়েদী ! কয়েদী কোথা হইতে আসিয়া জুটিল ?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "হাঁ, বিজলি-বাতির ভার যে লোকটার উপর ছিল, তাহাকে আটক করিয়াছি। জিব্‌স, তাহাকে এখানে হাজির কর। তাহাদের জবানবন্দী এখন পর্য্যন্ত লিখিয়া লই নাই।"

কনষ্টেবল জিব্‌স তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। কয়েক মিনিট পরে সে একটি প্রাচীন ভদ্রলোককে সেই কক্ষে লইয়া আসিল ; ভয়ে লোকটির মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, তাহার চক্ষু দুটি ছল-ছল করিতেছিল। সে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে কাতর স্বরে বলিল, "আমি ভালমন্দ কিছুই জানি না ; দোহাই পুলিশ মহাশয় ! আমাকে ছাড়িয়া দিতে বলুন।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ধমক দিয়া বলিলেন, জান কি না তা দেখিয়া লইব ; এখন বল তোমার নাম কি ?"

বৃদ্ধ বলিল, "এল্‌ফ্রেড কার্প।"

কুট্‌স—"ঠিকানা ?"

বৃদ্ধ—"৫নং একেসিয়া এভিনিউ, টুথাম। যদি আমি সকালে বাড়ী পৌঁছিতে না পারি তাহা হইলে আমার মেয়ে দুটো দুশ্চিন্তায়—"

কুট্‌স পুনর্ব্বার ধমক দিয়া বলিলেন, "চুলোয় যাক্ তোমার মেয়ে দুটো! এখন নিজের চরকায় তেল দাও।—তুমি কোন 'ফারমে' চাকরী কর? পেশা কি?"

বৃদ্ধ—আমি বৈদ্যুতিক মিস্ত্রী। ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীটের ম্যাক্‌ল্যারেন এণ্ড স্কট্ কোম্পানীর কাজ করি। আমার মনিবেরা ভাল লোক; কিন্তু যদি তাঁহারা জানিতে পারেন—আমার গাফিলীতে রাত্রে মজলিসের সমস্ত আলো নিবিয়া যাওয়ায় একটা বিভ্রাট ঘটিয়াছিল—তাহা হইলে আমার চাকরী যাইবে, অথচ আমার কোন অপরাধ নাই।"

কুট্‌স বলিলেন, "তুমি কি জান, বল।"

বৃদ্ধ যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এই যে, ম্যাডাম লোকোভার ম্যানেজার পূর্ব্ব-দিন তাহাকে আলোর 'প্রোগ্রাম' দিয়া বলিয়াছিল—নাচের মজলিসে তাহার প্রোগ্রাম অনুযায়ী আলোর ব্যবস্থা করিতে হইবে। সে সেই প্রোগ্রাম অনুসারেই আলো দিতেছিল; কিন্তু হঠাৎ কিরূপে বল-রুম নিমেষে গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, তাহা তাহার অজ্ঞাত, এবং এজন্য সে দায়ী নহে।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহার কৈফিয়ত শুনিয়া কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না। বৃদ্ধ মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিল, তিনি তাহার কথা অবিশ্বাস করেন নাই। এ জন্য সে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "দেখুন মহাশয়! যে সময় বল-রুমে আলোকের প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, প্রোগ্রামের নির্দ্দেশ অনুসারে মিনিটে মিনিটে আলোকের উজ্জ্বলতা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইয়াছিল, সেই সময় আমি নিজের খেয়ালে সমস্ত দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া মজলিস অন্ধকারাচ্ছন্ন করিব, সমস্ত আমোদ উৎসব নষ্ট করিব—ইহা কি বিশ্বাস করিবার কথা? যখন এই কাণ্ড ঘটে, তখন আমার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়াছিল; আমি কেমন যেন মোহাবিষ্ট হইয়াছিলাম! আলোগুলা এক সঙ্গে দপ্ করিয়া নিবিয়া গেল। তাহার অল্প কাল পরেই তাহা পুনর্ব্বার জ্বলিয়া উঠিল। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি মুহূর্ত্তের জন্যও 'সুইচ' স্পর্শ করি নাই। আলো জ্বলিবার পর আমি প্রত্যেক

'সুইচ' পরীক্ষা করিয়াছিলাম; কিন্তু কোন বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাই নাই। আলো হঠাৎ নিবিবার কারণও স্থির করিতে পারি নাই। এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার আমার জীবনে আর কখন সংঘটিত হয় নাই।"

মিঃ ব্লেক তাহার উক্তির সমর্থনসূচক মাথা হেলাইলেন। তিনিও বল-রুমের প্রত্যেক 'সুইচ' পরীক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন সুইচে বৈলক্ষণ্য দেখিতে পান নাই। সেই কক্ষের 'সুইচ' গুলি একটি প্রধান সুইচের (single main switch) সহিত সংযুক্ত ছিল, এবং সেই প্রধান সুইচ পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধের তত্ত্বাবধানে ছিল।

সকল কথা শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স একবার কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "শোন বুড়ো, তুমি যে কৈফিয়ৎ দিলে তাহা আদৌ সন্তোষজনক নহে। তোমার অসম্ভব গল্প বিশ্বাস করিব—আমাকে সেরূপ নির্ব্বোধ মনে করিও না। যদি আমি সন্ধান লইয়া পরে জানিতে পারি—"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেক তাঁহার কানে কানে বলিলেন, "আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি—এ লোকটার কোন দোষ নাই; তুমি উহাকে অনায়াসে মুক্তিদান করিতে পার। তবে যদি তুমি আমার কথায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পার—তাহা হইলে উহার উপর নজর রাখিবার ব্যবস্থা কর; কিন্তু উহাকে আটক করিয়া রাখিয়া লাভ নাই, বরং যদি উহার কোন দুরভিসন্ধি থাকে—তাহা হইলে গোপনে উহার গতিবিধি লক্ষ্য করিলে তাহা জানিবার সুযোগ পাইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের এই পরামর্শ সঙ্গত মনে করিয়া গাল চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে সেই বৃদ্ধটিকে বলিলেন, "মিঃ এল্‌ফ্রেড কার্প, তুমি সতর্ক থাকিবে এই বিশ্বাসে আপাততঃ আমি তোমাকে মুক্তিদান করিলাম বটে, কিন্তু—"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই এল্‌ফ্রেড কার্প তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। সেই মুহূর্ত্তেই সেই অট্টালিকার বারান্দা হইতে নারীকণ্ঠনিঃসৃত আহ্বানধ্বনি মিঃ ব্লেকের কর্ণগোচর হইল। কে আকুল স্বরে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিল, "মিঃ ব্লেক, মিঃ ব্লেক, দয়া করিয়া একবার বাহিরে আসিবেন কি?"

সেই কণ্ঠস্বর মিঃ ব্লেকের সুপরিচিত ; তিনি তৎক্ষণাৎ লাইব্রেরী হইতে বারান্দায় উপস্থিত হইলেন, এবং সম্মুখেই গৃহস্বামিনী মিসেস্ ভান ক্রামারকে দেখিতে পাইলেন। মিসেস্ ভান ক্রামারের চক্ষু আতঙ্কবিস্ফারিত ; তাঁহার আত্মসংযম বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার ব্যাকুলতা লক্ষ্য করিয়া মিঃ ব্লেক অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ; কিন্তু তিনি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই মিসেস্ ভান ক্রামার বিচলিত স্বরে বলিলেন, "আমার নেক্‌লেস ! আমার নিরোনিয়ান হীরার আধার মহামূল্য নেক্‌লেস কে চুরী করিয়াছে !"

মিঃ ব্লেক হঠাৎ কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না ; তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি বলিলেন ?"

মিসেস্ ভান ক্রামার বলিলেন, "আমি সত্য কথাই বলিয়াছি। আমার নেক্‌লেস চুরী গিয়াছে।"

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেই প্রমোদ-ভবনে রহস্যের উপর রহস্য পুঞ্জীভূত হইতেছিল। এ সকল কি ব্যাপার ! মিঃ ব্লেক নির্ব্বাক হইয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার যেন কণ্ঠরোধ হইল।

মিসেস্ ভান ক্রামার আড়ষ্ট স্বরে বলিলেন, "কথাটা কি আপনি বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না ? আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে,—কে আমার নেক্‌লেস চুরী করিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক মিসেস্ ভান ক্রামারের হাত ধরিয়া তাঁহাকে লাইব্রেরীর ভিতর লইয়া আসিলেন, এবং একখানি চেয়ারে বসাইয়া, একটা গ্লাসে তাড়াতাড়ি খানিক ব্রাণ্ডি ঢালিয়া গ্লাসটা তাঁহার মুখের কাছে ধরিলেন, বলিলেন, "আপনি বড়ই অবসন্ন হইয়াছেন, আগে এটুকু পান করুন ; একটু সুস্থ হইয়া সকল কথা বলিবেন।"

মিঃ ব্লেকের দেহে যেন বৈদ্যুতিক শক্তি আছে। তিনি হতাশ ব্যক্তিকেও স্পর্শ করিলে সে যেন মনে নব বল পায় ; অবসন্ন হৃদয়েও তিনি উৎসাহ সঞ্চার করিতে পারেন। মিঃ ব্লেকের সংস্পর্শে মিসেস্ ভান ক্রামার মনে বল পাইলেন ; ব্রাণ্ডিটুকু পান করিয়া তাঁহার অবসাদ অন্তর্হিত হইল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মহিলাদিগের সহিত আলাপ করিতে গিয়া বড়ই বিব্রত হইয়া

উঠিতেন ; কথা কহিতে কহিতে খেই হারাইয়া ফেলিতেন, কোন কথা গুছাইয়া বলিতে পারিতেন না। মিসেস্ ভান ক্রামারের অবস্থা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন, সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাঁহার প্রবল আগ্রহ হইল ; কিন্তু কোন্ কথা আগে জিজ্ঞাসা করিবেন, কিভাবে কথা আরম্ভ করিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া সে ভার মিঃ ব্লেককে দিয়া এই দায় হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। তিনি জানিতেন মিঃ ব্লেক যথাযোগ্য শিষ্টাচার সহকারে মিষ্ট ভাষায় মহিলাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া তাঁহাদের মনের কথা টানিয়া বাহির করিতে পারেন ; মিঃ ব্লেকের বাক্‌পটুতা অসাধারণ।

মিসেস্ ভান ক্রামার কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে মিঃ ব্লেক তাঁহাকে বলিলেন, "এখন আপনি সকল কথা আমাকে গুছাইয়া বলুন। এখানে কোন কথা প্রকাশ করিতে আপনার কুণ্ঠার কারণ নাই। এখানে যাঁহারা উপস্থিত, তাঁহারা সকলেই আমাদের বন্ধুবান্ধব ; আর আমার বন্ধু—স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের এই ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সহিত পূর্ব্বেই আপনার আলাপ হইয়াছে।"

মিসেস্ ভান ক্রামার ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মুখের দিকে চাহিয়া অভিবাদনের ভঙ্গিতে ঈষৎ মাথা নাড়িয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিলেন ; তাহা দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের লাল মুখ আরও লাল হইয়া উঠিল।

মিসেস্ ভান ক্রামার মিঃ ব্লেককে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "কাল রাত্রে বল-রুমে রাজা কার্ল আততায়ীর গুলীতে হঠাৎ আহত হইলে আমার মনে হইল আমারই মাথায় বিনা-মেঘে বজ্রাঘাত হইল! সে সময় আমার মনের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল—তাহা ভাষায় প্রকাশ করা আমার অসাধ্য। মনে হইল নির্জ্জন কক্ষে গিয়া একটু বিশ্রাম করিতে পারিলে বাঁচি।—আমার অতিথি-গণের নিকট বিদায় লইয়া কখন কি ভাবে আমি শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া-ছিলাম, তাহা আমার স্মরণ নাই।

"যাহা হউক, বোধ হয় ঘণ্টা-খানেক আগে আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া-ছিলাম, তখন রাত্রি ছিল না ; কিন্তু নানা দুশ্চিন্তায় এরূপ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, ঘুমাইতে পারিলাম না। আমার পরিচারিকা সেলেষ্টাইন

আমার জন্ত এক পেয়ালা গরম চোকেলোট লইয়া আসিল; কিন্তু তাহা আমার গলা দিয়া নামিল না। আমি শয্যা ত্যাগ করিয়া সেই কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। শরীর অত্যন্ত অবসন্ন বোধ হওয়ায় বোধ হয় পনের মিনিট পূর্ব্বে পুনর্ব্বার শয়ন করিলাম, এবং যদি একটু ঘুমাইতে পারি এই আশায় কিছুকাল চক্ষু মুদিয়া শয্যায় পড়িয়া রহিলাম।

"সেই সময় আমার পরিচারিকা সেলেষ্টাইন আমার নেক্‌লেস খুলিয়া লইতে আসিল। নেকলেসের ধুকধুকীখানিতে যে মহামূল্য হীরা ছিল, তাহা এক সময় রোমান সম্রাট নিরোর রাজমুকুটের গৌরববর্দ্ধন করিয়াছিল, সে কথা স্মরণ হওয়ায় সেই দুর্দ্দান্ত ও নিষ্ঠুর সম্রাটের হৃদয়হীনতা ও বর্ব্বরতার কাহিনী-গুলি একে একে আমার মনে পড়িয়া গেল। সেই ভীষণ অত্যাচারের কাহিনী মনে মনে আলোচনা করায় আমার মাথা আরও অধিক গরম হইয়া উঠিল; হঠাৎ যেন আমার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল।

মিসেস্ ভান ক্রামার হঠাৎ নীরব হইলেন; তাঁহার মুখ মলিন হইল, কি এক অজ্ঞাত ভয়ে চক্ষু বিস্ফারিত হইল। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া মিঃ ব্লেক কোমল স্বরে বলিলেন, "আপনি সেই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের আলোচনা ত্যাগ করিলেও কোন ক্ষতি নাই। সম্রাট নিরোর বর্ব্বরতার কাহিনীর সহিত বর্ত্তমান দুর্ঘটনার কোন সম্বন্ধ নাই; বিশেষতঃ, নরপিশাচ নিরো সেই হীরক-খচিত মুকুট পরিধান করিয়া বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে রোমনগরীর ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করিতেছিল কি না তাহার কোন অকাট্য প্রমাণ বর্ত্তমান নাই। হয় ত সে সকল কথা অমূলক উপকথা মাত্র।"

মিসেস্ ভান ক্রামার ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "ঐ সকল অপ্রীতিকর কাহিনী মনে পড়িবার একটু কারণ ছিল; আমি যখন বিপুল অর্থব্যয় করিয়া আমার নেকলেসের ধুকধুকীর (pendant) জন্ত ঐ নিরোনিয়ান হীরকখানি ক্রয় করি সেই সময় আমার কোন কোন হিতৈষী বন্ধু বলিয়াছিলেন, ঐ হীরা-খানি অপয়া (cursed), উহা যখন যাহার অধিকারে আসিয়াছে—তখনই তাহাকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিড়ম্বিত হইতে হইয়াছে; কিন্তু ইতিহাস

বিখ্যাত হীরক-রত্নগুলির আমি এতই পক্ষপাতী যে, কোথাও তাহা বিক্রয় হইতেছে শুনিলে লোভ সংবরণ করিতে পারি না; তাহা হস্তগত করিবার জন্য আমার এতই জিদ হয় যে, ন্যায্যমূল্য অপেক্ষা অনেক অধিক টাকা দিয়াও তাহা ক্রয় করি। নিরোনিয়ান হীরা অপয়া, একথা শুনিয়াও তাহার লোভ সংবরণ করিতে পারি নাই। হীরা অপয়া—এ ধারণা কুসংস্কার বলিযাই আমার বিশ্বাস ছিল; কিন্তু গত রাত্রে ঐ প্রকার দুর্ঘটনা ঘটায় আমার মনে হইল হয় ত এই জনশ্রুতির মূলে কিছু সত্য আছে। এই জন্যই ঐ সকল অপ্রীতিকর অতীত কাহিনী আমার মন চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল।—আপনি শুনিয়া বোধ হয় বিস্মিত হইবেন ঐতিহাসিক হীরক সংগ্রহের এই বাতিক আমার অপেক্ষা আমার স্বামীরই অধিক ছিল; এবং এই বাতিকই তাঁহার সহিত আমার মিলনের প্রধান কারণ। মিঃ ব্লেক, আপনি বোধ হয় জানেন—আমার স্বামী পৃথিবীর নানা দেশ হইতে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হীরক সংগ্রহ করিয়া তাঁহার ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় দুষ্প্রাপ্য হীরক সংগ্রহের খেয়াল পৃথিবীতে আর কাহার আছে জানি না: কিন্তু তিনি এই উপলক্ষে কত লক্ষ ডলার ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। সেই অর্থের বিনিময়ে একটি বিশাল জমীদারী অনায়াসে ক্রয় করা যাইতে পারিত।”

মিঃ ব্লেক সংক্ষেপে বলিলেন, “হাঁ, তাহা জানি।”—তিনি শিষ্টাচারের অনুরোধে মিসেস্ ভান ক্রামারের গল্প-স্রোতে বাধা দিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু এই সকল অবান্তর কথা শুনিতে শুনিতে তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার আকার ইঙ্গিতে সেই অসহিষ্ণুতা প্রকাশিত হইল না।

মিসেস্ ভান ক্রামার বলিলেন, “মনে মনে এই সকল কথার আলোচনা করিতেছিলাম বলিয়াই সেলেষ্টাইন আমার গলা হইতে নেক্‌লেস খুলিয়া লইয়া যখন আমার হাতে দিল সেই সময় আমি তাহা নেক্‌লেসের বাক্সে রাখিতে গিয়া তাহার প্রত্যেক অংশ একটু আগ্রহের সঙ্গেই দেখিতে লাগিলাম। অন্য কোন দিন তাহা সেরূপ সযত্নে ও অনুরাগভরে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কত দিন তাহা খুলিয়া লইয়া তাচ্ছল্যভরে বাক্সে পুরিয়াছি; কিন্তু আজ সেরূপ

করিলাম না। নেক্‌লেস ছড়াটা ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে হঠাৎ আমার আমার সন্দেহ হইল। আমার মনে হইল, এ নেক্‌লেস আমার নহে, উহা ঝুটা হীরার নেক্‌লেস! মিঃ ব্লেক, আমি জানি আপনি পাকা জহরী, হীরক জহরতের আপনি বিশেষজ্ঞ। আমি সেই নেক্‌লেস আপনাকে দিতেছি, আপনি পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন, ঝুটা হীরার একছড়া বাজে নেক্‌লেস আমার মহামূল্য নেক্‌লেসের স্থান অধিকার করিয়াছে; নিতান্ত অসার জিনিস!"

মিসেস্ ভান ক্রামার পকেট হইতে একছড়া সবুজ নেকলেস্ (Green necklace) বাহির করিয়া মিঃ ব্লেকের হাতে দিলেন; মিঃ ব্লেক প্রাতঃসূর্য্যের আলোকে কৌতূহল ভরে তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গীরাও তাঁহার হাতের দিকে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া সেই নেক্‌লেসের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। কৌতূহল ও বিস্ময়ে সকলেরই বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক দেখিলেন নেক্‌লেস ছড়াটি উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে ঝল্‌মল্ করিতেছে! কিন্তু দুই এক মিনিটের মধ্যেই তিনি বুঝিতে পারিলেন, হীরাগুলি আসল হীরা নহে; নেক্‌লেসে একখানিও অকৃত্রিম হীরক ছিল না, সকলগুলিই মূল্যহীন রঙ্গীন কাঁচ মাত্র। পূর্ব্ব রাত্রে তিনি মিসেস্ ভান ক্রামারের কণ্ঠে যে মহামূল্য অতুলনীয় শোভার আধার ইতিহাস প্রসিদ্ধ হীরকহার দোদুল্যমান দেখিয়াছিলেন, এ হার সে হার নহে, ইহা তাহার ব্যর্থ অনুকরণ মাত্র!

মিঃ ব্লেক মুখ তুলিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মিসেস্ ভান ক্রামারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আশ্চর্য্য বটে!—ইহা যে ঝুটা হীরার নেক্‌লেস, কতকগুলি উজ্জ্বল কাচখণ্ডের সমাহারে এ হার নির্ম্মিত, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই; কিন্তু কথা এই যে, এরূপ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন কিরূপে সম্ভবপর হইল? ইহা বড়ই বিস্ময়কর, দুর্ব্বোধ্য-রহস্যপূর্ণ ব্যাপার!—আমার বেশ স্মরণ আছে—বল-রুমে গত রাত্রে আপনি নিরোনিয়ান হীরার নেক্‌লেস কণ্ঠে ধারণ করিয়া অভ্যাগত অতিথিগণের সম্বর্দ্ধনা করিতেছিলেন। আপনার কণ্ঠসংলগ্ন সেই হার দেখিয়া কেবল আমি নহি, দর্শক মাত্রেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন, বোধ হয় সকলেরই মনে হইয়াছিল—সেই অপরূপ কণ্ঠহার জগতে দুর্লভ।"

মিঃ ব্লেক নীরব হইয়া, যে সূক্ষ্ম ধাতু-শৃঙ্খলে ধুক্‌ধুকীখানি নেক্‌লেসের সহিত আবদ্ধ ছিল, তাহা নির্নিমেষ নেত্রে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; তিনি দেখিলেন, প্লাটিনম্‌নির্ম্মিত সূক্ষ্ম শৃঙ্খলের পরিবর্ত্তে প্ল্যাটিনমের একখানি সরু পাত দ্বারা ধুক্‌ধুকীখানি নেক্‌লেসে সংযুক্ত হইয়াছে।—প্ল্যাটিনমের সেই সূক্ষ্ম পাতের উপর দুই সারিতে আটটি কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু সন্নিবিষ্ট!

মিঃ ব্লেক ধুক্‌ধুকীর সেই অংশ মিসেস্ ভান ক্রামারের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া, সেই কৃষ্ণবর্ণ আটটি বিন্দুর উপর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন, এবং গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এই কৃষ্ণবর্ণ বিন্দুগুলি বোধ হয় আপনার দৃষ্টি অতিক্রম করিয়াছিল! দেখুন দেখি এগুলি আপনি চিনিতে পারেন কি না?"

মিসেস্ ভান ক্রামার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গভীর বিস্ময় ভরে শ্রেণীবদ্ধ বিন্দুগুলি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন; তাহা চিনিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া উঠিলেন, এবং বিস্ফারিত নেত্রে সভয়ে সেই হারের দিকে চাহিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! এ যে চার-দুনো দলের সাঙ্কেতিক চিহ্ন!—এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম, চার-দুনোর দল রাজা কার্লকে গুলী করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, আমার নেক্‌লেস পর্য্যন্ত অপহরণ করিয়াছে! কিন্তু আমার অজ্ঞাতসারে আমার কণ্ঠস্থিত নেক্‌লেস কে কি কৌশলে অপহরণ করিল? এ কি চুরী, ডাকাতি, না ইন্দ্রজাল?"

তৃতীয় কল্প

টেকা কে ?

মিসেস্ ভান ক্রামার যখন মিঃ ব্লেকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নেক্লেস-অপহরণের সংবাদ মিঃ ব্লেকের গোচর করিয়াছিলেন, তখন প্রভাত ছয়টা। তাহার কিছু কাল পরেই 'ডেলি রেডিও'র বিশেষ সংবাদদাতা মিঃ পেজ ডেলি রেডিওর আফিস পরিত্যাগ করিলেন।—তখন ডেলি রেডিওর বিশেষ সংস্করণ বিশাল রোটারি মেসিনে ছাপা আরম্ভ হইয়াছে !

মিঃ পেজ সারোভিয়ার রাজা কার্লকে পূর্ব্বদিন রাত্রি প্রায় সাড়ে বারটার সময় আততায়ীর গুলীতে আহত হইতে দেখিয়াছিলেন। এই দুর্ঘটনায় তিনি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেও, এই জরুরি সংবাদ সর্ব্ব-প্রথম তাঁহাদের কাগজেই প্রকাশিত হইবে; রেডিওর বিশেষ সংবাদদাতার প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট ঘটনাগুলি পাঠকসমাজ কর্ত্তৃক কিরূপ আগ্রহের সহিত গৃহীত হইবে, এবং লক্ষ লক্ষ কাগজ কত অল্প সময়ে বিক্রয় হইবে—ইহা হৃদয়ঙ্গম হওয়ায় তিনি মনে মনে চার-হুনো দলের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

মিঃ পেজ আফিসের কাজ শেষ করিয়া ফ্লীট ষ্ট্রীট হইতে ষ্ট্রাণ্ডের 'কর্ণার-হাউস' নামক ভোজনালয়ে প্রাভাতিক ভোজনটা শেষ করিতে যাইতেছিলেন। তাঁহার বন্ধু 'ডেলি রেডিও'র নৈশ সম্পাদক মিঃ জুলিয়াস জোন্স তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

উভয়ে ভোজনাগারে বসিয়া আহার করিতে করিতে গল্প আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের আহার শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা শুনিতে পাইলেন, সংবাদপত্র বিক্রেতারা পথে পথে হাঁকিতেছিলঃ—

"রাজার মাথায় গুলী"

"মাকিণ মহিলার হীরার নেক্লেস চুরী"

"ডাকাতের চূড়ান্ত বাহাদুরী"

মিঃ পেজ বলিলেন, "কাগজ বাহির হইয়া গিয়াছে! কি বিরাট সংবাদ! আমার লেখাটা সকল পাঠক রুদ্ধ নিশ্বাসে পাঠ করিবে। এতদিন পরে একটা খবরের মত খবর ছাপিতে পারা গিয়াছে। আমার বড়ই আনন্দ হইতেছে ভাই!"

জুলিয়স্ বলিলেন, "তোমার অতখানি স্ফূর্ত্তির কোন কারণ দেখি না। দস্যুই বল আর এনার্কিষ্টের দলই বল—তাহারা রাজাকে খুন করিবার জন্য এই যে প্রথম চেষ্টা করিয়াছে এরূপ নহে; পূর্ব্বে অনেক বার অনেক রাজা আততায়ী-হস্তে আহত বা নিহত হইয়াছে, ভবিষ্যতেও হইবে। এ সংবাদে আর অসাধারণত্ব কি আছে? আর নেক্‌লেস চুরীটা ত নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার! যে নির্ব্বোধ স্ত্রীলোক এক ছড়া পাতরের হারের জন্য লক্ষ লক্ষ নিরন্ন দরিদ্রকে মুখের গ্রাসে বঞ্চিত করিয়া লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড অপব্যয় করে—তাহার সেই হার দস্যুর হস্তগত হইলে সমাজের কোন ক্ষতি নাই। আর এই অসার সংবাদ যাহারা মুখব্যাদান করিয়া পাঠ করে—তাহারাও কৃপার পাত্র!"

মিঃ পেজ বলিলেন, "এইরূপ মনোভাব লইয়া সংবাদপত্রে চাকরী করিতে আসা আত্মদ্রোহিতা; তোমার পাদরীগিরি করা উচিত ছিল।"—মিঃ পেজ জানিতেন জুলিয়স জোন্‌স 'সোসিয়ালিজ্‌মে'রই পক্ষপাতী; কিন্তু পেটের দায়ে তাঁহাকে যে সংবাদপত্রে চাকরী লইতে হইয়াছিল, তাহা সোসিয়ালিজমের ঘোর প্রতিকূল ছিল; কিন্তু তিনি 'ডেলি রেডিও'র উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন।

সংবাদপত্র-বিক্রেতা কাগজ লইয়া আসিলে মিঃ পেজ সেই ভিজা কাগজ খুলিয়া ফেলিলেন। তাহাতে মোটা মোটা হরফে প্রথমে ছাপা হইয়াছিল :—

রাজা কার্ল‌কে হত্যা করিবার চেষ্টা!

পার্কলেন-ভবনে লোমহর্ষণ কাণ্ড!

নাচের মজলিসে ভীষণ বিভ্রাট!

অতঃপরর বিশেষ সংবাদদাতা মিঃ পেজের রিপোর্ট।—মিঃ পেজ মিসেস্ ভান-ক্রামারের নাচের মজলিসে উপস্থিত থাকিয়া যে সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া-ছিলেন, এবং মিসেস্ ভান ক্রামারের নিকট নেক্‌লেস-চুরীর যে কাহিনী শুনিতে

পাইয়াছিলেন, লোমাঞ্চকর ভাষায় তাহারই বর্ণনা সেই প্রাভাতিক সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সর্ব্বশেষে প্রশ্ন করা হইয়াছিল,—

"চার-দুনো কি জিনিস ?"

মিঃ পেজ নিঃশব্দে আদ্যোপান্ত বিবরণ পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিলেন, এবং সেই আনন্দ গোপন করিতে না পারিয়া বলিলেন, "লেখাটা ভালই হইয়াছে, কি বল ? তবে এ কথা আমার মুখে শোভা পায় না বটে !"

মিঃ জুলিয়স্ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "রবার্ট ব্লেককে কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ ?"

মিঃ পেজ বলিলেন, "আরলিংহাম হাউসে মিসেস্ ভান ক্রামারের লাইব্রেরীতে তাঁহাকে রাখিয়া আসিয়াছি ! মিঃ ব্লেক মিসেস্ ভান ক্রামারের লোহার সিন্দুক পরীক্ষা করিয়াছেন ; সিন্দুকে নানা প্রকার হীরা জহরতের অলঙ্কার ছিল—কিন্তু দস্যুরা তাহা স্পর্শ করে নাই। মিসেস্ ভান ক্রামার তাঁহার অধিকাংশ হীরকালঙ্কার নিউ ইয়র্কে রাখিয়া আসিলেও, যাহা এদেশে লইয়া আসিয়াছেন, তাহাঁদেরই মূল্য লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড !"

মিঃ জুলিয়স্ বলিলেন, "তাঁহার পরিচারিকা সেলেষ্টাইনকে তিনি যখন তাঁহার নেক্‌লেস রাখিতে দিয়াছিলেন, সেই সময় সে কোন কৌশলে তাহা আত্মসাৎ করে নাই ত ?"

মিঃ পেজ বলিলেন, "না, তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। মিসেস্ ভান ক্রামার যখন নেক্‌লেস তাহাকে রাখিতে দিয়াছিলেন, তখন সে তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিল। সে তাঁহার গলা হইতে নেক্‌লেস খুলিয়া তাঁহার হাতে দিলে তিনি তাহা পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন—আসল নেক্‌লেস অপহৃত হইয়াছে, তাঁহার হাতে রহিয়াছে তাহারই অনুরূপ ঝুটা হীরার নেক্‌লেস ! আসল নেক্‌লেস তাঁহার গলায় থাকিতেই পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল ; কিন্তু কাজটি এরূপ কৌশলে শেষ করা হইয়াছিল যে, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই ! ইহা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার। না, সেলেষ্টাইনকে সন্দেহ করিবার কারণ নাই ; বিশেষতঃ, গত পনের বৎসর হইতে

সে মিসেস্ ভান ক্রামারের চাকরী করিতেছে, এই পনের বৎসরের মধ্যে সেলেন্টাইন কোন দিন অবিশ্বাসের কোন কাজ করে নাই।"

মিঃ জুলিয়স্ বলিলেন, "এখন ত তোমার ছুটী, এখান হইতে কোথায় যাইবে মনে করিতেছ?"

মিঃ পেজ বলিলেন, "যে কাজে হাত দিয়াছি, তাহা ত এখনও শেষ করিতে পারি নাই। এখন একবার রাজা কার্লকে দেখিতে যাইব। তাঁহার পর মিঃ ব্লেকের সঙ্গে দেখা করিব; তিনি তদন্ত করিয়া কি জানিতে পারিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হইয়াছে। বিশেষতঃ, চার-ছুনো দলের সকল কথাই আমার অজ্ঞাত। তাহাদের বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক।"

এই সময় সেই ভোজনাগারের একজন পরিচারিকা তাঁহাদের আদেশানুযায়ী খাদ্য সামগ্রী আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। মিঃ পেজ সেই কক্ষের চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই এক কোণে খর্ব্বাকৃতি একটি লোককে উপবিষ্ট দেখিলেন; তাহার পরিধানে ধূসর বর্ণের পরিচ্ছদ। তাহার মাথার চুলিগুলি লোহিতাভ, গোঁফ-জোড়াটা খাট। তাহার সম্মুখে একখানি 'ডেলি রেডিও' খোলা থাকিলেও সে দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না, চঞ্চল চক্ষু দুটি চারি দিকে ঘুরিতেছিল।

মিঃ পেজ তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই মুখ ফিরাইলেন, এবং অপ্রসন্নচিত্তে মুখভঙ্গি করিলেন। এই লোকটিকে তিনি চিনিতেন; সে তাঁহার সমব্যবসায়ী। সে লণ্ডনের আর একখানি সুবৃহৎ দৈনিকের তস্কর 'রিপোর্টার।'—দস্যু তস্কর-গণের সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ সেই পত্রিকায় প্রকাশিত হইত, তাহা সংগ্রহের ভার তাহারই হস্তে ন্যস্ত ছিল; পেশাদার দস্যু তস্করদের অনেক গোপনীয় সংবাদ এই তস্করটির জানা ছিল, এমন কি, দস্যু দলের অনেককে সে চিনিত। এ সকল বিষয়ে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভবর্গ অপেক্ষা তাহার অভিজ্ঞতা অল্প ছিল না। তাহার নাম ওয়ালি।

ওয়ালি মিঃ পেজকে চিনিত। মিঃ জুলিয়স্ আহারান্তে প্রস্থান করিলে ওয়ালি ধীরে ধীরে পেজের সম্মুখে আসিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। মিঃ পেজ

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "খবর কি ওয়ালি? আমার কাছে কি তোমার কোন কাজ আছে?"

ওয়ালি বলিল, "আপনাদের কাগজে আপনার লিখিত প্রবন্ধটা পড়িলাম। কি চমৎকার লেখাই লিখিয়াছেন! আমাদের কাগজে আমিও ঐ রকম বিষয় লইয়াই আলোচনা করি বটে, কিন্তু ও রকম সরস লেখা কলম দিয়া বাহির করা আমার অসাধ্য।"

মিঃ পেজ বলিলেন, "আমার লেখাটা তোমার ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া খুসী হইলাম ওয়ালি! কিন্তু তুমি শুধু যে আমার লেখার প্রশংসা করিবার জন্যই আমার কাছে আসিয়া বসিযাছ—ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না; নিশ্চয়ই তোমার অন্য কোন মতলব আছে। মতলবটা কি বল।"

ওয়ালি ক্ষণকাল কি ভাবিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "দেখুন মিঃ পেজ! আমি একখান বড় কাগজের সংস্রবে আছি বটে, কিন্তু আমার চাকরীটা ঠিকে চাকরী; অন্যান্য কর্ম্মচারীর মত আমার কোন বেতন নির্দ্দিষ্ট নাই, যখন কোন সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি তখন কিছু পারিশ্রমিক পাই, নতুবা আমাকে বেকার বসিয়া থাকিতে হয়। কয়েকদিন কাগজে কিছুই লিখিতে পারি নাই, এ জন্য অর্থাভাবে বড়ই কষ্ট পাইতেছি; এ সময় আপনি যদি—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সে সতৃষ্ণ নয়নে মিঃ পেজের মুখের দিকে চাহিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। মিঃ পেজ ওয়ালির কথা শেষ পর্য্যন্ত শুনিতে না পাইলেও তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন; এইজন্য তিনি সহানুভূতি ভরে বলিলেন, "সেজন্য চিন্তা কি ওয়ালি! আমি তোমাকে এক গিনি পুরস্কার দিতে প্রস্তুত আছি—যদি তুমি আমাকে একটি সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দিতে পার।"

ওয়ালি আশ্বস্ত ভাবে বলিল, "কি সংবাদ বলুন। চোর ডাকাতদের দলের কোন সংবাদ হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহা আপনাকে বলিতে পারিব।"

মিঃ পেজ বলিলেন, "কাল রাত্রে মিসেস্ ভান ক্রামারের নাচের মজলিসে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল—তাহা তুমি জান। আমি 'রেডিও'তে যাহা লিখিয়াছি তাহাও পড়িয়া দেখিলে। মিসেস্ ভান ক্রামারের মহামূল্য নেক্‌লেস চুরী গিয়াছে;

কিন্তু কে তাহা চুরী করিয়াছে তাহা জানিতে পারি নাই ; তবে ইহা যে চার-হুনো দলের কাজ—তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। চোর এরূপ অদ্ভুত কৌশলে তাহা আত্মসাৎ করিয়াছে যে, মিসেস্ ভান ক্রামারও বুঝিতে পারেন নাই, কে কখন কি উপায়ে তাহা হস্তগত করিয়াছে ! কাজটা কাহার, তাহা আমাকে বলিয়া দিতে হইবে।"

ওয়ালি বলিল, "আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া একটুও কঠিন নহে ; কারণ আমি জানি একজন লোক ভিন্ন দ্বিতীয় কোন লোকের পক্ষে ঐ কার্য্য অসম্ভব। হাঁ, অন্য কাহারও ইহা অসাধ্য।"

মিঃ পেজ আগ্রহ ভরে বলিলেন, "কে সে, তাহার নাম কি ?"

ওয়ালি একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিল। সে সময় সেই কক্ষে অন্য কোন লোক ছিল না ; যাহারা ভোজন করিতে আসিয়াছিল—তাহারা সকলেই আহারান্তে প্রস্থান করিয়াছিল। ওয়ালি মিঃ পেজের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "এ টেক্কার কাজ।"

মিঃ পেজ সবিস্ময়ে বলিলেন, "টেক্কা ? টেক্কাটা কে ? 'চার-হুনো' দলের সহিতই বা তাহার কি সম্বন্ধ ?"

ওয়ালি অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, "ওঃ, আপনি কিছুই জানেন না দেখিতেছি ! সে বড় গুহ্য কথা। আপনি মুহূর্ত্তের জন্যও এরূপ আশা করিবেন না যে, এ সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু জানি তাহা আপনার নিকট প্রকাশ করিয়া—"

ওয়ালি হঠাৎ নীরব হইল।

মিঃ পেজ বলিলেন, "কথাটা বলিতে বলিতে মুখ বন্ধ করিলে কেন ? তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিতে বাধা কি ?"

ওয়ালি হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "বাধা অতি সামান্য। কেবল পৈতৃক প্রাণের আশা ত্যাগ করিতে হইবে, অর্থাৎ গুলী খাইয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিতে হইবে।"

মিঃ পেজ তৎক্ষণাৎ একখানি ট্রেজারী নোট (Treasury note) ওয়ালির

হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, "তুমি যে ভয়েই মরিলে ছোকরা!—এখানে তুমি ও আমি ভিন্ন আর কেহ নাই, সুতরাং তুমি আমাকে যাহা বলিবে—তাহা আর কাহারও শুনিবার সম্ভাবনা নাই। তোমার নিকট যাহা শুনিব—কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ করিব না—আমার এই অঙ্গীকারে নির্ভর করিতে পার; তবে আর গুলীর ভয় করিতেছ কেন? কিছু পাইলে ত, আমাকে খুসী করিতে পারিলে ইহাই তোমার শেষ বকশিস্ নহে, বুঝিয়াছ?"

ওয়ালি নোটখানি ভাঁজ করিয়া পকেটে ফেলিল; তাহার পর জিহ্বা দ্বারা শুষ্ক অধরোষ্ঠ সরস করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "হাঁ, ইয়ে, তা—কেবল গুলীর ভয়ও নয়, আসল কথা এই যে, টেক্কার কাছে ঘেঁসিতে পারে এ রকম লোক দুনিয়ায় একজনও নাই। সে এত বড় যে, কেহ তাহাকে ধারণায় ধরিতে পারে না। টেক্কা একটি বিরাট রহস্য! তাহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কেহই কিছু জানে না।"

মিঃ পেজ অবিশ্বাস ভরে মাথা নাড়িয়া হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যে এক আসমানি গল্প জুড়িয়া দিলে ওয়ালি! তুমি কি আশা কর আমি তোমার এই অসম্ভব কথাগুলা বিশ্বাস করিব? টেক্কা চোর, না হয় চোরের সর্দ্দার, বা ঐ রকম কিছু, তাহার অধিক নহে; কিন্তু তুমি তাহাকে যে ভাবে চিত্রিত করিতেছ তাহা শুনিয়া মনে হয় সে পীর বা প্যাগম্বর, বা তাহা অপেক্ষাও অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ! সকালেই কি নেশায় চূর হইয়া বসিয়া আছ?"

ওয়ালি মুখ ভার করিয়া বলিল, "পেটে একটা দানা নাই, নেশা করিব কি দিয়া? আর আমি নেশাখোরের মত কোন্ কথাটা বলিয়াছি? আপনি ত চোর ডাকাতের দলের কোন খবর রাখেন না, এইজন্যই আমার কথা অবিশ্বাস করিতেছেন; কিন্তু আমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়ার যো নাই। এদেশে একটা নূতন দলের আবির্ভাব হইয়াছে; তাহারা কিরূপ অসাধারণ শক্তি লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে—তাহার পরিচয় এখনও কেহ জানিতে পারে নাই। ক্রমে জানিতে পারিবে; কিন্তু কেহই তাহাদের লেজে হাত দিতে সাহস করিবে না। আর কে তাহাদের সন্ধান পাইবে? স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের টিকটিকিগুলা

তাহাদের বাহাদুরীর কথা শুনিয়া কয়েক দিন লাফালাফি করিবে বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত ! এদেশে যে সকল দস্যু তস্কর আছে—তাহাদের মধ্যে লেফ্‌টি ম্যাক্‌গয়ারের শক্তি সামর্থ্য অসাধারণ ছিল। সে এই দলের কথা কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছিল ; কিন্তু তাহার ফলে তাহাকে অক্কা লাভ করিতে হইয়াছে। টেক্কাকে যে ঘাঁটাইতে যাইবে, তাহাকেই অক্কা পাইতে হইবে।—টেক্কার উপর টেক্কা দিতে পারে এমন লোক এদেশে ত কেহ নাই, অন্য দেশের কথা বলিতে পারি না। পুলিশ জানে চার-দুনোর দলই লেফ্‌টিকে হত্যা করিয়াছিল, গলায় তাহাদের টিকিট মারিয়া তাহার মৃতদেহ পথে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। এই চার-দুনো দলের সর্দ্দারই টেক্কা। —আমি সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছি—টেক্কা দুই মহাদেশের মাথালো মাথালো দস্যুদের ডাকিয়া আনিয়া এই নূতন দলের পত্তন করিয়াছে। এই লোকগুলি এক এক বিষয়ে দিগ্‌গজ পণ্ডিত ! সেই সকল বিষয়ে কেহই তাহাদের সমকক্ষ নহে।”

মিঃ পেজ স্তব্ধভাবে ওয়ালির কথা শুনিতেছিলেন ; এতক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, “টেক্কা কোন্ দেশের লোক—তাহা জানিতে পারিয়াছ ?”

ওয়ালি বলিল, “কেহ বলে সে দস্যুপতি সাইমন ইয়র্ক; কাহারও বিশ্বাস সে লিও কেষ্টেলের দক্ষিণ হস্ত ; আবার কেহ কেহ বলে সে আমেরিকা হইতে আসিয়াছে ; কিন্তু শক্তিতে সে অদ্বিতীয়। তাহার প্রকৃত পরিচয় যাহাই হউক, গতরাত্রে যে নেক্‌লেস চুরী হইয়াছে—তাহা তাহারই কাজ।”

মিঃ পেজ বলিলেন, “হয় ত তোমার এই অনুমান সত্য ; কিন্তু ইহাদের কিছু নূতন সংবাদ সংগ্রহ করা আবশ্যক। এই ভারটি তোমাকেই লইতে হইবে ; এ সকল কাজে তোমার যোগ্যতা অসাধারণ। তুমি বরং কিছু পারিশ্রমিক আগাম লইয়া রাখ।”—মিঃ পেজ আর একখানি ট্রেজারি নোট তাহার সম্মুখে ধরিলেন।

ওয়ালি আগ্রহ ভরে নোটখানি গ্রহণ করিয়া বলিল, “তোফা ! আপনার অনুরোধ আমার স্মরণ থাকিবে মিঃ পেজ ! আমি কিছু সংগ্রহ করিতে পারিলেই আপনাকে জানাইব।”

মিঃ পেজ ভোজনাগারের প্রাপ্য দেনা পরিশোধ করিয়া চিন্তাকুলচিত্তে সেই স্থান

ত্যাগ করিলেন। তাঁহার ধারণা হইল টেক্কা কে, তাহা ঠিক জানিতে পারিলে 'চার-তুনো' দলের রহস্য ভেদ করা সহজ হইবে।

তখনও পথে জনসমাগম অধিক হয় নাই; মিঃ পেজ পিকাডেলি অভিমুখে চলিতে চলিতে অবশেষে হাইড পার্কে প্রবেশ করিলেন। বাগানের শাখাবহুল একটি বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া তিনি অনেকগুলি সিগারেট দগ্ধ করিলেন; কিন্তু ওয়ালির নিকট যে সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহা এতই অল্প ও অসংলগ্ন যে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া 'চার-তুনো'র দল সম্বন্ধে 'রেডিও'তে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে তাঁহার সাহস হইল না।

বেলা নয় ঘটিকার সময় মিঃ পেজ হাইড পার্কের বাহিরে আসিয়া একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিলেন, এবং মিঃ ব্লেকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বেকার ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইলেন। তিনি যখন মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তখন মিঃ ব্লেক প্রাতর্ভোজন শেষ করিয়া একটি চুরুট ধরাইয়া ধূমপান করিতেছিলেন।

মিঃ ব্লেক মিঃ পেজকে দেখিয়া বলিলেন, "খুব সকালেই তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে দেখিতেছি; আমি মনে করিয়াছিলাম—রাত্রি জাগিয়া এখনও তুমি ঘুমাইতেছ!"

মিঃ পেজ হাসিয়া বলিলেন, "ঘুমাইব কি? আমি এখন পর্য্যন্ত শয্যা স্পর্শ করি নাই।—'রেডিও' পড়িলেন? কেমন লাগিল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তোমার রচনা বেশ উপভোগ্য হইয়াছে, ধন্যবাদ।"

মিঃ পেজ মিঃ ব্লেকের প্রশংসায় খুসী হইয়া বলিলেন, "সকল কথা গুছাইয়া লিখিবার সময় পাইলাম কৈ? রহস্যের অন্ধকারে এক বিন্দু আলোক-সম্পাত করিতে পারি নাই। আর কোন নূতন সংবাদ পাইয়াছেন?"

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "কিছু না। আমার তদন্ত সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, যে মুহূর্ত্তে বল-রুমের আলো নিবিয়াছিল—সেই মুহূর্ত্তেই মিসেস্ ভান ক্রামারের নেক্‌লেস বদল হইয়াছিল। চুরীতে যে মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা অত্যন্ত প্রশংসাজনক।"

মিঃ পেজ বলিলেন, "কিন্তু আপনার এই অনুমান যে অভ্রান্ত, ইহা কি করিয়া

বিশ্বাস করি ? মিসেস্ ভান ক্রামার দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন, তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, যদি কেহ তাঁহার কণ্ঠ স্পর্শ করিত—তাহা ত তিনি জানিতে পারিতেন। তাঁহার কণ্ঠ স্পর্শ না করিয়া নেক্‌লেস খুলিয়া লওয়া, এবং তৎপরিবর্ত্তে ঝুটা হীরার নেক্‌লেস পরাইয়া দেওয়া অসম্ভব নহে কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেইজন্যই বলিলাম চুরীতে যে মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে—তাহা অতীব প্রশংসাজনক ; কিন্তু কথা কি জান ? সে সময় মিসেস্ ভান ক্রামার এতদূর উৎসাহিত ও উত্তেজিত হইয়াছিলেন, যে, হঠাৎ যাহা ঘটিয়াছিল—তাহা তখন ধীর ভাবে অনুভব করিয়া পরে সেই কথা স্মরণ করিয়া বলা, তাঁহার সুসাধ্য হইয়াছে এরূপ আশা করা যায় না।"

মিঃ পেজ বলিলেন, "তা বটে, কিন্তু রাজা কার্লকে হত্যা করিবার চেষ্টার কারণ কি ? আমার ত মনে হয়—এ এনার্কিষ্ট দলের কাজ। এক ঢিলে তাহারা দুই পাখী মারিয়াছিল, তন্মধ্যে এক পাখী মরিয়াও মরিল না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তোমার এই সিদ্ধান্তের নজীর আছে বটে ! পোটো পিটার ও সিডনে ষ্ট্রীটের বিপ্লবপন্থীরা (anarchists) সকলেই দস্যু ছিল ; কিন্তু চুরীর উদ্দেশ্য হইতেই সকল বিভ্রাটের উৎপত্তি হইয়াছিল। (the whole affray arose out of a burglary).

মিঃ পেজ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "কিন্তু একটা কথা। আপনি কি বলিতে পারেন—টেক্কা লোকটা কে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "টেক্কা ? হাঁ, নামটা আমিও শুনিয়াছি বটে ; সে একজন প্রতিভাবান দস্যু, এবং ইংলণ্ডে তাহার আবির্ভাব হইয়াছে—এই সংবাদ ভিন্ন তাহার সম্বন্ধে অন্য কোন সংবাদ আমার অজ্ঞাত।"

মিঃ পেজ বলিলেন, "কিন্তু তাহার সম্বন্ধে আমি আরও কিছু শুনিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বটে ! কোথায় শুনিয়াছ ? কি সংবাদ ?"

মিঃ পেজ প্রভাতে কাফেতে আহার করিতে গিয়া ওয়ালির নিকট যে সকল কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই মিঃ ব্লেককে বলিলেন। মিঃ ব্লেক আগ্রহ ভরে পেজের কথাগুলি শ্রবণ করিলেন।

মিঃ ব্লেক গম্ভীরভাবে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "স্মিথ, আমার 'ইনডেক্স বহির' শেষ ভাগটা আন ত।—কি বলিলে, সে ছদ্মবেশী সাইমন ইয়র্ক ?"

মিঃ পেজ বলিলেন, "হাঁ, কেহ কেহ সেইরূপই অনুমান করে।"

স্মিথ কক্ষান্তর হইতে একখানি প্রকাণ্ড বাঁধান-খাতা আনিয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখে রাখিল। মিঃ ব্লেক যখন যেখানে যে কোন দস্যু তস্করের যে কিছু বিবরণ সংগ্রহ করিতেন, তাহা এই খাতায় লিখিয়া রাখিতেন। এই সংগ্রহ তাঁহার বহু-বর্ষব্যাপী পরিশ্রমের ফল।

মিঃ ব্লেক খাতার পাতার পর পাতা উল্টাইতে লাগিলেন ; অবশেষে সাইমন ইয়র্কের নাম বাহির হইল। তিনি সাইমন ইয়র্কের জীবন-কাহিনী পাঠ করিতে লাগিলেন,—

সাইমন ইয়র্ক—বয়স ৪৫ বৎসর ; সেমেটিক জাতীয় বলিয়া ধারণা। ব্যবসায়—কুঠিয়ালী, আফিস—পিকাডেলীর জেরোম ষ্ট্রীটে। দালালী ব্যবসায়ও আছে। এ পর্য্যন্ত কোন ফ্যাসাদে পড়ে নাই ; তবে নানা ভাবে লোকের উপর উৎপীড়ন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করাও তাহার একটি পেশা। এল্ উডের দুর্ঘটনায় জড়িত ছিল, এই সন্দেহে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা হইয়াছিল ; কিন্তু বহুকষ্টে সে অব্যহতি লাভ করে। পাকা জালিয়াৎ বলিয়া সন্দেহের কারণ আছে ; এ পর্য্যন্ত কোন জাল ধরা পড়ে নাই। কৌশলে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া সতর্ক ভাবে ব্যবসায় চালাইতেছে। ঘোড়দৌড় ও জুয়াখেলার বাতিক অত্যন্ত অধিক। তস্কর-ব্যবহারাজীব লেভিনস্কির পরম বন্ধু।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইহাই সাইমন ইয়র্কের পরিচয়। লোকটাকে কোন দিক দিয়াই অসাধারণ বলিয়া ধারণা হয় না। সে যে এরূপ দুর্দ্দান্ত দস্যুদলের নেতৃত্ব লাভ করিতে পারিয়াছে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। তবে 'চার-দুনো' দলের সহিত তাহার সংস্রব থাকিতেও পারে। ওয়ালি টেকা সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা অনেক সংবাদ দিয়া তোমার নিকট হইতে মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ আদায়ের চেষ্টা করিতে পারে ; কিন্তু তাহার সকল কথা নির্ভরযোগ্য নহে।"

মিঃ পেজ বলিলেন, "সে কথা সত্য ; তথাপি সে কি সংবাদ সংগ্রহ করে—তাহাও জানা আবশ্যক ; সে-ও ঐ তন্ত্রের লোক বলিয়া তাহাকে হাতে রাখিয়াছি। চোরের গতিবিধির সন্ধান জানিতে হইলে চোরের সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য্য। আমি এখন একবার 'রিজেঁায়' যাইব ; রাজা কার্লের অবস্থা কিরূপ, জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। যদি উল্লেখযোগ্য কোন নূতন সংবাদ জানিতে পারি, তাহা আপনাকে জানাইব। উঠিলাম।"

মিঃ পেজ মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন। মিঃ ব্লেক পুনর্ব্বার নানা চিন্তায় বিভোর হইলেন। তিনি পূর্ব্ব-রাত্রির দুর্ঘটনা সম্বন্ধে মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "কিছুই ত. সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেছি না! বল-রুমের সকল আলোক হঠাৎ নিবিবার কারণ কি? চোরেরা কি কৌশলে তাহা নিবাইল? কে কি উপায়ে মিসেস্ ভান ক্রামারের গলা হইতে নেক্লেস খুলিয়া লইয়া মুহূর্ত্ত-মধ্যে ঝুটা হীরার নেক্লেস তাঁহার গলায় পরাইয়া দিল? জানালার দিক হইতে কে চার-দুনো দলের জয় ঘোষণা করিল? আর যদি টেক্কাই এই দলের দলপতি হয়—তাহা হইলে সে কে, এবং কোথায় থাকে? —এই সকল প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করা কঠিন ব্যাপার!"

মিঃ ব্লেক এই সকল জটিল প্রশ্নের উত্তর স্থির করিতে না পারিলেও তিনি বুঝিতে পারিলেন—চার-দুনোর দল লণ্ডনের সমাজের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে, সহজে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবে না। লেফটি ম্যাক্গয়ারের হত্যা-কাণ্ডে যে অনাচারের আরম্ভ, মিসেস্ ভান ক্রামারের মহামূল্য নেক্লেস অপহরণেই যে তাহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে—ইহা বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তাঁহার ধারণা হইল—তাহাদের অত্যাচার উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইবে। অতঃপর তাহারা কাহার কি সর্ব্বনাশ করে, তাহা জানিবার জন্য প্রতীক্ষা করাই তিনি সঙ্গত মনে করিলেন, এবং সুযোগ পাইলেই তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

চতুর্থ কল্প

রাজ-দর্শন

সারোভিয়া রাজ্যের প্রধান অমাত্য কাউন্ট অটো ষ্টিন্‌উইজ এরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, মানসিক চাঞ্চল্য গোপন করা তাঁহার অসাধ্য হইল।

কাউন্ট অটো প্রবীন রাজপুরুষ। তাঁহার সুদীর্ঘ দেহ এবং আকার-প্রকার দেখিলেই রণনিপুণ যোদ্ধা বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার মাথার কটা চুলগুলি পাকা, দৃষ্টি কঠোর, মুখমণ্ডলে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা সুপরিস্ফুট। রাজা কার্ল হোটেল রিজেঁার যে অংশটি ভাড়া লইয়া বাস করিতেছিলেন, সেই অংশের একটি সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত কক্ষ তাঁহার দরবার-কক্ষ রূপে ব্যবহৃত হইত। কাউন্ট অটো সেই কক্ষে চঞ্চলচিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন।

কাউন্ট অটো ষ্টিন্‌উইজকে সারোভিয়া রাজ্যের সকল লোক 'সারোভিয়ার জেঁদী পুরুষ' নামে অভিহিত করিত। এই গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। তিনি চাকরী অপেক্ষা 'জিদ'কেই বড় মনে করিতেন, এবং 'জিদ' বজায় রাখিবার জন্য কোন কার্য্যেই পরাঙ্মুখ হইতেন না। তাঁহার বিশাল মস্তক, সুদীর্ঘ নাসিকা, উর্দ্ধমুখী বিরাট গোঁফ যেন তাঁহার কঠোর জিদেরই বাহ্যিক নিদর্শন।

তিনি সেই দিনই প্রভাতে সারোভিয়া হইতে লণ্ডনে পদার্পণ করিয়াছিলেন। দীর্ঘ পথ নানাভাবে অতিক্রম করিয়া পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া যে মুহূর্ত্তে তিনি হোটেল রিজেঁায় প্রবেশ করিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই সংবাদ পাইলেন—তাঁহার রাজা পূর্ব্ব-রাত্রে কোন মার্কিন কুবেরপত্নীর গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া আততায়ীর গুলীতে আহত হইয়াছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই; রাজা অতি কষ্টে হোটেলে ফিরিয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

এই সংবাদে তিনি স্তম্ভিত হইয়াছিলেন; তিনি সেকালের লোক, রাজবংশের

প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সুগভীর; তাঁহার ধারণা ছিল—রাজগণ পরমেশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত মনুষ্য; তাঁহারা জনসমাজ অপেক্ষা উচ্চতর স্তরের লোক। তাঁহারা সাধারণ লোকের বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইলে তাঁহাদের রাজ-মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। রাজা ইংলণ্ডে আসিয়া রাজকীয় গৌরব এই ভাবে নষ্ট করিতেছেন শুনিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইলেন; তাহার উপর রাজা সেখানে গুলীতে আহত হইয়াছেন! তাঁহার ধারণা ছিল রাজা কোন অন্যায় কাজ করিতে পারেন না, (the King can do no wrong), তবে কে কি কারণে তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিল?—হয় ত রাজার কোন দোষ ছিল। রাজভক্ত বৃদ্ধ সচিব অত্যন্ত শঙ্কিত ও চিন্তিত হইলেন।

কাউণ্ট অটো মুখকান্তি অস্বাভাবিক গম্ভীর করিয়া চঞ্চল চিত্তে সেই কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন সেই সময় রাজার একজন পার্শ্বচর কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সম্ভ্রমভরে তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তিনি তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই সে বলিল, "মহারাজ আপনাকে জানাইতে বলিলেন তিনি অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন; এজন্য আপনাকে দর্শন দান করিতে (to grant you an audience) তাঁহার আপত্তি নাই।"

রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া কাউণ্ট অটো পার্শ্বচরের অনুসরণ করিলেন। তিনি রাজার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলে রাজা ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিলেন। তিনি উৎকণ্ঠিত চিত্তে রাজার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—রাজার সুন্দর মুখকান্তি মলিন হইয়া গিয়াছে, তাঁহার বাম ললাট প্রলেপ-লিপ্ত। কাউণ্টের ধারণা হইল রাজা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছেন। তিনি রাজার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া তাঁহার প্রসারিত কর চুম্বন করিলেন; তাহার পর ক্ষুব্ধ ভাবে ধীরে ধীরে বলিলেন, "মহারাজ, পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি আপনার জীবন-রক্ষা করিয়াছেন। আপনি সারোভিয়া রাজ্যের জীবনস্বরূপ, আপনিই যে তাহার কর্ণধার।"

রাজা মৃদু হাসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "প্রিয় বন্ধু, তুমি উঠিয়া বসিতে পার। আমার আঘাত সামান্য, একটু ছড়িয়া গিয়াছে মাত্র। (it is a mere scratch) —তোমার সংবাদ কি বল।"

কাউণ্ট অটো রাজার সম্মুখে উঠিয়া-দাঁড়াইয়া বলিলেন, "বড়ই দুঃসংবাদ মহারাজ, সারোভিয়া রাজ্যে বিপ্লবের অগ্নি ধূমায়মান, আগুন যে-কোন মুহূর্ত্তে জ্বলিয়া উঠিতে পারে। কম্যুনিষ্ট বক্তা ওয়ার্লফ জনসাধারণকে রাজসিংহাসনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে। রাজ্যের অসংখ্য প্রজা তাহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছে।"

রাজা হাত তুলিয়া কাউণ্টকে নীরব হইতে ইঙ্গিত করিলেন, তাহার পর সহজ স্বরে বলিলেন, "রক্ষা কর ষ্টিন্উইজ! আমি মনে করিতেছিলাম—না-জানি কি দুঃসংবাদই দিতে আসিয়াছ! আমার রাজ্যে বিপ্লবের আগুন ধূমায়মান, এ ত বহু পুরাতন সংবাদ; নূতন কথা কি বলিলে? বিদ্রোহের বিভীষিকা সারোভিয়া রাজ্যের বহুকালের পুরাতন ব্যাধি, বোধ হয় তোমার জন্মের পূর্ব্ব হইতে সারোভিয়া এই জটিল ব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছে। ভয় নাই, ওয়ারলফের ফুৎকারে সেই আগুন জ্বলিবে না; বেচারা ফু পাড়িয়া ক্লান্ত হইয়া অবশেষে হাঁপাইয়া মরিবে।"

রাজা এই দুঃসংবাদ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বোধে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া কাউণ্ট অটো ক্রোধ ও বিরাগ অতি কষ্টে দমন করিলেও, তাঁহার ভ্রূকুটি-কুটিল মুখ শ্রাবণের মেঘমণ্ডিত আকাশের ন্যায় অতি গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। তিনি নিঃশব্দে কাগজের একটি বাণ্ডিল খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একখানি সুদীর্ঘ আবেদন-পত্র বাহির করিলেন; তিনি তাহা প্রসারিত হস্তে রাজার সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনার অনুরক্ত প্রজামণ্ডলী এই আবেদন-পত্রখানি রাজসকাশে পেশ করিবার জন্য আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছে। যদি তাহারা কোন যোগ্যতর রাজপুরুষের হস্তে এই ভার অর্পণ করিত, তাহা হইলে আমি আনন্দিত হইতাম।"

রাজা অধীর ভাবে বলিলেন, "আঃ, জ্বালাতন! এই রাজভক্তগুলার আব্দারের চোটে আমি যে অস্থির হইয়া উঠিলাম! রাজ্য হইতে পলাইয়াও নিস্তার নাই? দেশ ছাড়িয়া এই সুদূর বিদেশে চলিয়া আসিয়াছি, আর তুমি প্রজাদের পক্ষে ওকালতি করিবার জন্য তাহাদের দরখাস্ত ঘাড়ে লইয়া আমার পিছনে তাড়া করিয়া আসিয়াছ! আফিসের মার্কা-মারা ঐ কাগজগুলা দেখিলে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠে।—তা তোমার সেই রাজভক্তগুলা চায় কি? কেবল 'দাও দাও'

বুলি! ও রকম রাজভক্তি অপেক্ষা রাজবিদ্বেষ অনেক ভাল। উঃ, কি লম্বা ফর্দ্দ, দেখিলে আতঙ্ক হয়! ঐ লম্বা দরখাস্তের আগাগোড়া পড়িবার ধৈর্য্য আমার নাই, সে অবসরও নাই; দরখাস্তে তাহারা কি লিখিয়াছে—তাহার চুম্বক তুমি মুখেই বল শুনিয়া রাখি। কোন্ বেটা উকীলকে ধরিয়া রাজ্যের যত নিষ্কর্ম্মা লোকগুলা আইনের ভাষায় ঐ দরখাস্ত লিখিয়াছে—উহাতে না আছে রস, না আছে মাধুর্য্য।—কোন ভদ্রলোক কি উহা পড়িতে পারে?—রাজাগিরি এক বিষম ঝক্‌মারি!"

কাউণ্ট অটো অতিকষ্টে উচ্ছ্বসিত ধিক্কার চাপিয়া রাখিয়া সংযত স্বরে বলিলেন, "মহারাজ, এই দরখাস্ত কতকগুলা নিষ্কর্ম্মা লোকের আকস্মিক খেয়ালের ফল নয়। দুইদিন পূর্ব্বে গত পরশু রাজার প্রজাসাধারণের প্রতিনিধিগণ এক মন্ত্রণা-সভায় সমবেত হইয়া যে সকল প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিল, এবং যাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমর্থিত হইয়াছিল—সেই সকল প্রস্তাব এই আবেদন-পত্রে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই সকল প্রস্তাবের মর্ম্ম এখনও রাজ্যমধ্যে প্রচারিত হয় নাই; কিন্তু যদি তিন দিন মধ্যে এই আবেদন-পত্রের অনুকূল উত্তর আপনার নিকট হইতে লইয়া যাইতে না পারি, তাহা হইলে আমার আশঙ্কা হইতেছে,—কেবল আশঙ্কা কেন, আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে—যে—"

কাউণ্ট অটো হঠাৎ নিস্তব্ধ হইলেন। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া রাজা উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "তোমার আশঙ্কার কোন কারণ নাই ষ্টিন্‌উইজ, তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে তোমার আতঙ্কের কারণ বলিতে পার; ভয় নাই, তাহা শুনিয়া আমার মূর্চ্ছা হইবে না।"

কাউন্ট অটো বলিলেন, "আমার আশঙ্কা হইতেছে—সারোভিয়ার প্রজাপুঞ্জ একযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে।"

"বটে! তাহাদের এতদূর স্পর্দ্ধা? দেখি তোমার দরখাস্ত—"বলিয়া রাজা কাউণ্ট অটোর হাত হইতে আবেদন-পত্রখানি টানিয়া লইয়া উপেক্ষা ভরে তাহার উপর চোখ বুলাইতে লাগিলেন। কাউণ্ট অটো বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পূর্ব্ব রাত্রে আততায়ীর গুলীতে যাঁহার

জীবন বিপন্ন হইয়াছিল, বিদ্রোহীরা দলবদ্ধ হইয়া যাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে উদ্যত—তিনি এই সকল সঙ্কট অগ্রাহ্য করিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে অবজ্ঞার সহিত আবেদনপত্রখানি দেখিতে লাগিলেন; ইহা লক্ষ্য করিয়া কাউণ্ট অটোর বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

রাজা কার্ল সেই সুদীর্ঘ আবেদনপত্র পাঠ করিতে করিতে অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিলেন, তাঁহার প্রশস্ত ললাট কুঞ্চিত হইল, চক্ষু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইল। অবেদনপত্রখানি পাঠান্তে হঠাৎ তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া উত্তেজিত স্বরে কাউণ্ট অটোকে বলিলেন, "উঃ, কুকুরগুলার কি স্পর্দ্ধা!—ইহা আবেদন পত্র না হুকুমনামা? উহারা আমার উপর হুকুম চালাইতে সাহস করে! (they dare to dictate terms to me!) তাহারা লিখিয়াছে যদি আমি সারোভিয়ায় প্রত্যাগমন করিয়া স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ না করি তাহা হইলে তাহারা রাজভাণ্ডার হইতে আমাকে বেদখল করিবে! তাহাদের আদেশানুসারে আমি রাজ্যভার গ্রহণ না করিলে আমাকে সিংহাসন ও রাজোপাধি পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহার বিনিময়ে তাহারা দয়া করিয়া আমাকে বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার 'ক্রোনেন' বৃত্তি (a pension of fifty thousand kronen) প্রদান করিবে।—ইহারাই রাজভক্ত প্রজা!"

কাউণ্ট ষ্টিন্‌উইজ অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "প্রজা-সভায় এই প্রস্তাবই গৃহীত হইয়াছে। রাজপক্ষ (the Royalists) ভোটযুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় তাহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে; সুতরাং প্রজাসভায় আপনার পক্ষ সমর্থিত হয় নাই। এ অবস্থায় আপনার কর্ত্তব্য স্থির না করিলে কিরূপে চলিবে? আপনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করুন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা। সারোভিয়ায় রাজার উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয় আমি—"

রাজা কাউণ্ট অটোর কথায় বাধা দিয়া, তাঁহার স্কন্ধে মৃদু চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, "বন্ধু ষ্টিন্‌উইজ! তুমি আমার স্বদেশের সেবায় চুল পাকাইয়াছ,

বৃদ্ধ হইয়াছ। তুমি আধুনিক যুগধর্ম্ম বুঝিতে পারিবে না। আমার রাজধানী ক্রাকডের রাজপ্রাসাদে বৃথা-গৌরবপূর্ণ মুকুটভারে আচ্ছন্ন হইয়া আমি অসার আড়ম্বরে মত্ত থাকিব, আর তোমরা আমাকে পুত্তলিকার ন্যায় ইচ্ছামত পরিচালিত করিয়া রাজারূপী কয়েদীটার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে—ইহা অসহ্য। যে যুগে রাজারা এইরূপ সুবর্ণশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া অকর্ম্মণ্য জীবন সার্থক মনে করিত, সেই যুগ অতীত হইয়াছে বৃদ্ধ! সুতরাং তোমার আশা পূর্ণ হইবার নহে। আমি রাজা, অথচ আমার ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই! আমার প্রজাদের ইচ্ছায় আমাকে পরিচালিত হইতে হইবে! রাজা দূরের কথা, যে কোন স্বাধীন-চেতা দরিদ্র প্রজার পক্ষেও এরূপ বিড়ম্বনা অসহ্য। ইহা মনুষ্যত্বের অপমান। আমি এইরূপ বিড়ম্বনাপূর্ণ রাজসম্মানে পদাঘাত করি।"

কাউন্ট অটো বিনীত ভাবে বলিলেন, "কিন্তু রাজার দায়িত্ব আপনি কিরূপে বিস্মৃত হইবেন? রাজধর্ম্ম ত উপেক্ষিত হইবার নহে। আপনার স্বদেশ, আপনার প্রজাবৃন্দ যে আপনাকে চাহে; রাজার উপর তাহাদের যে অধিকার আছে; ব্যক্তিগত সুখের জন্য তাহাদের সেই অধিকার হরণ করা কি আপনার কর্ত্তব্য? আপনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যখন ইচ্ছা—যত দিন ইচ্ছা প্রবাসে কালযাপন করিবেন, আর কর্ণধারবিহীন রাজ্যতরণী—"

রাজা কার্ল সরোষে গর্জ্জন করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "থামো ষ্টিন্‌উইজ! আর হিতোপদেশের প্রয়োজন নাই, যথেষ্ট হইয়াছে। আমার শৈশব কাল, আমার প্রথম যৌবন তোমরা রাজকায়দার বৃথা আড়ম্বরে ও অসার দম্ভে নষ্ট করিয়া দিয়াছ। কথায় কথায় অনাবশ্যক রাজকীয় উৎসব, প্রতিপদক্ষেপে উদ্দেশ্যহীন আচার, পদ্ধতি, ও ক্রিয়াকর্ম্মের কঠোর শাসন! আমার অতীত জীবন তোমাদের অত্যাচারে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। আমি রাজা; তুমি প্রতিনিধি-সভার মারফৎ সারোভিয়ার প্রজাবর্গকে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবে; তাহাদিগকে আমার পক্ষ হইতে জানাইবে, রাজা আমি—তাহাদের আদেশে আমি সিংহাসন ত্যাগ করিব না। (I shall never abdicate.) যখন আমার মর্জ্জি হইবে তখন আমি আমার রাজ্যে প্রত্যাগমন করিব। হাঁ,

আমার স্বদেশ-প্রত্যাগমন আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে ; তাহা তাহাদের ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হইবে না। যদি তাহাদের ইচ্ছা হয় তাহারা আমার রাজ-কোষে আমাকে বেদখল করিতে পারে। রাজভাণ্ডারে আমার যে বৈধ অধিকার আছে তাহা যদি সেই সকল রাজদ্রোহী ষড়যন্ত্র করিয়া অপহরণ করে, তাহা হইলে তাহারা যেন মনে না করে আমি অর্থাভাবে নিরুপায় হইয়া ক্ষুধার তাড়নায় তাহাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিব। তাহাদিগকে জানাইও, জীবিকার সংস্থানের জন্য আমাকে তাহাদের অনুগ্রহপ্রার্থী হইতে হইবে না। রাজা কার্ল নিজের ভার বহন করিতে পারিবে। কিন্তু শোন ষ্টিনউইজ! আমার রাজ্যের একদল আইনব্যবসায়ী ও ভুঁইফোড় রাজনীতিজ্ঞ ষড়যন্ত্র করিয়া, আমাকে তাহাদের ইচ্ছায় পরিচালিত করিবার জন্য যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে—তাহা আমি ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলাম।"

কার্লের কণ্ঠস্বরে তাঁহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা পরিস্ফুট হইল। তাঁহার অবিচলিত কণ্ঠ নিঃসৃত নির্ভীক বাণী শুনিয়া কাউণ্ট অটো মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, তাহার পর ভগ্নস্বরে বলিলেন, "রাজাদেশ আমি শিরোধার্য্য করিতে বাধ্য ; কিন্তু অসন্তুষ্ট প্রজাপুঞ্জ যদি বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া—"

রাজা কাউণ্টের কথায় বাধা দিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "তাহারা বিদ্রোহ-ঘোষণা করিবে? উত্তম, তাহাই করুক, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। তাহাদের বিদ্রোহের ভয়ে আমি সিংহাসন ত্যাগ করিব না। তাহারা বিদ্রোহী হইলেও আমি সারোভিয়ার বৈধ নরপতি পঞ্চম কার্ল, সারোভিয়ার সিংহাসনে আমার পুরুষপরম্পরাগত অধিকার ক্ষুণ্ণ হইবে না। তুমি মনে করিও না আমি ওয়ার্লফ্ ও উইনাউস্কির মত কুকুরগুলার চিৎকারে ভয় পাইয়া অবিলম্বে সারোভিয়ায় প্রত্যাগমন করিব। তাহাদের এই আশা নিশ্চয় পূর্ণ হইবে না। তুমি সারোভিয়ার 'জেদী পুরুষ'—তোমারও এ জিদ্ বজায় রহিবে না ; তথাপি আমি জানি তুমি প্রাণপণে আমার স্বার্থ রক্ষা করিবে। কারণ তুমি পুরুষানুক্রমে রাজসেবায় অভ্যস্ত, এবং তোমার সম্মানিত পিতৃপুরুষগণ রাজার স্বার্থ ও সম্মান রক্ষার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই সকল রাজদ্রোহীকে মাথা তুলিতে

না দেওয়াই তোমার প্রধান কর্ত্তব্য, এ কথা বলা বাহুল্য মনে করি; কিন্তু আমার শেষ কথা স্মরণ রাখিও—আমি কোন কারণে সিংহাসন ত্যাগ করিব না, এবং যখন আমার ইচ্ছা হইবে সেই সময় সারোভিয়ায় প্রত্যাগমন করিব। আমি আমার প্রজার আদেশে নিয়ন্ত্রিত হইব না।"

কাউণ্ট অটো রাজাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য। আমি অবিলম্বে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া আমার স্বদেশবাসীকে রাজাদেশ জ্ঞাপন করিব। রাজা দীর্ঘজীবী হউন।"

কাউণ্ট রাজাকে অভিবাদন করিয়া পশ্চাতে হটিতে হটিতে সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

রাজা একটি সিগারেট ধরাইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বেচারা ষ্টিন্‌উইজ আমার কাছে আসিয়া মহাসঙ্কটে পড়িয়াছিল! এক দিকে রাজভক্তি, অন্য দিকে প্রজাবিদ্রোহের ভয়, দুই নৌকায় পা দিয়া বুড়া কোন্ দিক সাম্‌লাইবে, তাহা স্থির কবিতে পারিতেছে না। উহার অবস্থা ভাবিয়া দুঃখ হয়! কিন্তু ষ্টিন্‌উইজের আন্তরিকতায় আমার সন্দেহ নাই।"

অতঃপর রাজা বৈদ্যুতিক ঘণ্টা স্পর্শ করিবামাত্র একজন পার্শ্বচর সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। রাজা তাহাকে বলিলেন, "সংবাদ-পত্রের যে সকল প্রতিনিধি আমার সংবাদ জানিতে আসিয়াছে—তাহাদিগকে বল তাহাদের সঙ্গে আমার দেখা করিবার অবসর নাই; তবে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছি। আমি কতদিন লণ্ডনে থাকিব—তাহার স্থিরতা নাই; ইচ্ছা হইলে আমি আরও কিছু দিন এখানে থাকিয়া সামাজিক আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিতে পারি। আততায়ীর গুলীর ভয়ে আমি বিচলিত নহি; ইচ্ছা হইলে এসকল কথা তাহারা কাগজে লিখিতে পারে। আমার ব্যক্তিগত সংবাদ কাগজে লিখিয়া উহাদের কি লাভ তাহা উহারাই জানে! যাও।"

পার্শ্বচর রাজাকে অভিবাদন করিয়া দরবার-ঘরে ফিরিয়া গেল। সেখানে সংবাদ-পত্রসমূহের যে কয়েকজন রিপোর্টার উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে 'রেডিও'র বিশেষ-সংবাদদাতা মিঃ পেজ আমাদের পরিচিত। তিনি পার্শ্বচরের

নিকট রাজার আদেশ শুনিয়া, রাজার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায় দুঃখিত হইলেন, বোধ হয় একটু অপমানও বোধ করিলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, "রাজাগুলা অদ্ভুত জীব!—কোন ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিলে তাঁহারা দেখা করিবার ফুরসৎ পান না! এতটুকু শিষ্টাচার প্রদর্শনেরও শক্তি নাই; অথচ ইহাদেরই সংবাদ জানিবার জন্য ইহাদের দরজায় আসিয়া ধরণা দিতে হয়! কি বিড়ম্বনা! —কিন্তু হিণ্ডেনবার্গের মত গুঁফো-জোয়ানটা রাজার সঙ্গে দেখা করিয়া চলিয়া গেল, ও লোকটা কে? রকম-সকম দেখিয়া মনে হইল—সারোভিয়া রাজ্যের সেনাপতি-টেনাপতি হইতে পারে। ঐ বুড়াকে পাকড়া করিতে পারিলে দুই একটা কাজের মত খবর সংগ্রহ করিতে পারিতাম; কিন্তু তাহাকে এখন কোথায় পাইব?"

মিঃ পেজ অল্প কাল পূর্ব্বে কাউন্ট অটো ষ্টিন্‌উইজকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কে, এবং কোন্ দিকে প্রস্থান করিলেন—পেজ তাহা জানিতে পারিলেন না, কারণ রাজার পার্শ্বচর তাঁহাদিগকে রাজার আদেশ জ্ঞাপন করিয়া বিদায় দান করিল। সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিরা সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র তাঁহাদের পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ হইল।

পঞ্চম কল্প

সাইমন ইয়র্কের স্বরূপ

মিঃ সাইমন ইয়র্কের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাঠক-পাঠিকাগণ পূর্ব্বেই পাইয়াছেন লোকটি নানাভাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল—তাহাও তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন। সাইমন ইয়র্ক মহাজন মূর্ত্তিতে তাহার আফিসে বসিয়া হাতের আঙ্গুলের নখগুলি খুঁটিয়া-খুঁটিয়া শাঁখের মত চক্‌চকে করিতেছিল।—সে তখন পিকাডেলী পল্লীতে তাহার জেরোম ষ্ট্রীটের কুঠীতে বসিয়া আফিসের কাজ করিতেছিল। তাহার চোখ মুখ হইতে সদাশয়তা ও সাধুতা যেন ক্ষরিয়া পড়িতেছিল! ক্ষুদ্র মৎস্যকে অদূরে বিচরণ করিতে দেখিলে জলাশয়-প্রান্তবাসী পরম ধার্ম্মিক বকের যেরূপ ধ্যানস্থ অবস্থা লক্ষিত হয়—সাইমন ইয়র্কের বাহ্যিক অবস্থাও তখন সেইরূপ; কারণ তাহার আফিসের মেহগ্নি-ডেস্কের সম্মুখে একজন ভদ্র লোক কার্য্যোপলক্ষে বসিয়া ছিল।

সাইমন ইয়র্ক তখন অত্যন্ত গম্ভীর; তাহার মাথার কৃষ্ণবর্ণ কেশগুচ্ছের ডগা হইতে পায়ের পেটেন্ট চামড়ার জুতার আগা পর্য্যন্ত সেই গাম্ভীর্য্যের সমতা রক্ষা করিতেছিল। তাহার মুখ ঈষৎ লম্বা ও পাতলা, এবং দেখিলেই মনে হয় তাহা সদাশয় সাধু পুরুষের মুখ; লোকটি মানবহিতব্রত পাদরীর মত সহানুভূতি-সম্পন্ন উদারচেতা পুরুষ। স্বাস্থ্যের পূর্ণ লক্ষণ তাহার মুখশ্রীতে বর্ত্তমান। তাহার ওয়েষ্টকোট-সংবদ্ধ সূক্ষ্ম রেশমী 'কারে' এক চোখের একখানি চসমা ঝুলিতেছিল; কিন্তু এ কালের অনেক সৌখীন বালকের চসমার ন্যায় তাহা বাহারের উপকরণ স্বরূপ রক্ষিত হইয়াছিল—এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে; কারণ তাহার পক্ষে অনাবশ্যক বাহ্যাড়ম্বর ভিন্ন সেই চসমার অন্য কোন উপযোগিতা ছিল না। সে সেই চসমা কদাচিৎ ব্যবহার করিত; এবং কেহই ইয়র্কের দৃষ্টিক্ষীণতার অপবাদ

দিতে পারিত না। তাহার কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুতারকার জ্যোতি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল, পৃথিবীর অতি সামান্য বস্তুও তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিত না।

তাহার উভয় চক্ষুর ব্যবধান নিতান্ত অল্প (set too close together) তাহার নাসিকার অগ্রভাগ ঈষৎ বক্র, যেন বাজের ঠোঁট! উহা শিকারীর চিহ্ন। ওষ্ঠাধর দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়—লোকটির নৈতিক চরিত্র দূষিত। ওষ্ঠের উপর কাল গোঁফ-জোড়াটা যেন তাহার সুদৃঢ় সঙ্কল্পের বিজয়-নিশান।

ইয়র্ক তাহার সম্মুখোপবিষ্ট ভদ্র লোকটির মুখের দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া গভীর সহানুভূতি ভরে বলিল, "আমি যে কত দূর দুঃখিত হইলাম মিঃ সাণ্ডার্স! তাহা মুখের কথায় প্রকাশ করি সে শক্তি আমার নাই; সত্যই আমি হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইয়াছি। কিন্তু কি করিব বল, আমি নিরুপায়; ব্যবসায় বাণিজ্য অত্যন্ত খারাপ জিনিস। আত্মীয়তা বল, বন্ধুত্ব বল, ব্যবসায়ের কাছে কাহারও খাতির নাই; এমন কি, মানুষের ভদ্রতার প্রধান চিহ্ন যে চক্ষুলজ্জা, ব্যবসায়ের অনুরোধে সেই পরম পদার্থটিকে ও বিসর্জ্জন দিতে হয়, ইহা কি অল্প মনস্তাপের বিষয়?"

মিঃ সাণ্ডার্স কৃষিজীবী হইলেও ভদ্রবংশে তাহার জন্ম। লোকটি বলিষ্ঠ। কৃষিকর্ম্মের জন্য সর্ব্বদা তাহাকে মাঠে মাঠে ঘুরিতে হয় বলিয়া ক্রমাগত রৌদ্র ভোগ করায় তাহার মুখের বর্ণ লোহিতাভ; কিন্তু মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় লোকটির প্রকৃতি সরল। সে মিঃ ইয়র্কের কথা শুনিয়া তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিল; সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আপনার অভিসন্ধি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। আমাকে জোঁকের মত শোষণ করাই আপনার ইচ্ছা। এ রকক সাংঘাতিক হারে সুদ গ্রহণ করে এরূপ মহাজন আপনি ভিন্ন দুনিয়ায় দুটি আছে কি না সন্দেহ! শতকরা পাঁচ শত টাকা (five hundred per-cent) সুদের হার! কি সর্ব্বনেশে ব্যাপার ভাবুন দেখি। আবার বলিতেছেন শেষে হয় ত বাধ্য হইয়া আমার সম্পত্তিটুকুতে আমাকে বেদখল—"

মিঃ ইয়র্ক মিঃ সাণ্ডার্সের কথায় বাধা দিয়া হাত তুলিয়া বলিল, "আহা হা! চটো কেন মাই ডিয়ার! ঐ ত তোমার দোষ, সকল কথা তলাইয়া না বুঝিয়াই রাগিয়া আগুন হইতেছ। আমি ত তোমাকে বলিলাম তোমার বিপদের কথা

চিন্তা করিয়া দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে; কিন্তু আমার দুঃখ হইয়াছে বলিয়া কি পাওনাদার তাহার প্রাপ্য সুদ ছাড়ে, না বন্ধকী সম্পত্তি ত্যাগ করিতে রাজী হয়? আমার চক্ষুলজ্জা থাকিলে কি হইবে, যাঁহার টাকা কর্জ্জ লইয়াছ তাহার ত চক্ষু লজ্জা নাই! টাকাগুলি আমার নিজের হইলে কি এত কথা বলিতে হইত? আমি কোন উপায়ে তোমাকে এ যাত্রা উদ্ধার করিতাম; কিন্তু টাকাগুলা ত আমার নিজের নয়, উহা যে কোম্পানীর টাকা, আমি সেই কোম্পানীর কার্য্য-পরিচালক মাত্র; তোমার সম্পত্তিটুকুর উপর কোম্পানীর দৃষ্টি পড়িয়াছে। যদি শীঘ্র সমস্ত সুদ মিটাইয়া দিয়া একটা কিস্তীবন্দী করিতে না পার—তাহা হইলে কোম্পানীর পক্ষ হইতে আমাকে—বুঝিতে পারিয়াছ—আমাকে চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিয়া—না, তোমাকে সে কথা বলিতে কষ্টে আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। তোমার মত বন্ধু লোককে পৈতৃক বাস্তুভিটা হইতে তাড়াইয়া দিয়া যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করা কিরূপ নিষ্ঠুরের কাজ, তাহা কি আমি বুঝিতে পারি না? কিন্তু যে কোম্পানীর নিকট তুমি টাকা কর্জ্জ লইয়াছ—"

মিঃ সাণ্ডার্স বলিল, "কোম্পানী? কোন কোম্পানী আমার মহাজন এ কথা আমি বিশ্বাস করি না; আমি জানি কোম্পানী-টোম্পানী কিছুই নয়, আপনি একটা কোম্পানী সৃষ্টি করিয়া নিজেই তাহাদের নামে এই সুদী কারবার চালাইতেছেন। এক দিকে ছুরী শানাইতেছেন, অন্য দিকে চক্ষুলজ্জার দোহাই দিতেছেন! আপনি ভয়ঙ্কর মিথ্যাবাদী; মুখে মিষ্ট কথা বলেন, কিন্তু দেনদারের রক্তপানের জন্য আপনার জিহ্বা লক্-লক্ করে। এ রকম লোভী প্রবঞ্চক ও ভণ্ড ভদ্র সমাজে বোধ হয় আর একটিও নাই।"

মিঃ ইয়র্ক হঠাৎ চেয়ারের উপর সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, "আহা হা! সাণ্ডার্স, তুমি সকল কথা বিবেচনা না করিয়াই রাগ করিতেছ; এই দেখ, রাগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া আমাকে কতকগুলা দুর্ব্বাক্য বলিলে! আমি মন্দ লোক হইলে এখনই তোমার সঙ্গে লাঠালাঠি আরম্ভ করিতাম; কিন্তু তাহাতে লাভ কি? তোমার সঙ্গে মারামারি করিয়া কি কিছু বেশী সুদ আদায় করিতে পারিব? বিশেষতঃ, পণ্ডিতেরাই বলেন, 'নীচ যদি কটু ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায়

হেসে।' আমি সুবুদ্ধি বলিয়াই তোমার কটুভাষা হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম; কিন্তু তোমার দুর্ব্বাক্যে আমি হৃদয়ে কি গভীর আঘাত পাইলাম, তাহা তোমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করা নিষ্ফল। তোমার মত বন্ধুর রসনা-নিক্ষিপ্ত এই বিষাক্ত শর আমি বুক পাতিয়া গ্রহণ করিলাম—সুবিস্তীর্ণ মহাসিন্ধু আকাশের বজ্র নিজের বিশাল বক্ষে যেমন উদার ভাবে গ্রহণ করে। তুমি আমার ব্যবসায়কে ও আমাকে এক গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনিয়া অনর্থক মনঃকষ্ট ভোগ করিতেছ ইহাই আক্ষেপের বিষয় বন্ধু!"

মিঃ ইয়র্কের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে একটি পরমাসুন্দরী ইহুদী যুবতী সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার ভাসা-ভাসা চক্ষু দুটির কালো তারায় যেন মুহূর্ত্ত-মধ্যে বিজলি-বিকাশ হইল।

এই যুবতী মিঃ ইয়র্কের সেক্রেটারী।—মিঃ ইয়র্ক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "খবর কি, মিস্ সিল্‌ভার?"

মিস্ সিল্‌ভার মিঃ সাণ্ডার্সের মুখের উপর কটাক্ষপাত করিয়া মিঃ ইয়র্ককে বলিল, "মিঃ এডওয়ার্ডস্ আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে, তাহাকে কি বলিব—আপনি এখন কাজে ব্যস্ত আছেন?"

মিঃ ইয়র্ক কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া বলিল, "মিঃ সাণ্ডার্স, একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে এখন আমার দেখা করিবার কথা, তিনি দেখা করিতে আসিয়াছেন, সুতরাং তোমার সঙ্গে এখন এই পর্য্যন্ত; কিছু মনে করিও না ভাই! স্মরণ রাখিও আগামী বুধবারেই টাকাগুলি আনিয়া যদি একটা কিস্তীবন্দী না কর তাহা হইলে তোমার সমূহ বিপদ।"

সাণ্ডার্স হতাশ ভাবে ইয়র্কের মুখের দিকে চাহিয়া টুপি ও লাঠী তুলিয়া লইল, তাহার পর নিঃশব্দে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। ক্রোধে ও ঘৃণায় তাহার মুখমণ্ডল অতি ভীষণ আকার ধারণ করিল; কিন্তু ইয়র্ক তাহার দিকে আর ফিরিয়া চাহিল না।

সাণ্ডার্স প্রস্থান করিলে ইয়র্ক মনের আনন্দে হো-হো করিয়া হাসিয়া লইল, তাহার পর ইহুদী সুন্দরীকে বলিল, "দেখ লিয়া! ঐ লোকটার মত আহাম্মুক

পৃথিবীতে বিরল ; আমার কাছে কিছু সুদ রেহাই পাইতে আসিয়াছিল। আমি সুদ ছাড়িয়া দিব! তবে লোকটা সরল বটে, চাষা কি না। উহার চাষের জমীতে সোনা ফলে ; সেটুকু গ্রাস করিবার আশাতেই ত উহাকে টাকা ধার দিয়াছিলাম।”

লিয়া হাসিয়া বলিল, “চাষা আবার কোন্ কালে বুদ্ধিমান হয়? জমীটুকু আপনি গ্রাস করিলে বেচারা সর্ব্বস্বান্ত হইবে ; কিন্তু ঐ রকম না করিলে কি আপনার ব্যবসায় চলিত? চাষা না থাকিবে মহাজনী কারবার অচল হইত। যাহা হউক, মিঃ এডওয়ার্ডস্‌কে ডাকিয়া আনিব কি?”

ইয়র্ক বলিল, “হাঁ ডাকিয়া দাও। চায়ের সময় হইয়াছে, একটু বেড়াইয়া আসিবার ইচ্ছা ছিল ; তা লোকটা আসিয়া পড়িয়াছে—কি বলে শুনি।”

লিয়া সেই কক্ষের বাহিরে গিয়া, মুহূর্ত্ত পরে একটি খর্ব্বাকৃতি কৃশ যুবককে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল। ইয়র্ক লিয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “তুমি উহার সঙ্গে না আসিলে কোন ক্ষতি ছিল না মিস্ সিল্‌ভার!”

লিয়া বলিল, “বেশ, আমি চলিলাম ; আমার কাজ শেষ হয় নাই।”

লিয়া প্রস্থান করিলে ইয়র্ক আগন্তুককে বলিল, “খবর কি এডওয়ার্ডস্? নিশ্চয়ই কোন সুসংবাদ আনিয়াছ ; নতুবা এমন অসময়ে এখানে আসিতে না।”

এডওয়ার্ডস্ বলিল, “তোমার অনুমান সত্য, একটি জিনিস আনিয়াছি; দেখিলেই তোমার জিহ্বা হইতে জল পড়িতে আরম্ভ হইবে, এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি।”

আগন্তুকের নাম ‘কোঁকড়া-চুলো’ এডওয়ার্ডস্। তাহার কেশগুচ্ছ স্বভাবতঃই কুঞ্চিত বলিয়া তাহার এই নাম। তাহার নিবাস আমেরিকার কানাডা রাজ্যে। সে বাল্যকাল হইতেই চুরী ব্যবসায়ে পরিপক্ক। সে স্বদেশে কয়েকবার জেল খাটিয়া ইংলণ্ডে পলায়ন করিয়াছিল ; কিন্তু ইংলণ্ডে আসিয়াও কারা-প্রবেশের লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই। চৌর্য্যাপরাধে তাহাকে দীর্ঘকাল ব্রিকমুর কারাগারে বাস করিতে হইয়াছিল। অল্পদিন পূর্ব্বে ব্রিকমুর হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সে মধ্যে মধ্যে তাহার মুরুব্বি ইয়র্কের সঙ্গে দেখা করিতে আসিত।

ইয়র্ক বুঝিতে পারিল 'কোঁকড়া-চুলো' অকারণ তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসে নাই; সে তাহার কথা শুনিয়া উঠিয়া সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিল। তাহার পর এডওয়ার্ডসের সম্মুখে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "তুমি কোন দিন আমাকে বিপদে ফেলিবে দেখিতেছি!—আমি তোমাকে কত দিন বলিয়াছি—তুমি কোনদিন দিবালোকে (in day-light) আমার সঙ্গে দেখা করিও না; কিন্তু কথাটা তোমার স্মরণ থাকে না কেন বলিতে পার? স্যাংটার বাটপাড়ের ভয় নাই। কিন্তু আমি ত তোমার মত স্যাংটা নই; তোমার মত জেল খাটিবার সাহসও আমাব নাই। যদি তুমি দম্ দিয়া কিছু টাকা আদায় করিবার মতলবে আসিয়া থাক—তাহা হইলে আমি আগেই তোমাকে বলিয়া রাখিতেছি—"

কোঁকড়া-চুলো অসহিষ্ণু ভাবে বলিল, "থামো মশায়! আমার কথা না শুনিয়া তুমি যে নিজের কথাই পাঁচ কাহন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলে! তোমার কাছে দম্ দিয়া টাকা বাহির করিব—আমার সে রকম ক্ষমতা আছে ইহা জানিতাম না। তোমাকে দম্ দিয়া ভুলাইতে পারে এ রকম লোক জগতে কেহ আছে না কি?—সে কথা থাক্, দেখ দেখি এ জিনিসটা তোমার মনে ধরে কি না? এ রকম সরেস মাল ইদানী তোমার নজরে পড়িয়াছে? সত্য কথা বলিও, দোকানদারী কথা শুনিতে চাহি না।"

'কোঁকড়া চুলো' পকেট হইতে এক ছড়া মুক্তার মালা বাহির করিয়া ইয়র্কের সম্মুখে উচু করিয়া ধরিল। ইয়র্ক তৎক্ষণাৎ তাহার চশমা চোখে আঁটিয়া তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে সেই হার ছড়াটি দেখিতে লাগিল, তাহার পর খুসী হইয়া বলিল, "হাঁ এড্ওয়ার্ডস্, তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ, এ অতি চমৎকার মাল! রাখিবার মত জিনিস বটে।—আশা করি তুমি ইহা সাধু ভাবেই (honestly) আত্মসাৎ করিয়াছ।"

'কোঁকড়া-চুলো' দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, "আমি যখন ইহা হস্তগত করিয়াছি, তখন সম্পূর্ণ সাধু ভাবেই এ কাজ করিয়াছি এ বিষয়ে কি তোমার সন্দেহের কোন কারণ আছে? হাম্ষ্টেডের এক মণিকারের দোকান হইতে ইহা, তাহার চক্ষুতে ধূলা নিক্ষেপ করিয়া, অত্যন্ত সাধু ভাবে তুলিয়া

লইয়াছি; কিন্তু তাহার অসতর্কতার জন্ম বেচারার দোষ দেওয়া যায় না। দোকানদার চার-হুনোর দলের অত্যাচারের কথা লইয়া এক বন্ধুর সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিয়াছিল—সেই সময় আমি কিছু জহরত সওদা করিতে তাহার দোকানে যাই। আমিও তাহাদের গল্পে যোগদান করিলাম; তাহার পর কতকগুলা জহরতের অলঙ্কার পরীক্ষা করিতে করিতে এই মুক্তার মালা এমন সাফাই হাতে সরাইয়া ফেলিলাম যে, সাধ্য কি আমাকে সন্দেহ করে?—চার-হুনোদল লণ্ডনের জহরত বিক্রেতাদের মনে ভীষণ আতঙ্কের সঞ্চার করিয়াছে।—চার-হুনো দলের কর্ত্তা টেক্কা না কি অসাধ্য-সাধন করিতে পারে; কিন্তু এই টেক্কাটি কে, যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহা জানিতে পারি নাই।—টেক্কা কে তাহা কি বলিতে পার সাইমন?”

সাইমন ইয়র্ক কোঁকড়া-চুলোর কথা শুনিয়া হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইল, তাহার ললাটে চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল; সে ম্লান মুখে বলিল, “টেক্কা?—টেক্কার কথা তুমি কি জান বল ত।”

কোঁকড়াচুলো বলিল, “আমি? আমি কিছুই জানি না; তবে শুনিয়াছি সে না কি মিসেস্ ভান ক্রামারের গলা হইতে একছড়া মহামূল্য নেক্‌লেস্ খুলিয়া লইয়াছে, অথচ সে মাগী কিছুই বুঝিতে পারে নাই! শুনিলাম নাচের মজলিসে হাজার লোকের চক্ষুর সম্মুখে এই কাজ করিয়াছে। আমি ভাবিলাম—তুমি চোরামালের এতবড় মহাজন,—টেক্কার খবরটা ভালই জান; তাই তাহার কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।”

ইয়র্ক রাগ করিয়া বলিল, “আমি চোরামালের মহাজন! আমি সম্ভ্রান্ত কুঠীয়াল, তাহা সকলেই জানে। তুমি এই মুক্তার মালা বন্দক দিয়া টাকা লইতে আসিয়াছ, টাকা লইয়া যাইতে পার। তোমার সঙ্গে চোর ডাকাতের কথা লইয়া আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি কত টাকা চাও?”

এড্‌ওয়ার্ডস্ বলিল, “তুমি ত দুই শত পাউণ্ডের বেশী দিবে না; তাহাই দাও।”

ইয়র্ক বলিল, “দু—ই—শ—ত পাউণ্ড! তুমি কি ক্ষেপিয়াছ? আমি তোমাকে একশত পাউণ্ড দিতে পারি। হাঁ, তাহাই খুব বেশী; তবে কি না

তোমার সঙ্গে অনেক দিনের আলাপ, আর আমার চক্ষু লজ্জাও অত্যন্ত অধিক. এই জন্য—"

ইয়র্কের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাহার আফিসের দরজায় কে ধাক্কা দিল। সেই শব্দ শুনিয়া এড্‌ওয়ার্ডস্ সভয়ে বলিয়া উঠিল, "দরজায় ধাক্কা দিল কে ? পুলিশ না কি ?"

ইয়র্ক চক্ষুর নিমেষে ডেস্কের দেরাজ খুলিয়া মুক্তার মালা সেই দেরাজে নিক্ষেপ করিল ; 'কোঁকড়া-চুলো' তাহা ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। সে রাগ করিয়া বলিল, "এ বাটপাড়ি না কি ? টাকা না দিয়াই আমার মাল হজম করিতে চাও ?"

ইয়র্ক এবার ভদ্রতার মুখোস খুলিয়া ফেলিয়া তীব্রস্বরে বলিল, "তুই কয়েদ-খালাসী আসামী, আমার কাছে চোরামাল লইয়া আসিয়াছিলি—ইহা প্রকাশ হইলে কি তোর নিস্তার ছিল ? আমি তোর ভালই করিলাম। এখন যদি—"

দ্বারে ধাক্কার উপর ধাক্কা ! আগন্তুকের দীর্ঘ দেহের অস্ফুট ছায়া দরজার ঘঁষা কাচের উপর প্রতিফলিত দেখিয়া ইয়র্ক এড্‌ওয়ার্ডস্‌কে তাড়াতাড়ি বলিল, "পুলিশ না কি ! দেখ এড্‌ওয়ার্ডস্, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিস্—এখানে চাকরী-বাকরীর সন্ধানে আসিয়াছিলি, বুঝিয়াছিস ?"

ইয়র্ক তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিল মিঃ ব্লেক দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছেন ! ইয়র্কের বুক কাঁপিয়া উঠিল ; তাহার আফিসে মিঃ ব্লেকের আকস্মিক আবির্ভাবের কারণ কি ?

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মিঃ ইয়র্ক, আফিস ঘরে কাহাকেও না দেখিয়া আপনার খাস-কামরার দরজায় আসিয়া সাড়া দিতে হইয়াছে।"

ইয়র্ক মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া যেন তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই এইরূপ ভান করিয়া বলিল, "আমি একটু কাজে ব্যস্ত ছিলাম ; আমার কাছে আপনার কি প্রয়োজন ? আপনার মুখ যেন চেনা-চেনা বোধ হইতেছে, কিন্তু ঠিক স্মরণ হইতেছে না ; আপনার নামটি—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "রবার্ট ব্লেক—ডিটেক্‌টিভ। আমি সকালে বেড়াইতে

বাহির হইয়া দেখিলাম—আমার পুরাতন বন্ধু এডওয়ার্ডস্ আপনার আফিসে প্রবেশ করিল। ভাবিলাম লোকটা বহুকালের বন্ধু, বিষয় কর্ম্ম কিরূপ চলিতেছে একবার সন্ধান লইয়া আসি।”

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া কোঁকড়া-চুলো এডওয়ার্ডস্ টুপিটা হাতে লইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং মিঃ ব্লেককে অভিবাদন করিয়া ভয়ে ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার আশঙ্কা হইল—মিঃ ব্লেক কোন উপায়ে অপহৃত মুক্তাহারের সন্ধান পাইয়া তাহার অনুসরণ করিয়াছেন!

ইয়র্ক মিঃ ব্লেককে বলিল, “আপনিই সুবিখ্যাত ডিটেকটিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক? আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনার সাক্ষাৎ পাইলাম। আপনাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছি কি না, তাই মুখখান চেনা-চেনা মনে হইতেছিল। দয়া করিয়া বসিবেন না? এই ছোকরা আমার কাছে চাকরীর উমেদারীতে আসিয়াছিল। আপনি উহাকে চেনেন বলিলেন; আপনি সুপারিস করিলে উহাকে একটা কেরাণীগিরি-টিরি দিতে পারি। আপনার সুপারিশ নিশ্চয়ই মূল্যবান।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের আফিসে উহার যোগ্যতার পরিচয় জানিতে পারিবেন। তাহারা উহার কার্য্যদক্ষতায় মুগ্ধ, আপনি সেখানে একখানি পত্র লিখিতে পারেন। এডওয়ার্ডস্, শেষবার তুমি তিন বৎসরের জন্য শ্রীঘরে গিয়াছিলে না? হাঁ, তুমি গত এপ্রিল মাসে জেলের বাহিরে আসিয়াছ।”

ইয়র্ক বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “মিঃ ব্লেক, আপনি যে আমাকে অবাক্ করিয়া দিলেন। এ ছোকরা জেল-খালাসী আসামী?—ওরে বেটা চোর! তোর এত গুণ? সাধু পুরুষ সাজিয়া আমার কাছে চাকরীর উমেদারীতে আসিয়াছিলি, তোর সাহস ত অল্প নয়! ভাগ্যে হঠাৎ মিঃ ব্লেকের সঙ্গে দেখা হইল। শীঘ্র সরিয়া পড়, আর কখন এ মুখো হইলে তোর পিঠে চামড়া থাকিবে না। ও আমাকে বলিল, সৈন্যদলে পূর্ব্বে চাকরী করিত, এখন বেকার; আমি উহার কথা বিশ্বাস করিয়াছিলাম। ভাল মানুষকে লোকে কথায় কথায় ঠকায়! মিঃ ব্লেক আপনি এখানে না আসিলে আমাকে

ভয়ঙ্কর ঠকিতে হইত। ওরে বেটা চোর! এখনও তুই আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছিস্?—দূর হ দূর হ।”

কোঁকড়া-চুলো এডওয়ার্ডস্ কি বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার মুখে কথা ফুটিল না। সে দুই একবার সতৃষ্ণ নয়নে সাইমন ইয়র্কের মেহগ্নি-ডেস্কের দিকে চাহিল, তাহার পর নিঃশব্দে সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিল।

ইয়র্ক ললাটের ঘর্ম্ম অপসারিত করিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, “মিঃ ব্লেক আপনি আজ আমার বড়ই উপকার করিলেন। ঐ চোরটার ধাপ্পায় ভুলিয়া যদি উহাকে চাকরী দিতাম—তাহা হইলে সে কোন সুযোগে আমার গলায় ছুরী চালাইত। উহার স্ত্রী রোগে শয্যাগত, একটি চাকরী না পাইলে উহাকে অনাহারে থাকিতে হইবে, স্ত্রীর চিকিৎসা হইবে না, ইত্যাদি শুনিয়া আমি উহাকে একটী চাকরী দিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। কাহারও বিপদের কথা শুনিলে আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠে মিঃ ব্লেক! আমার মন অত্যন্ত কোমল বলিয়া অনেকেই আমাকে প্রতারিত করিবার সুযোগ পায়। আপনি বসুন মিঃ ব্লেক! একটা চুরুট দিব কি? খুব ভাল চুরুট আছে। আমার এক মুহূর্ত্ত অবসর না থাকিলেও আপনার মত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমার ঘরে আসিলে আমি বড়ই আনন্দ লাভ করি। আমি—”

মিঃ ব্লেক হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন, “ইয়র্ক, তুমি অনেক লোককে ধাপ্পায় ভুলাইয়া থাক, কিন্তু আমি তোমার ধাপ্পায় ভুলিব, এরূপ আশা করিও না। আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম; কিন্তু কোঁকড়াচুলোকে তোমার আফিসে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আমার সন্দেহটা আরও প্রবল হইয়াছে। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব—তাহার ঠিক উত্তর দিবে?”

মিঃ ইয়র্ক মিঃ ব্লেকের কথায় ভয় পাইয়া জিহ্বা দ্বারা শুষ্ক ওষ্ঠ লেহন করিয়া তাহা সরস করিয়া লইল, তাহার পর অবসন্ন ভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া যথাসাধ্য চেষ্টায় চিত্ত চাঞ্চল্য দমন করিল। তাহার পর মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, “আপনি আমাকে যাহা খুসী জিজ্ঞাসা করিতে পারেন; যদি আপনার প্রশ্নের উত্তর আমার জানা থাকে—তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহা

বলিব। আমার দ্বারা যদি আপনার কোন উপকার হয়, তাহা করিতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি। একটি কেন, আপনি আমাকে একশত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেও আমি বিরক্ত হইব না। আপনি দয়া করিয়া ঐ চেয়ারখানায় বসুন।" —সে একখানি উৎকৃষ্ট চেয়ার দেখাইয়া দিল।

মিঃ ব্লেক শুষ্ক স্বরে বলিলেন, "ধন্যবাদ ; কিন্তু আমার এখানে বসিবার প্রয়োজন নাই, আমি দাঁড়াইয়াই তোমার উত্তর শুনিতে পাইব। আমার প্রশ্ন এই যে টেক্কা লোকটা কে ? তাহার সম্বন্ধে তুমি কি জান ?"

ইয়র্ক বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "টেক্কা ? সে আবার কে ? আমি ত জানি তাসের মধ্যে চার রঙ্গের চার টেক্কা আছে, তবে রঙ্গের টেক্কারই মান বেশী। তাসের টেক্কা ভিন্ন অন্য কোন টেক্কার কথা আমার জানা নাই ; আপনার প্রশ্নও আমি বুঝিতে পারিলাম না !"

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ইয়র্কের মুখের দিকে চাহিয়া সক্রোধে বলিলেন, "তুমি যে রকম মিথ্যাবাদী, সেই রকম প্রবঞ্চক, তাহার উপর তুমি বেহদ্দ বোকা। কিন্তু তুমি স্মরণ রাখিও তোমার জন্য যে ফাঁদ পাতিয়াছি—সেই ফাঁদে তোমাকে পড়িতেই হইবে। ইহার অধিক আর কোন কথা তোমাকে বলিবার ইচ্ছা নাই। ইয়র্ক, তুমি সতর্ক থাকিও ; আমি বহুদিন হইতে তোমার কার্য্যপ্রণালী আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। তোমার বিশ্বাস, তুমি বড় চতুর, আমার চোখে ধূলা দিয়া মাথা বাঁচাইয়া চলিতেছ ; তুমি নির্ব্বোধ না হইলে তোমার ধারণা অন্যরূপ হইত। এল্‌ম-উডের ব্যাপার লইয়া যে কেলেঙ্কারী করিয়াছিলে—তাহা স্মরণ আছে কি ? সেই সময় তোমাকে জালে জড়াইয়া শ্রীঘরে যাত্রা করিতে হইত, কিন্তু অতি কষ্টে সেবার বাঁচিয়া গিয়াছিলে, কিন্তু ভবিষ্যতে তুমি সে ভাবে ফাঁকি দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না।"

ইয়র্ক মুখ চূণ করিয়া জড়িত স্বরে বলিল, "আপনি অন্যায় করিয়া আমাকে তিরস্কার করিতেছেন ; আমি জোর করিয়া বলিতে পারি এ পর্য্যন্ত আমি—"

মিঃ ব্লেক হাত তুলিয়া তাহাকে নির্ব্বাক হইবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "তুমি ন্যাকামী করিয়া আমার কাছে পার পাইবে না ইয়র্ক ! আমার

যাহা বলিবার ছিল—তাহা বলিয়াছি। ভবিষ্যতে সতর্ক হওয়া না হওয়া তোমার ইচ্ছা।”

মিঃ ব্লেক আর সেখানে না দাঁড়াইয়া সবেগে সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। তিনি সেই অট্টালিকা হইতে প্রস্থান করিলে সাইমন ইয়র্ক রুমাল দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া কয়েক মিনিট স্তম্ভিত ভাবে সেই কক্ষে দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পর অস্ফুট স্বরে বলিল, “এই হতভাগা গোয়েন্দাটা আমার পিছনে লাগিয়াছে দেখিতেছি! আমাকে ভয় দেখাইয়া গেল। আমি কি উহার ভুয়ো তাড়ায় ভয় পাই? আমার কাজের গলদ বাহির করা উহার সাধ্য নহে; যদি পারিত, তাহা হইলে আমাকে সতর্ক করিতে আসিত না। কিন্তু গোয়েন্দা বেটা আমাদের গুহ্য সংবাদ কতটুকু জানিতে পারিয়াছে—তাহা বুঝিতে পারিলাম না। টেক্কার খবর জানিবার জন্য বেটা ভারি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, গতিক বড় ভাল মনে হয় না। টেক্কাকে এখনই সতর্ক করা দরকার।”

ইয়র্ক টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া লইয়া কাহাকে ডাকিয়া তাহার সহিত শীঘ্র সাক্ষাৎ করিবায় ইচ্ছা প্রকাশ করিল। উত্তরে সেই লোকটি বলিল, “সন্ধ্যা সাতটার সময় দেখা হইবে। একটা ছোট-খাট ভোজের আয়োজন হইবে। হাঁ, টেক্কাও তখন সেখানে থাকিবেন।”

ইয়র্ক টেলিফোনের রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া তাহার চেয়ারে বসিয়া পড়িল, এবং শূন্য দৃষ্টিতে কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল। অবশেষে অস্ফুটস্বরে বলিল, “চার-দুনো দলের কোন রহস্য গোয়েন্দা বেটা জানিতে না পারে—তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, টেক্কা ভিন্ন অন্য কেহ উহার মুখ বন্ধ করিতে পারিবে না।”

ষষ্ঠ কল্প

চার-দুনো দলের গুপ্ত আড্ডা

ডাক্তার গ্যাষ্টন লিনো সুবিখ্যাত মনস্তত্ত্ব-বিশারদ ও সর্ব্ববিধ মনোবিকারের (mental disorders) সুচিকিৎসক। এতদ্ভিন্ন মজলিসি লোক বলিয়াও তাহার খ্যাতি ছিল। সেইদিন সায়ংকালে যে সকল নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ভোজন-কক্ষে সমাগত হইয়াছিল, ডাক্তার লিনো পরম সমাদরে তাহাদের অভ্যর্থনা করিল। তাহার সুকৌশলপূর্ণ সরস বাক্য-বিন্যাসে ও সুমিষ্ট রসিকতায় নিমন্ত্রিত অতিথিগণ অত্যন্ত আনন্দলাভ করিল। সকলেই মনে মনে ডাক্তার গ্যাষ্টন লিনোর বাক্-বিভূতির প্রশংসা করিল।

যে অট্টালিকায় সেই সান্ধ্য ভোজের আয়োজন হইয়াছিল তাহা লণ্ডনের চেল্‌সিয়া পল্লীর সিয়েনী এভিনিউ নামক রাজপথে অবস্থিত। সেই সুপ্রশস্ত ভবনে লণ্ডনের বহু সম্ভ্রান্ত নারীর সমাগম হইয়াছিল। মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণের ও মনের কথা গণাইবার লোভেই অনেকে আগ্রহভরে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল; কারণ এরূপ প্রলোভন সংবরণ করা অধিকাংশ নারীর অসাধ্য। এরূপ একটি নূতন হুজুগ তাহারা কি করিয়া প্রত্যাখ্যান করে? এই বিদ্যার বিশেষজ্ঞ বলিয়া লিনোর খাতিরের সীমা ছিল না। তাহার শক্তির অস্তিত্বে কাহারও অবিশ্বাস ছিল না বলিয়াই লিনো যাহার নিকট যে পারিশ্রমিকেয় দাবী করিত, সে তাহাই প্রদান করিত। প্রশ্নের গুরুত্ব ও জটিলতা অনুসারে পারিশ্রমিকের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইত। অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা বহু অর্থব্যয়ে ডাক্তার লিনোর নিকট তাহাদের ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখের কথা শুনিয়া লইত, এবং এই উপলক্ষে হৃদয়-দ্বার উদ্ঘাটিত করিতেও তাহাদের আপত্তি হইত না। মনস্তত্ত্ববিৎ ডাক্তারের নিকট মনের কথা প্রকাশ করিতে তাহারা কুণ্ঠিত হইত না, কারণ তাহাদের বিশ্বাস ছিল ডাক্তার যোগবলে তাহাদের যৌবন-স্বপ্ন সফল করিতে পারিবে। বস্তুতঃ, রমণী সমাজে ডাক্তার লিনোর অসাধারণ পসার ছিল।

ডাক্তার লিনো দর্শনী লইয়া নারী সমাজকে তাহাদের মনের ভাব বিশ্লেষণ করিয়া সুখ দুঃখের কথা বলিয়া দিলেও সেদিন সে তাহার অতিথিগণের নিকট পারিশ্রমিক গ্রহণ করিল না; তবে অতিথি-সংখ্যা নিতান্ত পরিমিত, এবং তাহাদের সকলেই তাহার ঘনিষ্ঠ বান্ধব।

অতিথিগণ প্রস্থান করিলে ডাক্তার লিনো সর্দ্দার-খানসামা রাইসকে ইঙ্গিত করিবামাত্র রাইস অন্যান্য পরিচারক ও আর্দ্দালীদের সেই কক্ষ হইতে বিদায় করিয়া কক্ষ-দ্বারগুলি রুদ্ধ করিল। সেই অট্টালিকার বাহিরেই টেম্‌স নদীর তীরবর্ত্তী বাঁধ। বাঁধের উপর দিয়া তখন বহুলোক যাতায়াত করিতেছিল, তাহাদের কোলাহলে পল্লী মুখরিত; কিন্তু দ্বার জানালা এ ভাবে রুদ্ধ করা হইল যে, বাহিরের কোলাহল সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিল না।

সেই কক্ষের দ্বার জানালাগুলি রুদ্ধ হইলে ডাক্তার লিনো সর্দ্দার খানসামা রাইসকে বলিল, "তোমারও এখানে আর থাকিবার প্রয়োজন নাই রাইস!"

রাইস তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিল। তখন সেই কক্ষে ছয়জন মাত্র লোক রহিল। ইহারা সকলেই ডাক্তার লিনোর সহযোগী। তাহারা সান্ধ্য-পরিচ্ছদে ভূষিত হইলেও একজনের অঙ্গে সান্ধ্য-পরিচ্ছদ ছিল না। যে ব্যক্তির সান্ধ্য-পরিচ্ছদ ছিল না সে একটি বামন; তাহাকে দেখিলে পাঁচ বৎসরের শিশু বলিয়াই মনে হইত। তাহার অঙ্গে মখমলের একটি সুদৃশ্য পোষাক ছিল; স্বর্ণাভ কুঞ্চিত নিবিড় কেশদামে তাহার মস্তক আবৃত।

সর্দ্দার-খানসামা রাইস সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিলে সেই কক্ষের দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ করা হইল। অতঃপর দুই তিন মিনিট কেহ কোন কথা বলিল না; অবশেষে সেই কক্ষের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ডাক্তার গ্যাষ্টন লিনো মৃদুস্বরে বলিল, "রাত্রি ঠিক আটটার সময় এই কক্ষে টেক্কার শুভাগমন হইবে। তিনি অন্য বাড়ী হইতে এখানে আবির্ভূত হইবেন। তাঁহার আগমনের পর তোমার সংবাদটি প্রকাশ করিও ইয়র্ক! তাঁহার অসাক্ষাতে তোমার কথা শুনিবার জন্য আমরা আগ্রহ প্রকাশ করিতে পারি না।"

ডাক্তার লিনোর কথা শেষ হইবামাত্র সেই কক্ষের ঘড়িতে টুং-টাং শব্দে

আটটা বাজিল। ইয়র্ক চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে কোন দিন টেক্কার মুখ দেখিতে পায় নাই, কিন্তু কাল রেশমী মুখোসের ভিতর দিয়া সে তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অনেকবার লক্ষ্য করিয়াছে; সেই দৃষ্টি নিষ্ঠুরতা-পূর্ণ, তাহা কঠোরতার নিদর্শনস্বরূপ। সেরূপ লোকের নিকট কেহ স্নেহ-মমতার প্রত্যাশা করিতে পারে না।

মুহূর্ত্ত পরে অগ্নির আধার সন্নিহিত একটি গুপ্তদ্বার হঠাৎ উন্মুক্ত হইল; এবং একটি দীর্ঘমূর্ত্তি সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ মুখোসে আবৃত, কেবল চক্ষুর সম্মুখে দুইটি ছিদ্র; তাহার ভিতর হইতে দুইটি উজ্জ্বল চক্ষু জ্বল-জ্বল করিতেছিল। মুখোসের নিম্নভাগে কৃষ্ণবর্ণ মস্‌লিনের ঝালর—তাহা চিবুকের নীচে ঝুলিতেছিল।

টেক্কা ডাক্তার লিনোকে বলিল, "আমি পূর্ব্বেই স্থানান্তরে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করায় তোমাদের সহিত ভোজনে যোগদান করিতে পারি নাই।"

যে সাত জন লোক ভোজন টেবিলে বসিয়া ছিল, তাহারা এক সঙ্গে উঠিয়া টেক্কাকে সম্ভ্রমভরে অভিবাদন করিল। টেক্কা তাহাদিগকে প্রত্যভিবাদন করিয়া টেবিলের পাশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট চেয়ারে উপবেশন করিল। তাহাই দলপতির চেয়ার; তৎপূর্ব্বে তাহা খালি পড়িয়া ছিল।

টেক্কা একবার সকলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বন্ধুগণ, আমাদের প্রথম চেষ্টা সফল হইয়াছে; সেই সাফল্যের জন্য আনন্দ প্রকাশের উদ্দেশ্যে আজ আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। চার-দুনো দলের প্রথম যুদ্ধজয়ের জন্য তোমরা আনন্দ কর।"

সে মদের গ্লাস মুখে তুলিল। মদ্য পান করিয়া টেক্কা হাসিয়া বলিল, "আমাদের এই চার-দুনো দল বহু চেষ্টা, বহু আয়োজনের ফল। আমরা এই দলে যে সকল সভ্যকে দীর্ঘকাল পরীক্ষার পর গ্রহণ করিয়াছি তাহারা সকলেই অপরাজেয়,—এক একটি বিষয়ে অদ্বিতীয়। লু, তুমি যখন স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করিয়া পুরুষসমাজে প্রবেশ কর—তখন তোমার রূপ-লাবণ্যে সকলকেই মুগ্ধ হইতে হয়; যুবকদল তোমার মনোরঞ্জনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, নারী-

সমাজ তোমার পরিচ্ছদের আড়ম্বর দেখিয়া হিংসায় জ্বলিয়া মরে! এই নারী-বেশে নানা স্থানে তুমি জহরত অপহরণ কার্য্যে যে সাফল্যের পরিচয় দিয়াছ, জগতে তাহার তুলনা নাই।"

এই লু তারাঁ আমেরিকার রঙ্গালয়ে স্ত্রীলোকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অভিনয়-কৌশলে দর্শকমণ্ডলীকে স্তম্ভিত করিত। নারী-চরিত্রের অভিনয়ে কোন নারীও তাহার সমকক্ষ ছিল না।

টনি নামক বামনটি তখন মুখে হ্যাভেনা-চুরুট গুঁজিয়া নিঃশব্দে ধূমপান করিতেছিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া টেক্কা বিরক্তিভরে বলিল, "টনি, তোমাকে আমি বহুবার বলিয়াছি—তোমাকে যখন আমাদের দলে শিশুর ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইয়াছে—তখন বয়স্ক লোকের অভ্যাসগুলি পরিত্যাগ করিয়া শিশুর মত থাকিতে হইবে; কিন্তু তুমি শিশু সাজিয়াও বুড়ার অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিলে না! তোমার স্মরণ রাখা উচিত ছিল যে, পাঁচ বৎসরের শিশুর মুখে চুরুট শোভা পায় না। উহা কেবল দৃষ্টিকটু নহে, তোমার অভিনয়েরও ইহা একটা প্রকাণ্ড ত্রুটি।"

'কর্ণেল' টনি পূর্ব্বে একটা সার্কাসের দলে খেলা দেখাইত; সে অষ্ট্রেলিয়া হইতে আসিযাছিল। তাহার আকার প্রকার পাঁচ বৎসরের শিশুর মত হইলেও তাহার রুচি প্রবৃত্তি, চিন্তার ধারা সকলই ত্রিশ বৎসরের যুবকের ন্যায়। বালকের দেহে সে পূর্ণ বয়স্ক যুবক! টেক্কার তিরস্কার শুনিয়া সে সভয়ে তাহার কুটিল চক্ষুর দিকে চাহিল, এবং তৎক্ষণাৎ চুরুটটা দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "আপনার উপদেশ আমার স্মরণ আছে; কিন্তু এখানে ত বাহিরের কোন লোক নাই। দলের মধ্যে বসিয়া ধূমপান করিতে দোষ কি?"

লু তারাঁ বলিল, "তুমি একটি গণ্ড মূর্খ। শিশুর ভূমিকা লইয়া যদি নিখুঁত ভাবে অভিনয় করিতে চাও—তাহা হইলে তোমাকে দিবারাত্রি শিশুর ভাবেই বিভোর হইয়া থাকিতে হইবে। তুমি শিশু মাত্র, বয়স্ক যুবক নহ, ইহা তোমার প্রত্যেক কার্য্যে ও সকল ব্যবহারে সপ্রমাণ করিতে হইবে। আমি যখন নারীর পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া নিজের পরিচ্ছদ পরিধান করি, তখনও আমি নারীসুলভ

হাব-ভাব বর্জ্জন করি না.; আমার স্বভাবিক কণ্ঠস্বর গোপন করিয়া নারী-কণ্ঠে আলাপ করি ; এমন কি, এই অভ্যাস বজায় রাখিতে গিয়া আমার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি ! এ অভ্যাস ত্যাগ করিলে কার্য্যকালে আমাদের অজ্ঞাতসারে হঠাৎ এরূপ কোন ত্রুটি হইতে পারে, যাহা তখন সংশোধন করিবার উপায় থাকে না, এবং সেইরূপ সামান্য কোন ত্রুটিতে আমাদের সকল কাজ নষ্ট হইতে পারে ; আকস্মিক বিপদে আমাদের সাম্‌লাইয়া লওয়া অসম্ভব হয় ।”

লু তারাঁ তখন পুরুষের পরিচ্ছদে সজ্জিত থাকিলেও এরূপ স্বরে কথাগুলি বলিল ও এরূপ ভাবভঙ্গি প্রকাশ করিল যে, তাহার কোন অপরিচিত লোক সেখানে উপস্থিত থাকিলে মনে করিত, সে স্ত্রীলোক, পুরুষের ছদ্মবেশে কথা কহিতেছে !

টেক্কা তাহার দলের অন্য একজন লোকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “স্কারলেটি, কুহক-বিদ্যায় তোমার অসামান্য দক্ষতা। এই বাড়ীর দ্বার জানালা গুলি তুমি কি অপূর্ব্ব কৌশলে সন্নিবিষ্ট করিয়াছ। এই বাড়ীতে গোপনে প্রবেশ করিবার ও এখান হইতে হঠাৎ অদৃশ্য হইবার সকল ব্যবস্থাই বোধ হয় তুমি শেষ করিয়া রাখিয়াছ ?”

স্কারলেটি কুহক-বিদ্যায় ও সম্মোহন-তত্ত্বে সমগ্র ইউরোপে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। কেহই তাহার ন্যায় দৃষ্টির বিভ্রম উৎপাদন করিতে পারিত না। সে টেক্কার প্রশ্ন শুনিয়া বিনীত ভাবে বলিল, “হাঁ, আমি সকল কাজ প্রায় শেষ করিয়া তুলিয়াছি। কয়েক দিনের মধ্যেই এই উভয় অট্টালিকা হইতে গোপনে অদৃশ্য হইবার জন্য পনেরটি গুপ্ত পথ প্রস্তুত হইবে। যে কৌশলে সর্ব্বজন সমক্ষে হঠাৎ অদৃশ্য হওয়া যায়, এ ক্ষেত্রে আমি সেই কৌশলের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। আমি মনে করিয়াছিলাম উহারা ঝুটা হীরার নেক্‌লেস-ছড়াটার কৃত্রিমতা শীঘ্র বুঝিতে পারিবে না ; কিন্তু প্রবঞ্চনাটা উহারা খুব তাড়াতাড়ি ধরিয়া ফেলিয়াছে কর্ত্তা !”

টেক্কা বলিল, “কিন্তু ঝুটা হইলেও আসল নেক্‌লেসের ঐরূপ সাদৃশ্য জগতে দুর্লভ। উহার নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।”

টেক্কা অতঃপর সাইমন ইয়র্কের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "ইয়র্ক, লিনো বলিতেছিল, তুমি কি একটা জরুরি সংবাদ জানিতে পারিয়াছ ?"

ইয়র্ক তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "হাঁ, রবার্ট ব্লেক ঠিক লোককে সন্দেহ করিয়াছে।"

ইয়র্কের কথা শুনিয়া প্রত্যেকের বক্ষে যেন বিদ্যুতের তরঙ্গ বহিল। টেক্কা তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "শোন ইয়র্ক, যখন এই চার-দুনো দলের গঠন-কার্য্য আরম্ভ করি—তখন আমি এই দলের সভ্যনির্ব্বাচনে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলাম ; সভ্য জগতে যে ব্যক্তি যে বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পারদর্শী, তাহাকেই আমি দলভুক্ত করিয়া, তাহাকে সেই বিশেষ বিষয়ের পরিচালন-ভার, অর্পণ করিয়াছিলাম। এই জন্যই আজ চার-দুনোর দল জগতে অজেয় বলিয়া স্পর্দ্ধা করিবার অধিকারী। অপরাধের ইতিহাসে তাহারা অবিনশ্বর কীর্ত্তি অর্জ্জন করিবে। পৃথিবীর সকল গোয়েন্দা দলবদ্ধ হইয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিলেও চার-দুনো দলের ছায়া স্পর্শ করিতে পারিবে না। আমি দীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতা হইতে জানিতে পারিয়াছি, তোমার মত সুদক্ষ জালিয়াৎ ইউরোপে আর কেহই নাই ; হাঁ, হপ্তকলমে জিমের মৃত্যুর পর এ বিদ্যায় তুমিই এখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"

যে সকল জালিয়াৎ এক কলমে সাত রকম লেখা জাল করিতে পারে, তাহা-দিগকে 'হপ্তকলমে' বলা হয়। 'হপ্তকলমে'র লেখনিপরিচালন-শক্তি অসাধারণ।

টেক্কার নিকট এই প্রশংসা লাভ করিয়া ইরর্কের মন আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ হইল। টেক্কা তাহাকে ইউরোপের সর্ব্বপ্রধান জালিয়াৎ বলিয়া স্বীকার করিল, ইহা অপেক্ষা অধিকতর গৌরব সে আশা করে নাই। তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইল ; সে প্রফুল্ল মুখে বলিল, "ঠিক মানুষটিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া নিজের দলভুক্ত করিবার শক্তি আপনার অসাধারণ !"

টেক্কা বলিল, "হাঁ, সে শক্তি একটু-আধটু আমার আছে বৈ কি ? নতুবা কি সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিতাম, না সকল দেশের রাজশক্তিকে অগ্রাহ্য করিতে সাহস করিতাম ? আমি স্বীকার করি জালিয়াতিতে তোমার

পারদর্শিতা অসাধারণ, তোমার সহায়তা আমাদের পক্ষে অপরিহার্য্য; তথাপি আমাদের এই চার-তুনো দলের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অন্যতম সভ্যরূপে তোমাকে গ্রহণ করা সঙ্গত কি না এবিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে (I have grave doubts) কারণ তুমি অবিবেচক। যে সকল লোহার আংটা একত্র গাঁথিয়া লৌহ-শৃঙ্খল নির্ম্মিত হয়, সেই সকল আংটার একটি কম মজবুত হইলে, অন্যান্য আংটা যতই দৃঢ় হউক, সেই শৃঙ্খলের দৃঢ়তা নির্ভরের অযোগ্য। তোমার বিবেচনার ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল—আমাদের দলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন কথা যদি বাহিরের কোন লোক জানিতে পারে, তাহা হইলে সে কথা তোমার দ্বারাই জাহির হইবে। এখন দেখিতেছি—আমার সেই ধারণা মিথ্যা নহে।"

টেক্কার কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন বহ্নির এরূপ অসহ্য উত্তাপ ছিল যে, তাহার কথা শুনিয়া ইয়র্ক ঘামিয়া উঠিল, এবং আতঙ্কে তাহার হৃৎকম্প হইল। টেক্কা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিল, কিন্তু টেক্কা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া পূর্ব্ববৎ গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিল, "চার-তুনো দল সুদৃঢ় লৌহ-শৃঙ্খলের অনুরূপ; সেই শৃঙ্খল কেহ কোন উপায়ে ভাঙ্গিতে না পারে—ইহার ব্যবস্থা করিবার জন্যই তাহার আংটাগুলির দৃঢ়তা পরীক্ষা করিয়া সেগুলি একত্র গাঁথিয়াছি; সেই সকল আংটার মধ্যে আমি কি একটিও কম-মজবুত আংটা রাখিতে পারি?—সেই জন্য আমি তোমাকে আমাদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে গ্রহণ করা সঙ্গত মনে করি নাই; তথাপি সাধারণ সভ্য রূপে তুমি চার-তুনো দলের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে আবদ্ধ। যদি তোমার বিবেচনার ত্রুটিতে বা ভ্রম বশতঃ গোয়েন্দা ব্লেক আমাদের গুপ্ত রহস্য সম্বন্ধে একটি কথাও জানিতে পারে—তাহা হইলে,—তাহা হইলে ম্যাক্‌গয়ারের প্রেতাত্মা তোমার গন্তব্য পথ প্রদর্শন করিবে। সে কোন্ পথে গিয়াছে—তাহা নিশ্চয়ই তোমার স্মরণ আছে।"

টেক্কার কথা শুনিয়া সাইমন ইয়র্কের মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। সে চেয়ারের হাতা ধরিয়া কোন প্রকারে দাঁড়াইয়া রহিল বটে, কিন্তু তাহার পদদ্বয় ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে কথা বলিবার চেষ্টায় দুই একবার ঠোঁট নাড়িল, কিন্তু তাহার

গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল ; সে আতঙ্ক-বিস্ফারিত নেত্রে টেক্কার ক্রুরতাপূর্ণ অচঞ্চল দৃষ্টি নিরীক্ষণ করিল, তাহার পর বিপুল চেষ্টায় গলার আওয়াজ বাহির করিয়া আড়ষ্টস্বরে বলিল, "দোহাই কর্ত্তা, আপনি বিশ্বাস করুন,—আমার মুখ হইতে একটা কথাও বাহির হয় নাই ; আমি অবিবেচক হইতে পারি ; কিন্তু আমার প্রাণের ভয় কাহারও অপেক্ষা অল্প নহে। ব্লেক কিছুই জানিতে পারে নাই, তবে যদি সে সন্দেহ করিয়া থাকে—তাহা তাহার অনুমান ভিন্ন আর কিছুই নহে। হতভাগা কোঁকড়া-চুলো এডওয়ার্ডসের বোকামীর জন্য ব্লেক হঠাৎ আমার আফিসে ঢুকিয়া আমাকে জেরা আরম্ভ করিয়াছিল।"

টেক্কা সহজ স্বরে বলিল, "কোঁকড়া-চুলো ত পাতি চোর ; খবরের কাগজের গোয়েন্দা ! সে কি বোকামী করিয়াছিল—শুনিতে চাই।"

সাইমন ইয়র্ক এডওয়ার্ডস্ সংক্রান্ত সকল কথাই বলিল, সে প্রথমে মনে করিয়াছিল, মুক্তার মালার কথাটা গোপন করিবে, বলিবে এডওয়ার্ডস্ তাহার নিকট কিঞ্চিৎ ভিক্ষার আশায় গিয়াছিল ; কিন্তু টেক্কার নিকট মিথ্যা কথা বলিতে তাহার সাহস হইল না। যদি টেক্কা কোন উপায়ে সত্য কথা জানিতে পারে—তাহা হইলে তাহাকেও ম্যাক্‌গয়ারের অনুসরণ করিতে হইবে, ইহা সে জানিত ; এই জন্যই সে কোন কথা গোপন না করিয়া, যাহা যাহা ঘটিয়াছিল—সকলই বলিল।

টেক্কা নিস্তব্ধভাবে ইয়র্কের কথাগুলি শ্রবণ করিল, শুনিবার সময় মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার চোখের পলক পড়িল না ; কিন্তু ইয়র্কের কথা শেষ হইবামাত্র তাহার চক্ষু দুটি হঠাৎ যেন জ্বলিয়া উঠিল ! সে টেবিলের উপর সবেগে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বিকৃতস্বরে বলিল, "ওরে মূর্খ, তুই খবরের কাগজের সেই ইতর গোয়েন্দাটাকে তাড়াইয়া না দিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া, এবং তাহার আনীত চোরা মুক্তার মালার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কতদূর বোকামী করিয়াছিস্, তাহা তোর বুঝিবার শক্তি আছে কি ? আমি কি বলি নাই তুই অবিবেচক ? তুই জালিয়াতি করিয়া, মহাজনী করিয়া বিস্তর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিস্, তাহাতেও তোর আশা পূর্ণ হয় নাই ! এখনও চোরা মাল সংগ্রহের জন্য, চোরের উপর বাটপাড়ী করিবার জন্য তোর এত আগ্রহ ? যদি তোর প্রাণের মায়া থাকে—তাহা হইলে চার-দুনো

দলের স্বার্থ ভিন্ন অন্য চিন্তা যেন কখন তোর মনে স্থান না পায়। চার-দুনো দলের স্বার্থরক্ষার জন্য তোকে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতে হইবে। রবার্ট ব্লেক যদি সত্যই আমাদের সন্দেহ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অবিলম্বে সরাইতে হইবে। যদি সন্দেহ না করিয়া থাকে—তাহা হইলেও তাহাকে জীবিত রাখা আমাদের কার্য্যপদ্ধতির অনুকূল নহে। সে জীবিত থাকিতে আমরা কোন কার্য্যে নিশ্চিন্তরূপে হস্তক্ষেপণ করিতে পারিব না।"

ডাক্তার গ্যাষ্টন লিনো এতক্ষণ পরে কথা কহিল। সে টেক্কাকে বলিল, "সর্দ্দার, আপনি নিশ্চিন্ত হউন, সেই পরছিদ্রান্বেষী হাম্‌বড়া গোয়েন্দাটাকে আমাদের সঙ্কল্প-পথ হইতে অপসারিত করা একবিন্দু কঠিন নহে। মসা মাছি মারিতে যে সময় লাগে—তাহাকে মারিতে তাহা অপেক্ষা অধিক সময় লাগিবে না সর্দ্দার! আমার বিশ্বাস লু তারাঁই তাহাকে গাঁথিতে পারিবে। লু তারাঁ তাহাকে কোন কৌশলে ব্লেককে আমাদের অন্য বাড়ীতে ভুলাইয়া আনিতে পারিবে,—তাহার পর—" ডাক্তার গ্যাষ্টন লিনো কথাটা শেষ না করিয়া, চক্ষু মুদিত করিয়া ব্লেকের কি অবস্থা হইবে তাহা ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল।

লিনো মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া সোৎসাহে বলিল, "স্কারলেটের উড়াইয়া দেওয়ার ক্ষমতা অসাধারণ; সে এক তুড়ীতে ব্লেককে উড়াইয়া দিবে। কি বল স্কারলেট?" —লিনো তুড়ি দিয়া উড়াইবার ভঙ্গি করিল।

স্কারলেট হাসিয়া বলিল, "অত বড় ভারি গোয়েন্দাকে যদি আমি তুড়ি দিয়া উড়াইতে না পারি, তাহা হইলেও সাম্‌সন আছে ত? কি বল হে সাম্‌সন?"

সাম্‌সন চার-দুনো দলের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির আর একটি সভ্য। সে টেবিলের এক পাশে বসিয়া নির্ব্বাকভাবে সকল কথা শ্রবণ করিতেছিল। লোকটি পালোয়ান; তাহার দেহে অসুরতুল্য বল। টেক্কা তাহাকে অষ্ট্রিয়া হইতে আনাইয়া দলে ভর্ত্তি করিয়াছিল। তাহার ন্যায় বলবান পুরুষ সমগ্র ইউরোপে দুর্লভ। সে কুস্তীতে ইউরোপ ও আমেরিকার বহু পালোয়ানকে পরাস্ত করিয়াছিল, এবং আর কেহই তাহার মত ভারি জিনিস তুলিতে পারিত না। সুবিখ্যাত মল্লবীর হাউডিনী ভিন্ন অন্য কাহাকেও সে সমকক্ষ মনে করিত না। সাম্‌সন স্থূল লোহার

গরাদে অনায়াসে দুই হাতে ভাঙ্গিতে পারিত ; সে সিং-সিং কারাগারের জানালা ভাঙ্গিয়া অদ্ভুত কৌশলে পলায়ন করিয়াছিল। তাহার পর টেক্কা তাহার সাহস ও শক্তির পরিচয় পাইয়া তাহাকে চার-দুনো দলে ভর্ত্তি করিয়াছিল। এই দলের অদ্ভুত-কর্ম্মা আট জন দস্যুই সে দিন ডাক্তার গ্যাষ্টন লিনোর ভোজন টেবিলের পাশে সমবেত হইয়াছিল।

পৃথিবীর সকল দেশেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দুঃসাহসী পরাক্রান্ত দস্যুদল বর্ত্তমান ; কিন্তু এরূপ প্রবল শক্তিসম্পন্ন অসাধ্য-সাধনক্ষম আট জন দস্যু সমাজের শান্তি ধ্বংশ করিবার উদ্দেশ্যে কোন গৃহকক্ষে এ ভাবে আর কখন সমবেত হইয়াছে কি না সন্দেহ। ইহারা সকলেই স্ব স্ব প্রধান ; প্রত্যেকে এক এক বিষয়ে সুদক্ষ। তাহারা দস্যুদলে যোগ না দিয়া যদি সৎপথে থাকিয়া জীবিকার্জ্জন করিত তাহা হইলেও প্রত্যেকে সপ্তাহে শতাধিক পাউণ্ড উপার্জ্জন করিতে পারিত। কিন্তু টেক্কার ব্যক্তিগত প্রভাব অতিক্রম করিতে না পারায় তাহারা তাহার দলে যোগদান করিয়াছিল। এরূপ শক্তিসম্পন্ন দস্যুদলের অধিনায়কত্ব করিবার জন্য যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন—টেক্কা সেই শক্তি আয়ত্ত করিয়াছিল, এবং লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত সমাজে আবির্ভূত হইয়া সেই অনন্যসাধারণ শক্তির সাহায্যে সমাজ লণ্ড ভণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছিল। মনুষ্যের ভাগ্য লইয়া (with human destinies) সে যে ভাবে খেলা করিত, কোন স্বেচ্ছাপরতন্ত্র নরপতিরও তাহা অসাধ্য।

সামসন বলিল, "আমি গোয়েন্দা ব্লেকের নাম শুনিয়াছি ; সে সরকারের চাকর নয়, নিজেই পেশাদার গোয়েন্দা।"

টেক্কা বলিল, "হাঁ, অত্যন্ত চতুর গোয়েন্দা ; যেরূপ ধূর্ত্ত, সেইরূপ সন্ধানী। তাহাকে সরাইতে না পারিলে ভবিষ্যতে আমাদের কার্য্যে বাধা উপস্থিত হইতে পারে।"

ডাক্তার লিনো সিগারেট টানিতে টানিতে বলিল, "লু তারাঁ ভিন্ন অন্য কেহ তাহাকে ভুলাইতে পারিবে না। লু তারাঁ কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়া বিপন্না যুবতীর ছদ্মবেশে ব্লেকের কাছে গিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিবে। যেরূপেই হউক তাহাকে ভুলাইয়া আনিতে হইবে ; তাহার পর একবার তাহাকে হাতে পাইলে ঘুঘুকে ফাঁদে ধরা কঠিন হইবে না।

কর্ণেল টনি বলিল, "যে মহামূল্য নেক্‌লেস আপনার হস্তগত হইয়াছে, তাহা এখনও আমরা দেখিতে পাই নাই।"

টেক্কা পকেটে হাত দিয়া একটি সুদীর্ঘ বাক্স বাহির করিল; বাক্সটি মরক্কো-লেদারে আবৃত। তাহা খুলিলে হীরক-হারের উজ্জ্বল প্রভায় সেই কক্ষ উদ্ভাসিত হইল। অবশিষ্ট দস্যুগণ মুখব্যাদান করিয়া মহা বিস্ময়ে সেই হারের অপূর্ব্ব শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

টেক্কা বলিল, "হাঁ, মন্দ নয়, চলিতে পারে; নিতান্ত নিন্দার জিনিস হইলে কে আর এ হার স্পর্শ করিত? ভবিষ্যতে আমরা যে সকল বৃহৎ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিবার কল্পনা করিয়াছি, ইহা তাহার সূচনা মাত্র। লু, আমি সর্ব্ব প্রথমে যে পন্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তাহা বাতিল (cancel) করিব। তুমি ও টনি মাতা ও পুত্রের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া এই মূল্যবান নেক্‌লেস্ ইংলাণ্ডে লইয়া যাইবে, ইহা সঙ্গত মনে হইতেছে না; ইহাতে বিপদের আশঙ্কা আছে। বিশেষতঃ, আমরা যে জাল প্রসারিত করিয়াছি, তাহা ক্ষিপ্রতার সহিত টানিয়া তুলিতে হইবে।"

টনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তাহা হইলে আমরা কি করিব?—এখানেই অপেক্ষা করিব কি?"

টেক্কা বলিল, "আমি মনে করিতেছি—আমি স্বয়ং ইহা লইয়া যাইব; তাহার কোন অসুবিধা হইবে না।"

এই সময় একটি দীর্ঘকায়, কৃষ্ণকেশধারী যুবক টেক্কাকে বলিল, "সর্দ্দার সকলকেই এক একটা ভার দিয়াছেন, আমি এ পর্য্যন্ত কোন ভার পাইলাম না! আমার আশা ছিল এই নিরোনিয়ান হীরার নেক্‌লেস্ সেই মার্কিণ মহিলার সিন্দুক হইতে সংগ্রহ করিবার ভার আমারই হস্তে প্রদত্ত হইবে।—আমার বিদ্যার পরিচয় দিতে পারিলাম না!"

টেক্কা হাসিয়া বলিল, "ক্রিউ, তুমি দুঃখ করিও না; তোমার অদ্ভুত শক্তির পরিচয় আমার অজ্ঞাত নহে। এখনও তোমার কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শনের সময় আসে নাই। এই নিরোনিয়ান নেকলেস্ তোমার সহায়তা ব্যতীত সুকৌশলে আমাদের হস্তগত হইয়াছে।"

কারফাক্স ক্রিউ চার দুনো দলের অন্যতম তস্কর ; দুর্ভেদ্য লোহার সিন্দুকগুলি সে অতি সহজে খুলিতে পারিত। এই বিদ্যায় ইউরোপের কোন তস্কর তাহার সমকক্ষ ছিল না।

ক্রিউ ডাক্তার লিনোর কাণের কাছে মুখ আনিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "রাজার সংবাদ কি ? খবরের কাগজে হয় ত তাঁহার স্বাস্থ্যের সংবাদ বাহির হইয়াছে, কিন্তু খবরের কাগজ আমি দু'চক্ষে দেখিতে পারি না, তাহা স্পর্শও করি না।"

ডাক্তার লিনো বলিল, "রাজা সুস্থ হইয়াছেন। তাঁহার আঘাত সাংঘাতিক নহে, সামান্য ছড়িয়া গিয়াছে মাত্র।"—ডাক্তারের মুখ বিদ্রূপের হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

টেক্কা বলিল, "কিন্তু এ যাত্রা রাজার রক্ষা নাই; তাঁহাকে মরিতেই হইবে। হাঁ, তিনি মরিবেন। আমাদের কার্য্যের শৃঙ্খলা সম্পাদনের জন্য তাঁহার মৃত্যু অপরিহার্য্য।"

ডাক্তার লিনো মাথা নাড়িয়া বলিল, "হাঁ, এই আঘাতটা উপলক্ষ্য করিয়া তিনি মরিতে পারেন ; তাঁহার আরোগ্য-সংবাদ প্রচারিত হইলেও তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদে কেহ বিস্মিত হইবে না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে রবার্ট ব্লেককে সাবাড় করিতেই হইবে ; নতুবা অনেক বিষয়ে আমাদের অসুবিধা ঘটিবার আশঙ্কা আছে। এখন আমাদিগকে তাড়াতাড়ি কার্য্যপ্রণালী স্থির করিতে হইবে।"

টেক্কা বলিল, "ইয়র্ক, তোমাকে আমি শেষবার সতর্ক করিলাম। যদি লেফ্‌টির অনুসরণ করিবার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে তুমি কথাবার্ত্তায় যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করিবে। চার-দুনো দলের সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ আছে—ইহা যদি তোমার কথায় বা ভাবভঙ্গিতে কেহ কোনদিন বুঝিতে পারে—তাহা হইলে, আমার হাতে কি আছে দেখিতেছ ?"

সাইমন ইয়র্ক টেক্কার হাতের দিকে চাহিয়া তীক্ষ্ণধার একখানি অনতিদীর্ঘ ছোরা দেখিতে পাইল ; এই ছোরাই হতভাগ্য লেফ্‌টির বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছিল।—ইয়র্ক ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। সে বিহ্বল স্বরে বলিল, "আমি কিরূপে

আপনার কথা প্রকাশ করিব? তাহা আমার অসাধ্য; কারণ আপনি কে, তাহাই আমি জানি না। (I don't know who you are even)

টেক্কা বলিল, "কেবল দুইজন মাত্র তাহা জানে। আর একজন আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হঠাৎ তাহা জানিতে পারিয়াছিল; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে মরিতে হইয়াছিল। এই জ্ঞান-বৃক্ষের ফল আহার করিলে মৃত্যু অপরিহার্য্য।"

চোরা মালের কারবারী ও মহা ধনাঢ্য জালিয়াৎ সাইমন ইয়র্ক টেক্কার কথা শুনিয়া ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার মনে হইল টেক্কার দলে যোগ দিয়া সে দারুণ ভুল করিয়াছে।

সপ্তম কল্প

গুপ্ত পরামর্শ

মিঃ ব্লেক সাইমন ইয়র্কের নাড়ী-নক্ষত্রের সংবাদ রাখিতেন। তিনি ইয়র্কের গতিবিধি কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে লক্ষ্য করিতেছিলেন। যে দিন প্রভাতে তিনি কোঁকড়া-চুলো এড্‌ওয়ার্ডস্‌কে ইয়র্কের আফিসে প্রবেশ করিতে দেখিলেন. সেই দিন তাঁহার মনে একটি নূতন সন্দেহের উদয় হইল। তিনি জানিতেন ইয়র্ক নানা শ্রেণীর তস্করদের নিকট হইতে বহু মূল্য চোরা-মাল অল্পমূল্যে ক্রয় করিয়া তাহা উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করে। এইরূপ চোরা মালের ব্যবসায়ে সে বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক এড্‌ওয়ার্ডসের অনুসরণ করিয়া ইয়র্কের আফিসে উপস্থিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এড্‌ওয়ার্ডস্‌ কি উদ্দেশ্যে ইয়র্কের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না। তাঁহার ধারণা হইল, এড্‌ওয়ার্ডস্‌ তাহার নিকট কোন চোরা মাল বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। তাঁহার এই ধারণা সত্য কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইল।

কয়েক দিন পরে ইয়র্কের আফিস ঘরের বৈদ্যুতিক আলোর 'ফিউজ' নষ্ট হওয়ায় নূতন ফিউজ্‌ দেওয়ার জন্য সে ইলেক্‌ট্রিক-লাইট কোম্পানীর নিকট পত্র লিখিল। তদনুসারে পরদিন প্রভাতে ইলেক্‌ট্রিক-লাইট কোম্পানীর একজন ওভারসিয়ার ইয়র্কের আফিসে উপস্থিত হইল। তাহার মুখে লাল গোঁফ, পরিধানে নীল ইউনিফর্ম। মাথার টুপিতে গিল্টির অক্ষরে লেখা, "ওয়েষ্টমিনিষ্টার ইলেক্‌ট্রিক লাইট কোম্পানী।"—এই ব্যক্তিই যে ছদ্মবেশী ব্লেক, ইয়র্কের এইরূপ সন্দেহের কোন কারণ ছিল না।

ওভারসিয়ার ইয়র্কের আফিস-ঘরে নূতন ফিউজ্‌ লাগাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অন্য কোন ঘরের আলো খারাপ হয় নাই ত?"

ইয়র্ক তখন ইভনিং নিউজ নামক সংবাদ পত্রে ঘোড়দৌড়ের একটা বিজ্ঞাপন দেখিতেছিল। ঘোড়দৌড়ে তাহার অসাধারণ অনুরাগ; কোন খেলাতেই সে বাজী ধরিবার সুযোগ ত্যাগ করিত না। সে আগ্রহ ভরে বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিতে করিতে মুখ না তুলিয়াই বলিল, "দোতালার সিঁড়ির ঘরেও একটা আলো বোধ হয় মেরামত করিবার প্রয়োজন হইবে। আমি এখন বড় ব্যস্ত; তুমি সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া যাও, আলোটা পরীক্ষা করিয়া দেখ। যদি খারাপ হইয়া থাকে—তাহাও মেরামত করিয়া এস।"

ওভারসিয়ার সিঁড়ির ঘরে উপস্থিত হইয়া একটা আলোর ফিউজ বসাইয়া দিল, তাহার পর দোতালায় প্রবেশ করিয়া চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু জনপ্রাণী-কেও দেখিতে পাইল না। তখন সে নীচে না আসিয়া বারান্দা দিয়া দোতালার একটি সুসজ্জিত কক্ষের সম্মুখে আসিল। তাহা ইয়র্কের শয়নকক্ষ। সেই কক্ষের দ্বার তালা-বন্ধ ছিল।

ওভারসিয়ার তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে একটি ক্ষুদ্র ঝুলি বাহির করিল। সে তাহার ভিতর হইতে একটি যন্ত্র বাছিয়া লইল। এই যন্ত্রটি একটি কর্ক-স্ক্রুর অনুরূপ। (it resembled a small corkscrew) তাহা একটি চোঙের ভিতর সংগুপ্ত ছিল। ওভারসিয়ার চোঙ্গের প্যাঁচ ঘুরাইতেই যন্ত্রের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ চোঙের বাহিরে আসিল। এই যন্ত্রটি অসাধারণ কৌশলে নির্ম্মিত। ইহার নির্ম্মাণ কর্ত্তা অটো কাঁজ নামক একজন সুদক্ষ মিস্ত্রী। (Mechanic) অটো কাঁজ এই যন্ত্রের সাহায্যে অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তির দ্বারের তালা খুলিয়া তাহাদের ঘরে প্রবেশ করিত, এবং মূল্যবান অলঙ্কারাদি চুরী করিত; অবশেষে সে একবার ধরা পড়িয়া পাঁচ বৎসরের জন্য ডার্টমুর কারাগারে প্রেরিত হইয়াছিল। অটো কাঁজ মুক্তি লাভের পর মিঃ ব্লেকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বলে, তিনি তাহাকে একটি চাকরী জুটাইয়া দিলে সে আর অসৎপথে পদার্পণ করিবে না, সাধু ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিবে। মিঃ ব্লেকের অনুরোধে এক ইঞ্জিনিয়ার কোম্পানী অটো কাঁজকে তাহাদের সর্দ্দার-মিস্ত্রীর পদে নিযুক্ত করে। অটো কাঁজ কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ মিঃ ব্লেককে তাহার স্বহস্ত-নির্ম্মিত কতকগুলি উৎকৃষ্ট যন্ত্র উপহার প্রদান

করিয়াছিল।—এই যন্ত্রটিও তিনি তাহার নিকট পাইয়াছিলেন। এই শ্রেণীর যন্ত্র স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মিউজিয়ম ভিন্ন অন্য কোথাও নাই। চোর ডাকাতদের ঘর-খানাতল্লাস করিয়া অনেক সময় অনেক দুর্লভ যন্ত্রাদি পাওয়া যায়, তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মিউজিয়মে রক্ষিত হয়। দস্যুরা দস্যুবৃত্তির জন্য কত অদ্ভুত যন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকে—তাহা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মিউজিয়ম দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

যাহা হউক, ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানীর ওভারসিয়ারের ছদ্মবেশধারী মিঃ ব্লেক সেই যন্ত্রের সাহায্যে সাইমন ইয়র্কের শয়ন-কক্ষের দ্বার চক্ষুর নিমেষে খুলিয়া ফেলিলেন। তিনি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিলেন। সেই কক্ষের এক প্রান্তে একটি আলমারি ছিল। মিঃ ব্লেক সেই আলমারির সম্মুখে আসিয়া নকল চাবির সাহায্যে তাহাও খুলিলেন; এবং আলমারির দেরাজ-গুলি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে একটি গুপ্ত দেরাজের ভিতর তিনি একছড়া মুক্তার মালা দেখিতে পাইলেন; ইয়র্ক কয়েক দিন পূর্ব্বে এই মুক্তাহার কোঁকড়াচুলো এডওয়ার্ডসের নিকট পাইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক মুক্তাহার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, “ইহা নিশ্চয়ই চোরা মাল! এই দেরাজে কতকগুলি পত্রও ফিতা দিয়া বাঁধা আছে! প্রেম-পত্র না আর কিছু?”

মিঃ ব্লেক পত্রগুলির লেফাপার উপর স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষর দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি দুই চারিখানি পত্র খুলিয়া দুই এক ছত্র পাঠ করিতেই বুঝিতে পারিলেন, কোন কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা সেই সকল পত্র লিখিয়াছে; কে তাহাকে কত টাকা দিবে তাহারই পরিমাণ লেখা ছিল। ইয়র্ক তাহাদের গুপ্ত কলঙ্ক প্রকাশের ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহাদের নিকট উৎকোচ আদায় করে—ইহার অকাট্য প্রমাণ পাইয়া মিঃ ব্লেক অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, এবং উৎসাহভরে আর একটি দেরাজ পরীক্ষা করিতে গিয়া তাহার ভিতর গজদন্ত নির্ম্মিত একখানি শুভ্র কার্ড দেখিতে পাইলেন; সেই কার্ডে দুই সারিতে আটটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরখণ্ড সন্নিবিষ্ট ছিল।

মিঃ ব্লেক সেই কার্ডখানি হাতে তুলিয়া লইয়া মনে মনে বলিলেন, “তবে না

চার-ড্রনো দলের কোন খবর জান না? চার-ড্রনো দলের সহিত তোমার সংস্রব আছে, এই কার্ডই তাহার অকাট্য প্রমাণ।—আজ আমার সকল শ্রম সফল হইল।"

মিঃ ব্লেক সেই কার্ডখানি, চিঠির বাণ্ডিলটি, এবং মুক্তার মালা ছড়াটা তাঁহার কোটের পকেটে নিক্ষেপ করিয়া আলমারি বন্ধ করিলেন। অতঃপর মিঃ ব্লেক দ্বারবন্ধ করিয়া নীচে আসিয়া বাহিরের ঘরে সাধারণ মিস্ত্রীর পরিচ্ছদধারী একটি লোককে দেখিতে পাইলেন। সে সেখানে তাঁহারই অপেক্ষা করিতেছিল। সে বলিল, "আপনার কাজ শেষ হইয়াছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, একটা ফিউজ খারাপ ছিল, তাহা বদলাইয়া দিয়া আসিলাম। এখন চল যাই—বাড়ী ফিরিয়া তোমাকে বকশিস্ দিব।"

মিঃ ব্লেক তাহাকে সঙ্গে লইয়া পথে আসিলেন, এবং জার্ম্মিণ ষ্ট্রীট হইতে উভয়ে হোয়াইট-হল অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

মিঃ ব্লেকের এই সঙ্গীই ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ইলেকৃট্রিক লাইট কোম্পানীর মিস্ত্রী। কোম্পানীর আদেশে সে ইয়র্কের বাড়ীর ফিউজ পরিবর্ত্তন করিতে আসিতেছিল; মিঃ ব্লেক পথিমধ্যে তাহার সহিত আলাপ করিয়া তাহার প্রয়োজন জানিয়া লইয়াছিলেন, এবং তাহাকে পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া বশীভূত করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি তাহার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ইয়র্কের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন; মিস্ত্রী তাঁহার পরিচারকের বেশে তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল।

* * * * *

ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর কুটস একটা প্রকাণ্ড চুরুট মুখে গুঁজিয়া, নিউ স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে তাঁহার খাস-কামরায় বসিয়া বাতায়নপথে টেম্‌স নদীর বক্ষঃস্থিত একখানি গাধাবোট লক্ষ্য করিতেছিলেন; সেই বোটখানি কি কারণে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল—তাহা তিনিই বলিতে পারিতেন। তাঁহার খাস-কামরার পাশেই টেম্‌স নদীর বাঁধ, বাঁধের উপর দিয়া নদীর জলরাশি বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছিল।

একজন প্রহরী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুটস তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "খবর কি উইলিয়মস্!"

উইলিয়মস্ বলিল, "রুবি ব্রাউন নামক একটি লোক গুপ্ত পথে আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে; দরকার কি জিজ্ঞাসা করায় বলিল, জরুরি কাজ আছে। লোকটিকে ভদ্রলোক বলিয়াই মনে হইল; কিন্তু পূর্ব্বে কোন দিন তাহাকে দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মুখ হঠাৎ গম্ভীর হইল। তিনি জানিতেন মিঃ ব্লেক ছদ্মবেশে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলে রুবি ব্রাউন বলিয়া নিজের পরিচয় দিতেন। তবে কি তিনিই তাঁহার সঙ্গে কোন প্রয়োজনে দেখা করিতে আসিয়াছেন?—স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রবেশ পথের অন্য দিকে একটি সঙ্কীর্ণ গুপ্ত পথ আছে, সেই পথে সাধারণের গমনাগমন নিষিদ্ধ। ডিটেক্‌টিভগণের নিযুক্ত গুপ্তচরেরা সেই পথে আসিয়া ডিটেক্‌টিভদের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করে; এতদ্ভিন্ন যাহাদের কোন গোপনীয় সংবাদ থাকে, তাহা বলিবার জন্য প্রকাশ্য পথে আসা কোন কারণে অসঙ্গত মনে হইলে, তাহারাও এই পথেই আসিয়া থাকে।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স উইলিয়মস্‌কে বলিলেন, "তুমি সেই ভদ্রলোকটিকে পূর্ব্বে কোন দিন দেখিয়াছ কি না, তাহা স্মরণ করিবার জন্য মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই; তাঁহাকে এখনই আমার সম্মুখে লইয়া এস।"

কয়েক মিনিট পরে বৈদ্যুতিক কোম্পানীর কর্ম্মচারীর বেশধারী মিঃ ব্লেক উইলিয়মসের সহিত সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স উইলিয়মস্‌কে বলিলেন, "তোমার কাজে যাও উইলিয়মস্! এখানে তোমার অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন।"

প্রহরী ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তিনি মিঃ ব্লেককে চিনিতে পারিলেন না।—কিন্তু রুবি ব্রাউন মিঃ ব্লেকের ছদ্ম নাম এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ না থাকায় তিনি ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "এ আবার তোমার কি রঙ্গ ব্লেক! গোঁফ জোড়াটা যে বেজায় লাল করিয়া ফেলিয়াছ! ইলেকট্রিক কাম্পানীর কর্ম্মচারীর পোষাক!—তাহাদের মার্কামারা টুপি পর্য্যন্ত কোথা হইতে সংগ্রহ করিলে? ব্যাপার কি বল ত শুনি।"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হাঁ ইন্স্পেক্টর কুট্‌স, আমি রবার্ট ব্লেক; আমি চুরী করিয়া পুলিশের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিতে আসিয়াছি। চোরামাল আমার কাছেই আছে; চুরী সপ্রমাণ করিতে কষ্ট পাইতে হইবে না। বাঘ খাঁচায় পুরিয়া শিকারীর সম্মুখে হাজির করা হইয়াছে, এখন গুলী করিয়া মারিতে যে কিছু বিলম্ব।"

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া গভীর বিস্ময়ে বলিলেন, "এঁ্যা, রবার্ট ব্লেক চোর! চুরী করিয়া পুলিশে ধরা দিতে আসিয়াছে?—এ কি রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। চুরীই বা কেন, আর ধরা দেওয়ারই বা কারণ কি? কথাগুলা খুলিয়া বলিবে? তোমার হেঁয়ালী আমি বুঝিতে পারি না; আর আমার রস বোধ নিতান্ত অল্প, তাহা তোমার অজ্ঞাত নহে।"

মিঃ ব্লেক পকেট হইতে একছড়া মুক্তার মালা এবং ফিতাবাঁধা এক বাণ্ডিল চিঠি বাহির করিয়া কুট্‌সের সম্মুখে ডেস্কের উপর রাখিয়া দিলেন।

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া মুখ ব্যাদান করিলেন, তাঁহার মুখে কথা সরিল না।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই হ্যাম্‌ষ্টেড নেক্‌লেস চুরী হইয়াছে এ কথা কি ভুলিয়া গিয়াছ? চোরের সন্ধান করিতে পার নাই। চোর কোঁকড়া-চুলো এডওয়ার্ডস্; আর কিছুকাল পূর্ব্বে আমাদের সম্ভ্রান্ত বন্ধু সাইমন ইয়র্কের শয়ন কক্ষের আলমারির ভিতর এই সকল মাল পাওয়া গিয়াছে।"

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স মুক্তাহার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "হুঁ, ইহা হ্যাম্‌ষ্টেড নেক্‌লেসই বটে! কোঁকড়া-চুলো এডওয়ার্ডস্ বেটা ইহা চুরী করিয়া থাকিলে বিস্ময়ে কারণ নাই; কিন্তু সাইমন ইয়র্ক মহাসম্ভ্রান্ত কুঠীয়াল, লক্ষপতি ব্যবসায়ী, সমাজে তাহার মান সম্ভ্রম প্রতিপত্তি অসাধারণ! সে একটা প্রকাণ্ড কাপড়ের কলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, প্রকাণ্ড একটা ব্যাঙ্কের অন্যতম পরিচালক। তাহার আলমারিতে চোরা মাল?—এ রকম অসম্ভব কথা তুমি আমাকে বিশ্বাস করিতে বল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কাপড়ের কলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর কি চোর হয় না? এরূপ চোর সকল দেশেই আছে, কেহ ধরা পড়ে কেহ ধরা পড়ে না; অথবা

বিলম্বে ধরা পড়ে; আর চোরেরত ব্যাঙ্কের অন্যতম পরিচালকের পদ লাভ করা কঠিন নয়, তবে এ কথা সত্য যে, চোরেরা যে ব্যাঙ্কের পরিচালক সেই ব্যাঙ্ক ফেল হইতে অধিক বিলম্ব হয় না। আমি কেবল যে এই চোরামাল আবিষ্কার করিয়াছি এরূপ নহে, চার-দ্বনোদলের একজন দস্যুকে সনাক্ত করিয়াছি। দেশহিতের নাম করিয়া এই সকল নরপ্রেত কি ভাবে গোপনে স্বার্থ সিদ্ধি করিতেছে, ও সমাজের বুকের রক্ত শোষণ করিতেছে! কুট্‌স, আজ রাত্রে আমি তোমার সাহায্য চাই; কাপড়ের কলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও নেভিল্‌ ব্যাঙ্কের অন্যতম পাণ্ডা সাইমন ইয়র্ককে আজ রাত্রে গ্রেপ্তার করিতে হইবে। তাহার মুখোস উন্মোচন করিলে সংবাদ-পত্রগুলির কিঞ্চিৎ খোরাক জুটিবে।"

কুট্‌স গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "সাইমন ইয়র্ককে গ্রেপ্তার করিতে হইবে? উঃ, সে যে প্রকাণ্ড লোক! দেশের জন্য তাহার প্রাণ কাঁদে; বিশেষতঃ, কত বড় বড় লোকের সঙ্গে তাহার আত্মীয়তা! তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনের সকল ধারাই খাটিতে পারে; প্রতারণা, জালিয়াতি, চোরা মালের কারবার—সে না করে কি? তবে ভয় দেখাইয়া টাকা আদায়েব (black-mailing) প্রমাণগুলি যখন সংগৃহীত হইয়াছে, তখন সেই অভিযোগেই তাহাকে গ্রেপ্তার করা যাইতে পারে; কিন্তু হৈ-চৈ করিলে আসামী ভাগিতে পারে। অত্যন্ত চুপেচাপে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে। আপাততঃ চব্বিশ ঘণ্টা তাহাকে হাজতে পুরিয়া রাখ, তাহার পর তাহার কোন মুরুব্বি যদি তাহাকে জামিনে খালাস করে—সে পরের কথা।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "ঐ রকম ভণ্ড অনেক আছে, কিন্তু বাছিয়া বাছিয়া উহাকেই গ্রেপ্তার করিবার জন্য তোমার এত আগ্রহ কেন? রহস্যটা কি বল শুনি।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "রহস্য অত্যন্ত জটিল। কান টানিলে মাথা আসে, উহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলে আমরা মাথার সন্ধান পাইব। একটা বিরাট ষড়যন্ত্র আবিষ্কারের আশা আছে। তাহা ধরিতে পারিলে আমরা সমগ্র সভ্য জগৎ স্তম্ভিত করিতে পারিব।"

অষ্টম কল্প

চিত্রশালায় ভূতের উপদ্রব

মিঃ ব্লেকের সুযোগ্য সহকারী সদানন্দ স্মিথ দ্বিতলস্থ কক্ষের জানালার কাছে দাঁড়াইয়া সম্মুখবর্ত্তী রাজপথের জনস্রোত লক্ষ্য করিতেছিল। তখন প্রভাত কাল, দিবাকর পূর্ব্বাকাশে বিরাজিত ; লণ্ডনের বিরাট কর্ম্মশালা সমূহের দৈনন্দিন কার্য্য তখন আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। প্রাতঃসূর্য্যের লোহিতালোকে বেকার ষ্ট্রীটের উভয় পার্শ্বস্থ অট্টালিকা স্বর্ণাভকান্তি ধারণ করিয়াছিল। নানা আকারের 'বস' ও মোটর শকটগুলি যেন সেই আলোক-সাগরে সাঁতার দিতেছিল।

স্মিথ মনে মনে বলিল, "কর্ত্তা আমাকে সঙ্গে না লইয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মতলব বুঝিতে পারি নাই। তিনি কাল বাড়ী ফিরিবেন ; তিনি বাড়ী না আসিলে কোন কথা জানিতে পারিব না। তিনি আসিলে বোধ হয় কোন একটা কাজের ভার পাইব ; এ ভাবে চুপ্ চাপ্ বসিয়া থাকিতে ভাল লাগে না।"

স্মিথ সেই জানালার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতেই একখানি উৎকৃষ্ট মোটরকার মিঃ ব্লেকের দরজার সম্মুখে আসিয়া থামিল। স্মিথ কৌতূহল ভরে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, একটি পরমাসুন্দরী যুবতী 'কার'খানি চালাইতেছিল। যুবতী চালকের আসন হইতে নামিয়া মিঃ ব্লেকের বারান্দায় উঠিল।

স্মিথ অস্ফুটস্বরে বলিল, "বোধ হয় কোন মক্কেল ; মেয়েটির নিতান্ত কাঁচা বয়স, হয় ত কোন বিপদে পড়িয়া কর্ত্তার সঙ্গে পরামর্শ করিতে আসিতেছে। এখনই বোধ হয় এখানে আসিয়া পড়িবে ; দেখা যাক্।"

স্মিথ জানালা হইতে সরিয়া গিয়া সেই কক্ষের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছে এমন সময় মিসেস্ বার্ডেল ব্যগ্রভাবে তাহার সম্মুখে আসিয়া সুগুরু বপুখানি কোন রকমে সোজা করিয়া বলিল, "শোন মাষ্টার স্মিথ, তোমাকে একটা কথা বলিতে আসিলাম। একটি খাপসুরাত ছুকরী কর্ত্তার সঙ্গে 'চুক্তি-যন্ত্রণা' (যুক্তি

মন্ত্রণা ?) করিতে আসিয়াছে। সে নীচে দাঁড়াইয়া আছে। আমি তাহাকে বলিলাম, কর্ত্তা ত বাড়ী নাই; তাঁহার কাজের ভার তাঁহার সহকারীর উপর দিয়া গিয়াছেন।—মেয়েটাকে কি বলিব বল।"

স্মিথ হাসিয়া বলিল, "কর্ত্তা বাড়ী না ফিরিলে কে তাহাকে 'চুক্তিমন্ত্রণা' দিবে ? তবে তাহাকে এখানে ডাকিয়া আন, কি বলে শুনা যাক।"

মিঃ ব্লেকের অনুপস্থিতিতে স্মিথকে অনেক সুন্দরী যুবতীর মর্ম্মকথা শুনিতে হইত; সুতরাং এই শ্রেণীর মক্কেলের সহিত কি ভাবে আলাপ করিতে হয়—তাহা সে জানিত। মিসেস্ বার্ডেল দুই তিন মিনিটের মধ্যেই সেই যুবতীকে মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে লইয়া আসিল। স্মিথ দেখিল যুবতী সুদৃশ্য সবুজ পরিচ্ছদে মণ্ডিতা, তাহার পদযুগলে উচু হীলের মূল্যবান জূতা; মস্তকে কৃত্রিম পুষ্পশোভিত টুপি; যুবতী অসামান্য রূপবতী। প্রস্ফুটিত শতদলের ন্যায় মনোহর তাহার মুখকান্তি।

স্মিথ মুগ্ধনেত্রে তাহার মুখের দিকে চহিয়া বলিল, "নমস্কার মিস্—মিস্—"

সে তখনও যুবতীর পরিচয় জানিতে পারে নাই, কাজেই কথাটি শেষ করিতে না পারিয়া লজ্জিত ভাবে গদী-আঁটা একখানি উৎকৃষ্ট চেয়ার তাহার দিকে আগাইয়া দিল।

যুবতী মধুর হাসিয়া বলিল, "আমার নাম এখনও আপনি জানিতে পারেন নাই, সে আমারই ত্রুটি। আপনি দয়া করিয়া আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করুন। আমার নাম ডুপ্রেজ—লুইসী ডুপ্রেজ।" তাহার পর সে চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়া স্মিথের মুখের দিয়া চাহিয়া বলিল, "আমার বিশ্বাস, আপনিই মিঃ ব্লেকের সুযোগ্য সহকারী সুবিখ্যাত মিঃ স্মিথ।"

তোষামোদের ভঙ্গি দেখিয়া স্মিথ একটু বিব্রত হইয়া উঠিল; কিন্তু তাহার ঐভাবে তোয়াজ করিবার কারণ সে বুঝিতে পারিল না। ইহা যুবতীর স্বাভাবিক বিনয়ের নিদর্শন মনে করিয়া স্মিথ লজ্জারুণ মুখে অস্ফুট স্বরে বলিল, "হাঁ, আমি মিঃ ব্লেকের সহকারী স্মিথ; তবে আমাকে কি জন্য 'বিখ্যাত' বলিয়া সম্মানিত করিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না! আমি বিখ্যাত নহি, এবং খ্যাতিলাভ

করিতে পারি এরূপ কোন কাজ এ পর্য্যন্ত করিতে পারি নাই। এ জন্য কেহ আমাকে বিখ্যাত বলিলে উহা পরিহাস বলিয়া মনে করাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক। মিঃ ব্লেক কোন একটা জরুরি তদন্তের ভার লইয়া মফস্বলে গিয়াছেন; তাঁহার অনুপস্থিতিকালে আমার উপর তাঁহার আফিসের ভার আছে। মিঃ ব্লেকের অনুপস্থিতিতে আমার দ্বারা যদি আপনার কোন সাহায্য হয়, তাহা আমি আনন্দের সঙ্গে করিতে প্রস্তুত আছি মিস্ ডুপ্রেজ!"

মিস্ ডুপ্রেজ স্মিথের কথা শুনিয়া মুখ ভার করিয়া বলিল. "কি সর্ব্বনাশ! আপনার কথা শুনিয়া আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইল! আমি যে অকূল সমুদ্রে পড়িলাম। আমি এখন করি কি? আমি অনেক আশা করিয়া মিঃ ব্লেকের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলাম। আমার সকল আশায় ছাই পড়িল! এ যে বড়ই বিড়ম্বনার বিষয়। দেখুন মিঃ স্মিথ, আমি একটা ভয়ঙ্কর জরুরি ব্যাপার সম্বন্ধে মিঃ ব্লেকের সঙ্গে পরামর্শ করিতে আসিয়াছিলাম। বিষয়টি কেবল জরুরি নহে, অত্যন্ত গোপনীয়ও বটে।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু আমাদের পাচিকা মিসেস্ বার্ডেল বোধ হয় আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছে মিঃ ব্লেক মফস্বলে গিয়াছেন;—আপনি তাহা জানিয়াই ত আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। এ অবস্থায় আপনার আক্ষেপ করিয়া ফল কি? তিনি কাল এক সময় বাড়ী ফিরিবেন; আপনার কাজটি জরুরি, যদি এক দিন অপেক্ষা করিতে পারেন—তাহা হইলে কাল আর আপনার কোন অসুবিধা হইবে না; আর যদি অপেক্ষা করিতে না পারেন—তাহা হইলে আপনার কি বলিবার আছে—আমাকে বলিতে পারেন। আমি সাধ্যানুসারে আপনাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। তবে যদি বিষয়টি গোপনীয় বলিয়া, আমার নিকট তাহা প্রকাশ করা অসঙ্গত মনে করেন—তাহা হইলে আমি নিরুপায়। আপনি আপনার গুপ্ত কথা আমার নিকট প্রকাশ করুন—এ অনুরোধ নিশ্চয়ই আপনাকে করিতে পারি না।"

স্মিথ যতক্ষণ কথা বলিল, যুবতী ততক্ষণ নির্নিমেষ নেত্রে স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। যেন তাহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্মিথের অন্তর্দ্দেশে প্রবেশ করিয়া তাহার

হৃদয়ের প্রত্যেক ভাব তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণের চেষ্টা করিতেছিল। যুবতীর উজ্জ্বল নেত্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতে স্মিথ বিব্রত হইয়া উঠিল, মনে মনে বলিল, "ছুঁড়ীটা আমাকে গিলিয়া খাইবেনা কি? উহার মতলব কি?"—কিন্তু সে প্রকাশ্যে আর কোন কথা না বলিয়া মস্তক অবনত করিল; যেন যুবতীর সহিত দৃষ্টি-বিনিময় করিতে তাহার সাহস হইল না।

যুবতী স্মিথের সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার ডান হাতখানি খপ্ করিয়া স্মিথের হাঁটুর উপর রাখিতেই স্মিথ চমকিয়া উঠিল, তাহার মনে হইল হঠাৎ বিদ্যুৎ-প্রবাহ তাহার দেহের ভিতর প্রবেশ করিল! সে একটু সঙ্কুচিত হইল; কিন্তু যুবতী তাহার সঙ্কোচ লক্ষ্য না করিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল, "ওঃ, মিঃ স্মিথ! আমার অকূল বিপদ-সমুদ্রে আপনিই এখন কাণ্ডারী; আপনার পরামর্শ গ্রহণ না করিলে আমার উদ্ধারের উপায় দেখি না। আমি বড়ই বিপন্ন; হাঁ, আমার ভয়ঙ্কর বিপদ।—আমি মিঃ ব্লেকের অদ্ভুত শক্তি সম্বন্ধে এত কথা পড়িয়াছি, ও এত গল্প শুনিয়াছি যে, তাঁহার কার্য্যদক্ষতার উপর আমার অগাধ বিশ্বাস জন্মিয়াছে। সুতরাং আমার যন্ত্রণা যখন অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন আমি মিঃ ব্লেকের সাহায্য-গ্রহণ সঙ্গত মনে করিলাম। এক এক সময় আমার আশঙ্কা হয়—আমি হয় ত পাগল হইয়া যাইব! কিন্তু এই রহস্য আমার দুর্ব্বোধ্য হইলেও আশা করি মিঃ ব্লেক তাহা বিশ্লেষণ করিতে পারিবেন।"

স্মিথ যুবতীর এই বক্তৃতার মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না; কারণ রহস্যটা কি, আর মিঃ ব্লেককে কি বিশ্লেষণ করিতে হইবে, তাহা সে প্রকাশ করিল না। স্মিথের তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল হইলেও সে কৌতূহল দমন করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "আপনি বিপন্ন হইয়া ঠিক লোকের কাছেই আসিয়াছেন; আমার বিশ্বাস তিনি আপনাকে সাহায্য করিতে পারিবেন। কিন্তু আজ ত তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাতের আশা নাই; অথচ দেখিতেছি আপনি বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। এ অবস্থায় আপনি যদি আপনার বিপদের মর্ম্ম আমার নিকট প্রকাশ করিতে সঙ্কোচবোধ না করেন, তবে তাহা শুনিতে পাইলে মিঃ ব্লেক বাড়ী আসিবামাত্র তাঁহাকে সকল কথা বলিয়া রাখিব। আমার নিকট তাহা শুনিতে পাইলে তিনি

ভাবিয়া-চিন্তিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবার সময় পাইবেন। কেমন, আমার কথা কি আপনি সঙ্গত মনে করেন না?”

মিস্ ডুপ্রেজ বলিল, “হাঁ মিঃ স্মিথ, আপনার কথা সম্পূর্ণ সঙ্গত।—মিঃ ব্লেকের অনুপস্থিতিতে আপনার নিকট আমার সঙ্কটের কথা প্রকাশ করিতে আপত্তির কোন কারণ দেখি না। আমি যে কি সঙ্কটে পড়িয়াছি—তাহা আপনাকে বুঝাইয়া বলিতে হইলে প্রথম হইতেই সকল কথা বলা প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস, যে কোন ব্যক্তিকে আমার বিপদের কথা বলিলে আমার মনের ভার লঘু হইবে;—সুতরাং আপনার নিকট তাহা প্রকাশ করিতে আমার আপত্তি হইতে পারে না। আমি আপনাকে আমার নাম বলিয়াছি—কিন্তু আমার অন্যান্য পরিচয় এখনও আপনি জানিতে পারেন নাই। আমি চিত্র শিল্পী। বলা বাহুল্য, শিল্পকলা আমার উপজীবিকা নহে, আমি অর্থোপার্জ্জনের জন্য চিত্র-বিদ্যার অনুশীলন করি না; ইহা আমার সখমাত্র। বাবা মৃত্যুকালে আমাকে নিঃসম্বল অবস্থায় রাখিয়া যান নাই; আমার অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিয়া গিয়াছেন বলিয়া আমি নিশ্চিন্ত মনে চিত্র-শিল্পের অনুশীলন করি। লণ্ডনের লাটীন পল্লীর চেলসিয়া নামক অংশে আমি একটি বৃহৎ অট্টালিকা ভাড়া লইয়া সেইস্থানে বাস করিতেছি—এবং সেই গৃহেই আমার চিত্রশালা। প্রায় দেড়মাস পূর্ব্বে আমি সেই বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছি; আর সেই সময় হইতেই আমার বিপদের সূত্রপাত।

মিস্ ডুপ্রেজ হঠাৎ নীরব হইয়া অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে রুমালখানি আঙ্গুলে জড়াইতে ও খুলিতে লাগিল। তাহার পর রুমালখানি কোলে ফেলিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল, “আমি বাড়ীর সমগ্র অংশটা তিন বৎসরের জন্য ভাড়া লইয়াছি। গত মাসে একদিন সন্ধ্যার পর থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলাম; অভিনয় শেষ হইলে যখন বাড়ী ফিরিলাম—তখন রাত্রি প্রায় এগারটা। আমি আমার ঘরে প্রবেশ করিতেই মনে হইল ঘরের ভিতর বরফের মত শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে,—যেন আমি হঠাৎ মেরু প্রদেশের তুষার স্তূপের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি!

"সে সময় আমার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল—তাহা প্রকাশ করিবার আমার শক্তি নাই। আমার বেশ মনে আছে সেদিন একটু গরম পড়িয়াছিল, এবং বাহিরের বায়ু-প্রবাহের উষ্ণতা বেশ প্রীতিকর মনে হইতেছিল,—কিন্তু ঘরের ভিতর গিয়া মনে হইল বরফ-গলা জলের ভিতর আমার সর্ব্বাঙ্গ ডুবিয়া গিয়াছে! আমি শীতে আড়ষ্ট হইয়া কাঁপিতে লাগিলাম, এবং ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া সর্ব্বাঙ্গ উত্তপ্ত করিবার আশায় অগ্নিকুণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম; কিন্তু কোন ফল হইল না! মনে হইল অগ্নির দাহিকা-শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে। শীতের প্রকোপের বিন্দুমাত্র হ্রাস হইল না। আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে দুই তিন প্রস্ত গরম কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া শয্যায় শয়ন করিলাম; কিন্তু নিদ্রাকর্ষণ হইল না। চেলসিয়ার প্রাচীন ভজনালয়ের ঘড়িতে ঢং-ঢং করিয়া বারটা বাজিয়া গেল। হঠাৎ আতঙ্কে আমার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল; আমার মনে হইল—আমার শয়ন-কক্ষে কোন অশরীরী ছায়া-মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে! আমি প্রেতাত্মার অস্তিত্ব স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিলাম। তাহার পর সেই কক্ষের এক প্রান্ত হইতে একটা তীব্র কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম: ক্রমে সেই স্বর-লহরী সেই কক্ষের সর্ব্বস্থান পরিপূর্ণ করিল। আমি পুনঃ পুনঃ শুনিতে পাইলাম, 'হাঃ হাঃ, শেষ করিতে হইবে।' হাঃ হাঃ, শেষ করিতে হইবে।'—অবশেষে আমার প্রত্যেক নিশ্বাস যেন তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে লাগিল, "হাঃ হাঃ, শেষ করিতে হইবে।"

মিস্ ডুপ্রেজ পুনর্ব্বার নিস্তব্ধ হইয়া সভয়ে স্মিথের মুখের দিকে চাহিল। স্মিথ সহানুভূতিভরে বলিল, "মিস্ ডুপ্রেজ, আপনি কোন কারণে উত্তেজিত হইয়াছিলেন; সেইজন্য হঠাৎ আপনার মাথা গরম হওয়ায় আপনার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক ঐ ভাবে আপনাকে প্রতারিত করিয়াছিল।"

মিস্ ডুপ্রেজ অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "না মিঃ স্মিথ, আপনার এই অনুমান সত্য নহে। আপনার অনুমান সত্য হইলে আমি ত বাঁচিয়া যাইতাম! ঐরূপ বিশ্বাস করিবার উপায় থাকিলে আমি কি এত ব্যাকুল, এরূপ আতঙ্ক-বিহ্বল হইতাম?—ঐখানেই ত এই ব্যাপারের শেষ নহে।

তাহার পর কি ঘটিয়াছিল, শুনুন। সেই লোমহর্ষণকাহিনী শুনিলে আপনি নিশ্চয়ই স্তম্ভিত হইবেন!—মিঃ স্মিথ, আপনি সত্য করিয়া বলুন—আপনি কি ভূত মানেন? প্রেতাত্মার অস্তিত্বে আপনার বিশ্বাস আছে?"

স্মিথ মাথা নাড়িয়া হাসিয়া বলিল, "ভূত? কুসংস্কারান্ধ লোকের কল্পনায় ভিন্ন অন্য কোথাও ভূতের অস্তিত্ব আছে বলিয়া আমার ত বিশ্বাস হয় না। অনেক স্থানে ভূতের উৎপাতের কথা শুনিয়া আমি আমার কর্ত্তা, মিঃ ব্লেকের সঙ্গে সেই সকল স্থান পরীক্ষা করিতে গিয়াছি; একবার নয়, বহুবার। ভূত দেখিবার আশায় সেই সকল স্থানে রাত্রিবাসও করিতে হইয়াছে। ভূতের কথা শুনিয়াছি,—তাহারা আমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছে, এমন কি, আমাদের জীবন বিপন্ন করিবার চেষ্টারও ত্রুটি করে নাই; কিন্তু আমরা আতঙ্কে বিহ্বল না হইয়া, সেই সকল ভূতুড়ে-রহস্য-ভেদের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। শেষে জানিতে পারিয়াছি—সে সমস্তই মানুষ ভূতের উপদ্রব!"

মিস্ লুইসী ডুপ্রেজ অবিশ্বাস ভরে বলিল, "আপনাদের সৌভাগ্য আপনারা কখন আসল ভূতের হাতে পড়েন নাই, যদি পড়িতেন তাহা হইলে আপনাদের ধারণা পরিবর্ত্তিত হইত। আমার চিত্রশালা ভূতের আড্ডা হইয়াছে—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। ইহার অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছি—কি না, এইজন্য আমি আতঙ্কে অভিভূত হইয়াছি। আর কিছু দিন যদি এই ভাবে সে আমাকে ভয় দেখায় তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই ক্ষেপিয়া যাইব। এক মাস ধরিয়া আমাকে ভূতে ভয় দেখাইয়া জ্বালাতন করিয়া মারিয়াছে; কিন্তু গতরাত্রে অত্যাচারের মাত্রা চরমে উঠিয়াছিল! আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল একথা বলিতেছি না, ভয় দেখাইয়া প্রায় ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছিল তখন রাত্রি অধিক হয় নাই; আমি শয্যায় শয়ন করিলাম—কিন্তু নিদ্রাকর্ষণ হইল না। মনে করিলাম একখানি পুস্তক আনিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে নিদ্রাকর্ষণ হইতে পারে; একাগ্রতা অনিদ্রা-রোগের মহৌষধ।—আমার পুস্তকাদি চিত্রশালায় থাকে। আমি শয্যাত্যাগ করিয়া চিত্রশালায় প্রবেশ করিলাম।—সেই কক্ষে আলো জ্বলিতেছিল। আমি দ্বার খুলিবামাত্র কড়ি-কাঠের দৃষ্টি দিকে পড়িল;—দেখিলাম একটা লোক

গলায় দড়ি বাঁধিয়া কড়ি-কাঠে ঝুলিতেছে। মৃত্যু-যন্ত্রণায় তাহার মুখ অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছে!"

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, "আপনি সত্যই এরূপ দেখিতে পাইলেন? না, ইহা আপনার দৃষ্টির বিভ্রম মাত্র।"

মিস্ লুইসী ডুপ্রেজ বলিল, "না, মিঃ স্মিথ! উহা আমার কল্পনার ছায়া নহে, আমি সত্যই ঐরূপ ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম; আমি দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলাম না। সেই সময় তুষার-শীতল বায়ুর উদ্দাম প্রবাহ আমার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট করিয়া দিল; আমি ভয়ে চিৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইলাম। কতক্ষণ পরে আমার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল জানি না; কিন্তু মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখিতে পাইলাম—আমি আমার চিত্রশালার দ্বারে পড়িয়া আছি। কক্ষমধ্যে আলো জ্বলিতেছিল; কিন্তু সেই ভীষণ মূর্ত্তি তখন অদৃশ্য হইয়াছিল। কড়ি-কাঠের দিকে চাহিয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না!

স্মিথ কথাগুলি বিশ্বাস করিবে কি না বুঝিতে পারিল না; এরূপ অদ্ভুত ভূতের গল্প সে পূর্ব্বে কোন দিন শ্রবণ করে নাই। আকস্মিক ভয়ে যুবতীর মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করিবারও সে কোন কারণ পাইল না। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মিস্ লুইসীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার কাহিনী সত্য হইলে বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার! আপনি যে মৃতদেহটি দেখিয়াছিলেন—তাহা কাহার মৃতদেহ চিনিতে পারিয়াছিলেন?"

মিস্ লুইসী বলিল, "মৃত ব্যক্তির দেহ অস্থিচর্ম্মসার। তাহার দেহে চিত্রকর-দের ব্যবহারোপযোগী একটি কুর্ত্তি ছিল; বোধ হয় মুখে দাড়ি-গোঁফও ছিল, ঠিক স্মরণ হইতেছে না; কিন্তু তাহার মুখভঙ্গি অতি ভীষণ! তাহার চক্ষুর দিকে চাহিয়াই আমার মূর্চ্ছা হইয়াছিল। মূর্চ্ছা না হইলে আমি বোধ হয় ক্ষেপিয়া উঠিতাম! যদি কেহ আমাকে হাজার পাউণ্ড দিতে চাহিত, তাহা হইলেও আমি সেই কক্ষে রাত্রিবাস করিতাম না। রাত্রে আমার শয়ন-কক্ষেও বাস করিতে সাহস হইল না। মূর্চ্ছাভঙ্গে আমি শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলাম, এবং একখানি শালে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া আমার একটি প্রতিবেশিনীর গৃহে

আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আমার সেই বন্ধুটীর নাম ডোরোথি সোমারটন, আমার মত সে-ও চিত্রশিল্পানুরাগিণী।

"আমি তাহাকে আমার বিপদের কাহিনী সবিস্তার বলিলাম। সে আমার মুখের দিকে ক্ষণ কাল স্তম্ভিত ভাবে চাহিয়া রহিল; কিন্তু আমার কথা অবিশ্বাস করিল না। অবশেষে সে আমাকে যে গল্প বলিল, তাহা শুনিয়া আমি সকল ব্যাপার জানিতে পারিলাম।"

স্মিথ ঔৎসুক্য ভরে বলিল, "তাহার নিকট আপনি কি শুনিলেন?"

মিস্ লুইসী বলিল, "ডোরোথি যাহা বলিল, তাহার মর্ম্ম এই যে, গ্রেহাম লিরয় নামক একজন চিত্রকর এক সময় সেই কক্ষ ভাড়া লইয়া সেখানে ছবি আঁকিত। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে সে ঐ কক্ষের কড়ি-কাঠে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। আমি জানিতাম—লিরয় সিয়েনী এভিনিউর কোন বাড়ীতে বাস করিত; আমি যে বাড়ী বাসের জন্য ভাড়া লইয়াছিলাম, সেই বাড়ীতেই কোন সময় সে বাস করিয়াছিল, ইহা আমি পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই!"

মিস্ লুইসীর কথা শুনিয়া স্মিথ চমকিয়া উঠিল। তাহার স্মরণ হইল যখন তাহার বয়স নয় বৎসর, সেই সময় গ্রেহাম লিরয় নামক কোন প্রতিভাবান চিত্রকর জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া মনের দুঃখে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করায় সংবাদ-পত্রে কয়েক দিন আন্দোলন চলিয়াছিল। গ্রেহাম লিরয় অসাধারণ প্রতিভাবলে অল্প দিনেই খ্যাতি লাভে সমর্থ হইয়াছিল; এবং সকলেই আশা করিয়াছিল কালে সে ইউ-রোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকরগণের সমশ্রেণীতে আসন লাভ করিবে। কিন্তু যাহারা অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী, তাহাদের পদস্খলনের দৃষ্টান্ত জগতে বিরল নহে। গ্রেহাম লিরয় আনন্দ ও উদ্দীপনা লাভের আশায় কোকেন সেবনে অভ্যস্ত হইয়াছিল। এই কদর্য্য অভ্যাসের বিষময় ফল-স্বরূপ সে কিছুদিন পরে 'মেলন্-কোলিয়া' (melancholia) রোগে আক্রান্ত হইল; দুরারোগ্য বিষণ্ণতা তাহার জীবনের সঙ্গী হইল। অবশেষে জীবন-ভার অসহ্য হওয়ায় সে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়া সকল জ্বালা যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিল। তাহার শোচনীয় অপমৃত্যুর পর সকলে জানিতে পারিল—মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ভ্যানডাইক

গ্যালারীর চিত্র প্রদর্শনীতে সে যে চিত্র প্রেরণ করিয়াছিল, প্রদর্শনীর চিত্র-পরীক্ষকগণ তাহা প্রথম পুরস্কারের যোগ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন।

এই সকল কথা স্মরণ করিয়া স্মিথ বলিল, "তবে কি আপনার বিশ্বাস আপনি সেই কক্ষের কড়ি-কাঠে যে মৃতদেহ ঝুলিতে দেখিয়াছিলেন তাহা গ্রেহাম লিরয়ের প্রেতাত্মার ছায়া-দেহ ?"

মিস্ ডুপ্রেস ভয়বিহ্বল স্বরে বলিল, "উহা লিরয়ের প্রেতাত্মা কি না এ প্রশ্ন আমার মনে স্থান পায় নাই ; আমার ঘরে ভূতের দৌরাত্ম্য হইয়াছে দেখিয়া আমি আতঙ্কে অভিভূত হইয়াছিলাম। এ কি রহস্য, আমি বুঝিতে পারিতেছি না, এবং যে পর্য্যন্ত এই রহস্যের মূলোদ্ঘাটন না হইবে তত দিন আমার আতঙ্ক প্রশমিত হইবে না, এবং ঐ বাড়ীতে বাস করিতেও আমার সাহস হইবে না। আমার বিশ্বাস, এই ভূতুড়ে কাণ্ডের গোড়ায় কোন জটিল রহস্য আছে। মিঃ ব্লেক এই রহস্য-ভেদের ভার গ্রহণ করিলে কৃতকার্য্য হইবেন, এই আশায় তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিতে আসিয়াছিলাম।—আপনি সকল কথা শুনিয়া আমাকে হয় ত নির্ব্বোধ বলিয়া উপহাস করিবেন।"

স্মিথ বলিল, "না মিস্ ডুপ্রেস, আপনাকে নির্ব্বোধ মনে করিবার কারণ নাই। মিঃ ব্লেক মফস্বল হইতে বাড়ী ফিরিবামাত্র তাঁহাকে আপনার সকল কথা জানাইব। আপনি আপনার বাড়ীর টেলিফোনের নম্বরটি আমাকে বলিয়া যান ; মিঃ ব্লেক বাড়ী ফিরিবামাত্র আপনাকে তাঁহার আগমন সংবাদ জানাইব। আপনার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে আপনি আজ রাত্রে আপনার ঘরে বাস করিতে অনিচ্ছুক।"

মিস্ ডুপ্রেস বলিল, "দেখুন মিঃ স্মিথ! দিবাভাগে ওখানে বাস করা আমি তেমন আপত্তিজনক মনে করি না, আমার মনে ভয়েরও সঞ্চার হয় না ; কিন্তু সন্ধ্যার পর অন্ধকার গাঢ় হইলেই ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠে, ঘরের ভিতর একমূহূর্ত্ত থাকিতে সাহস হয় না।"

স্মিথ সহানুভূতি ভরে বলিল, "এজন্য আপনার দোষ দিতে পারি না। এখন আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে।

মনে করুন যদি আজ রাত্রে আমি আপনার চিত্রশালা পরীক্ষা করিতে যাই—তাহা হইলে তাহাতে কি আপনার আপত্তির কোন কারণ আছে? মিঃ ব্লেক কাল বাড়ী ফিরিবেন, আজ রাত্রে তাঁহার প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই। আপনার অনুমতি হইলে আমি আজ রাত্রে আপনার ঘরে গিয়া ভূতের দর্শনাশায় কিছুকাল বসিয়া থাকিতে পারি; আমার বিশ্বাস, গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত আমি সেখানে অপেক্ষা করিলে ভূত মহাশয় আমাকে তাঁহার দর্শনসুখে বঞ্চিত করিবেন না। আপনি রাত্রে মিস্ সমারটনের ঘরেই ত আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, তবে আর আমার প্রস্তাবে আপনার আপত্তি হইবে কেন? আমি ভূত প্রেত বড় গ্রাহ্য করি না; আর যদি ভূত বাবাজী আপনার মত আমাকেও ভয় দেখাইতে সাহস করে তাহা হইলে আমি তাহাকে শায়েস্তা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই যাইব; এই দেখুন ভূত তাড়াইবার যন্ত্র আমার পকেটেই আছে।”—স্মিথ পকেট হইতে টোটাভরা পিস্তল বাহির করিয়া মিস্ ডুপ্রেজের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল; তাহার পর তাহা পুনর্ব্বার পকেটে রাখিয়া বলিল, “যত বড় বেয়াড়া ভূতই হোক গুলী খাইবার সম্ভাবনা বুঝিলেই সে সরিয়া পড়িবার পথ পাইবে না। জানেন ত মারের চোটে ভূত পালায়।”

মিস্ ডুপ্রেজ হাসিয়া বলিল, “আপনার ত খুব সাহস! গুলী মারিয়া আপনি ভূত তাড়াইবেন? শুনিয়াছি ভূতের দেহ ছায়াময়; গুলীতে রক্তমাংসের দেহ বিদ্ধ হইতে পারে, ছায়ার কি ক্ষতি করিবে? ছায়াই বা গুলীর ভয়ে পলায়ন করিবে কেন? শেষে হয় ত আপনার ঘাড়টি ধরিয়া দেশলাইয়ের কাঠির মত মট্ করিয়া ভাঙ্গিয়া দিবে। কেহ আমাকে পৃথিবীর সমুদয় ঐশ্বর্য্য দিতে চাহিলেও সেই ঘরে আমি রাত্রে বাস করিতে সম্মত নহি। যাহা হউক, আপনি যদি রাত্রে সেখানে যাইতে চাহেন—তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, তবে আপনার অনিষ্ট না হইলেই মঙ্গল। আমি একা বাস করিলেও বাড়ীখানা খুব বড়; আমি যে অংশ ভাড়া লইয়াছি, সেই অংশের সহিত অন্যান্য অংশের যোগ নাই। নীচের ঘর খালি পড়িয়া আছে; আমি দোতালায় বাস করি। ৭ নং সিয়েনী এভিনিউ—সেই বাড়ীর ঠিকানা।”

অনন্তর মিস্ ডুপ্রেজ তাহার হাতব্যাগটি খুলিয়া একগোছা চাবি বাহির করিল, এবং তাহা স্মিথের হাতে দিয়া বলিল, "এই চাবিগুলি রাখুন; এই রিংএ বিভিন্ন কক্ষের চাবি আছে। আমার ঘরে টেলিফোন আছে, ডোরোথির ঘরেও টেলিফোন আছে। রাত্রে তাহার ঘরেই থাকিব, যদি আপনি আমার ঘরে গিয়া ভূত বা ঐ রকম কিছু দেখিতে পান তাহা হইলে টেলিফোনে তৎক্ষণাৎ আমাকে সংবাদ দিবেন, ইহাই আমার অনুরোধ! ডোরোথির বাড়ীর টেলিফোনের নম্বর চেল্‌সিয়া ৫১০৯০। আপনাকে সকল কথাই বলিলাম— আপনি রাত্রে সেখানে থাকেন ভালই, যদি যাইতে অনিচ্ছা হয় যাইবেন না; আপনি কোন রকম বিপদে পড়িলে আমার আক্ষেপের সীমা থাকিবে না। মিঃ ব্লেক বাড়ী ফিরিলে তাঁহাকে আমার বিপদের কথা জানাইবেন। আমিও কাল তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিব।"

মিস্ ডুপ্রেজ সহাস্য-কটাক্ষে স্মিথকে বিচলিত করিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল; স্মিথ তাহার সঙ্গে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া তাহাকে তাহার গাড়ীতে উঠাইয়া দিল। মিস্ ডুপ্রেজ গাড়ীতে বসিয়া স্মিথকে বলিল, "মিঃ স্মিথ, আপনার সাহসের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছি; মিঃ ব্লেকের সৌভাগ্য যে তিনি আপনার মত সুযোগ্য সহকারী পাইয়াছেন।"

স্মিথ প্রশংসমান নেত্রে মিস্ ডুপ্রেজের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মিস্ ডুপ্রেজ তাহাকে অভিবাদন করিল, এবং হাস্যচ্ছটায় বিদ্যুদ্বিকাশ করিয়া গাড়ী চালাইয়া দিল। কার-খানি মুহূর্ত্ত মধ্যে বেকার ষ্ট্রীটের মোড় ঘুরিয়া অদৃশ্য হইল। স্মিথ মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে প্রত্যাগমন করিয়া একটি সিগারেট ধরাইয়া লইল, এবং প্রসন্ন মনে ধূমপান করিতে করিতে ভাবিল, "সুন্দরী বটে, গল্পটিও বেশ চিত্তাকর্ষক; কিন্তু গল্পের কতটুকু অংশ সত্য ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। লিরয় বহুকাল পূর্ব্বে আত্মহত্যা করিয়াছিল; এতকাল পরে তাহার প্রেতাত্মা ছায়াময় দেহে মিস্ ডুপ্রেজের ঘরের কড়িকাঠ আশ্রয় করিয়া গলায় দড়ি বাঁধিয়া ঝুলিতেছে, এবং উহাকে আতঙ্ক-বিহ্বল করিয়া অদৃশ্য হইতেছে, এ গল্পটা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক হইলেও নিতান্ত 'রাবিস' (all rubbish) বলিয়াই মনে

হইতেছে। ইহা প্রমাণসহ কি না তাহা একবার পরীক্ষা করা প্রয়োজন। কর্ত্তা বাড়ী ফিরিয়া এই ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামাইতে রাজী হইবেন—ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। তিনি চার-দুনো দলের রহস্য ভেদের জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, এখন তিনি সেই খেয়ালেই বিভোর; সুতরাং এই ভূতুড়ে কাণ্ডের পরীক্ষাভার একা আমাকেই গ্রহণ করিতে হইবে।"

হঠাৎ টেলিফোনের ঝন্‌-ঝনিতে স্মিথের চিন্তাস্রোত অবরুদ্ধ হইল। সে তাড়াতাড়ি টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া লইতেই 'রেডিও'র বিশেষ সংবাদদাতা মিঃ পেজের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল।

স্মিথ সাড়া দিলে মিঃ পেজ বলিলেন, "খবর কি স্মিথ! চার-দুনো দলের কোন নূতন সংবাদ জানিতে পারিয়াছ কি? আমি উহাদের সন্ধান লইবার আশায় বহু স্থানে বিস্তর চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছে।"

স্মিথ বলিল, "আমিও আপনাকে কোন নূতন সংবাদ দিতে পারিলাম না মিঃ পেজ! কর্ত্তা মফস্বলে গিয়াছেন; কিন্তু কি উদ্দেশ্যে গিয়াছেন, চার-দুনো দলের কোন সংবাদ সংগ্রহই তাঁহার লণ্ডন ত্যাগের কারণ কি না, জানিতে পারি নাই। তিনি না বলিলে তাঁহার মনের কথা বুঝিবার উপায় নাই; তবে আজ হঠাৎ একটা মজার খবর পাওয়া গিয়াছে! আপনাদের কাগজে ছাপাইবার মত খবর বটে—যদি তাহা হাসিয়া উড়াইয়া না দেন।"

মিঃ পেজ বলিলেন, "মজার খবর কাগজে বাহির না করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিব! তাহা হইলে খবরের কাগজে চাকরী করিতেছি কেন? গল্পে আমাদের অরুচি নাই—তা যতই অসম্ভব হউক। খবরটা কি খুলিয়া বল, শুনি।"

স্মিথ বলিল, "চিত্রশালায় ভূতের ফাঁসি—যদি আপনাদের কাগজে সরস করিয়া লিখিতে পারেন তাহা হইলে পাঠক-পাঠিকারা তাহা পরম আগ্রহে পাঠ করিবে। চিত্রকর গ্রেহাম লিরয়ের আত্মহত্যার কাহিনী শুনিয়াছিলেন কি? তাহারই প্রেতাত্মা চেল্‌সিয়ায় এতদিন পরে আবির্ভূত হইয়াছে!"

মিঃ পেজ বলিলেন, "ভূতের গল্প? বেশ ভাল জিনিস। লণ্ডনের কোন ভূতের মজাদার গল্প বহুদিন আমাদের কাগজে বাহির হয় নাই। যদি ঐ গল্পটি

কৌতূহলোদ্দীপক হয় তাহা হইলে সে জন্য কিছু ব্যয় করিতেও প্রস্তুত আছি।—গল্পটা কি?”

স্মিথ বলিল, “টেলিফোনে তাহা বলা চলিবে না; আপনার সঙ্গে দেখা হইলে বলিব। আর আপনি যদি এখানে আসিতে পারেন তাহা হইলে দু’জনে একত্র সেই ভূতের বাড়ীতে গিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন করিয়া আসিব। আজ রাত্রে ভূতের আবির্ভাব দেখিতে যাইব স্থির করিয়াছি।”

স্মিথ টেলিফোনের রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া তাহার চেয়ারে বসিল; তাহার মনে হইল মিঃ পেজ তাহার সঙ্গে থাকিলে তাহারা কথাবার্ত্তায় সময় কাটাইতে পারিবে; বিপদের সম্ভাবনা ঘটিলে পরস্পরকে সাহায্য করিতেও পারিবে। স্মিথ ভূতের ভয় না করিলেও মানুষ-ভূতের উপদ্রবে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিত না।

সেই দিন সায়ংকালে মিঃ পেজ অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া স্মিথকে বলিলেন, “ভূতের ফাঁসি,—ব্যাপার খানা কি বল ত ভায়া!”

মিস্ ডুপ্রেজ তাহার চিত্রশালায় ভূতের আবির্ভাব সম্বন্ধে স্মিথকে যে সকল কথা বলিয়াছিল, স্মিথ তাহা মিঃ পেজের নিকট বিবৃত করিল।

মিঃ পেজ নিস্তব্ধ ভাবে সকল কথা শুনিয়া উৎসাহভরে বলিলেন, “দেখ ছোকরা! এ বড়ই মজার ব্যাপার বটে; কিন্তু চার-দুনো দলের কীর্ত্তি লইয়াই এখন চারি দিকে আন্দোলন চলিতেছে, এ সময় কি এই ভূতুড়ে কাণ্ডের কথা লিখিয়া পাঠকদের ভুলাইতে পারা যাইবে? চার-দুনো দলের আর কোন নূতন খবর পাও নাই?”

স্মিথ বলিল, “না, কিন্তু আমার বিশ্বাস কর্ত্তা গোপনে রহস্যসূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বাড়ীতে না ফিরিলে আমরা কোন নূতন কথা জানিতে পারিব না; এ অবস্থায় মিস্ ডুপ্রেজের ঘরে গিয়া ভূত তাড়াইয়া রাত্রিটা কাটাইয়া দেওয়া মন্দ কি? আমি মিস্ ডুপ্রেজকে কথা দিয়াছি কি না; ভারি সুন্দরী—এই মিস্ ডুপ্রেজ, তাহাকে খুসী করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।”

মিঃ পেজ হাসি য়া বলিলেন, "একদম মজিয়া গিয়াছ (smitten) দেখিতেছি ছোকরা! আমার ধ রণা ছিল, তোমার কর্ত্তার মত তুমিও প্রেমের ধার ধার না, কিন্তু কন্দর্পদেবের পুষ্প শর, দেখিতেছি, তোমারও গণ্ডার চর্ম্ম ভেদ করিয়াছে! তাজ্জবের কথা বটে!"

স্মিথ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া বলিল, "আঃ, কি যে বলেন! রূপবতীর রূপের প্রশংসা করিলেই কি তা হার প্রেমে পড়িতে হইবে? আপনার ও ভুল ধারণা। মিস্ ডুপ্রেজ ভূতের ভয়ে গাড়ী হইতে পলাতকা। সে তাহার এক বান্ধবীর গৃহে আশ্রয় লইয়াছে; সুতরাং তাহার ঘরে তাহার সহিত সাক্ষাতের আশা নাই। তবে যদি ভূত মহাশয়ের সাক্ষাৎ পাই—তাহা হইলে শ্রম সফল হইবে; কিন্তু আর বিলম্ব করিয়া ফল কি? চ লুন, আমরা বাহির হইয়া পড়ি।"

মিঃ পেজ স্মিথকে সঙ্গে লই য়া পথে আসিলেন; পথে তাঁহার মোটর দাঁড়াইয়া ছিল। উভয়ে গাড়ীতে উঠিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলে মিঃ পেজ বলিলেন, "এই ত সবে সন্ধ্যা!—এত সকালে ভূতের ঘ রে গিয়া ধরণা দেওয়া কষ্টকর; চল আগে সিম্সনের রেস্তরাঁয় গিয়া নৈশ ভোজ নটা শেষ করি। তাহার পর টিভোলীতে কিছু-কাল বায়স্কোপ দেখিয়া মাথাটা ঠাণ্ডা করিয়া ভূত-দর্শনে যাত্রা করা যাইবে।"

স্মিথ এই প্রস্তাবের অনুমোদন ক রিল। মিঃ পেজ স্মিথ সহ একটি রেস্তরাঁয় প্রবেশ করিয়া আহারাদি শেষ করিলে ন; তাহার পর টিভোলীতে বায়স্কোপ দেখিয়া যখন টেম্স নদীর বাঁধের উপর দিয়া চেল্সিয়া-রীচ অভিমুখে ধাবিত হইলেন, তখনও রাত্রি গভীর হয় নাই। তখনও থিয়েটারসমূহ আলোকমালায় সুসজ্জিত; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দোকানের ক াচময় বাতায়নস্থিত বহুবিধ পণ্যদ্রব্য বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত হইয়া পথিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছিল, এবং টেম্স নদীর আলোকিত বক্ষে নানা আকারের জলযানগুলি নদী-তরঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া চারি দিকে ছুটাছুটি করিতেছিল। টেম্স পুলিশের (Thames Police) মোটর-বোটগুলি বহ্নিমুখ ছুঁচোবাজির ন্যায় অত্যন্ত তীব্রবেগে নদীজল আলোড়িত করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

মিঃ পেজ ব্যাটারসি-ব্রীজে আসিয়া মোটরের গতি হ্রাস করিলেন। চেল্সিয়া

পল্লীটি কতকটা গণ্ডগ্রামের মত ; সেখানে সহরের সমারোহে র একান্ত অভাব। রাত্রি অধিক না হইলেও চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ ; পথেও তখন অি কে জন সমাগম ছিল না। এই পল্লীর এক প্রান্তে অবস্থিত একটি নির্জ্জন পথের ন াম সিয়েনী এভিনিউ।

মিঃ পেজ ৭নং বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া গাড়ী থা মাইলেন। বাড়ীখানির বহির্দ্দেশ সুদৃশ্য, ছবির মত সুন্দর। দ্বারগুলি সবুজ রঙ্গে রঞ্জিত। সম্মুখেই একটি ক্ষুদ্র উদ্যান ; উদ্যানের গাছগুলি ছাঁটিয়া দেওয়া হইয়াি হল। স্মিথ মিঃ পেজকে লইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল ; তাহার পর সে ই অট্টালিকার বহির্দ্বারের তালায় চাবি প্রবেশ করাইয়া যখন দ্বার খুলিল সেই সময় চেল্‌সিয়ার প্রাচীন ভজনালয়ের ঘড়ীতে সাড়ে নয়টার ঘণ্টাধ্বনি হইল।

গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্মিথ বিজলি-বাতি জ্বালিল, এবং সেই আলোকে বৈদ্যুতিক বাতির সুইচ দেখিয়া-লইয়া বিদ্যু তালোকে সেই কক্ষ আলোকিত করিল। সেই কক্ষটি হল-ঘর। হল-ঘরের দ ক্ষিণ পার্শ্বের কক্ষের দুইটি দ্বার তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল ; কিন্তু উভয় দ্ব ারেই তালা দিয়া বন্ধ করা। স্মিথ বুঝিতে পারিল—মিস্ ডুপ্রেজ যে পরিত্যা চিত্রশালার কথা বলিয়াছিল—এই কক্ষটি সেই চিত্রশালা। সুতরাং এই ক ক্ষ প্রবেশ করিবার জন্য তাহাদের আগ্রহ হইল না। হল-ঘরের অন্য প্রান্তে কাঠে র সিঁড়ি দেখিয়া স্মিথ ও মিঃ পেজ সেই সিঁড়ি দিয়া দোতালায় উঠিলেন।

তাঁহারা দোতালায় উঠিযাই এ কটি কক্ষের মেহগ্নি-দ্বার দেখিতে পাইলেন! স্মিথ দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মিস্ ডুপ্রেজ প্রদত্ত চাবির গোছা বাহির করিল ; এবং তালায় চাবি লাগাইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে দ্বার খুলিয়া ফেলিল।

অতঃপর মিঃ পেজ ও স্মিথ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বুঝিতে পারিলেন তাহাই মিস্ ডুপ্রেজের চিত্রশা লা। মিস্ ডুপ্রেজের স্বহস্তাঙ্কিত সুন্দর সুন্দর চিত্রে সেই কক্ষ সুসজ্জিত। চিত্র গুলি দেখিয়া তাঁহারা মিস্ ডুপ্রেজের সুরুচি ও চিত্র-নৈপুণ্যের পরিচয় পাই লেন। সেই কক্ষে প্রবেশ মাত্র একটি রমণীয় সৌরভ তাঁহাদের নাসারন্ধ্রে প্রবে শ করিল। মিস্ ডুপ্রেজ সেই কক্ষে উপস্থিত না থাকিলেও যেন তাহার অঙ্গের সে ৌরভ বায়ুস্তর সুরভিত করিয়া রাখিয়াছিল। স্মিথের স্মরণ

হইল মিস্ ডুপ্রেজ তাহার সহিত সাক্ষাতের জন্ত যখন মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল—সেই সময় এইরূপ সৌরভ তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সেই কক্ষের কড়ি-কাঠ হইতে একটি সুদৃশ্ত শৃঙ্খল ঝুলিতেছিল, তাহাতে একটি স্ফটিক-নির্ম্মিত আলোকাধার আবদ্ধ; তাহা স্বচ্ছ নীলাভ আবরণে আবৃত। তাহার ভিতর হইতে মৃদু নীলাভ আলোক (a faint bluish light) নিঃসৃত হইয়া সেই কক্ষ আলোকিত করিতেছিল। সেই কক্ষের সাজসজ্জা ও আসবাব পত্রাদি দেখিয়া তাহারা বুঝিতে পারিল মিস্ ডুপ্রেজ যে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিল—তাহার পরিমাণ অল্প নহে।

স্মিথ একখানি গদী-আঁটা চেয়ারে বসিয়া কৌতূহল ভরে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তাহার পর অস্ফুটস্বরে বলিল, "এরূপ সুসজ্জিত কক্ষেও ভূতের আবির্ভাব! ভূত বেচারা নরজন্মে চিত্রকর ছিল কি না, মৃত্যুর পরও তাহার রুচিজ্ঞান অক্ষুন্ন আছে!"—অনন্তর সে ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে একটি কড়ির দিকে চাহিয়া মিঃ পেজকে বলিল, "আমার বোধহয় মিস্ ডুপ্রেজ ঐ কড়িতে ভূতটাকে গলায় দড়ি দিয়া ঝুলিতে দেখিয়াছিল; কিন্তু এখন তাহার চিহ্ন মাত্র লক্ষিত হইতেছে না।"

সেই কড়িটি ওককাষ্ঠে নির্ম্মিত, তাহা কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত। সেই কড়ি-কাঠের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া স্মিথের বুক দুরু-দুরু করিয়া উঠিল। স্মিথ অত্যন্ত সাহসী যুবক হইলেও সেই কড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার মনে হইল কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চিত্রকর লিরয় জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া, ঐ কড়ি-কাঠে দড়ি বাঁধিয়া তাহার ফাঁসে ঝুলিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল; স্মিথ মনশ্চক্ষে এই শোচনীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিল।

মিঃ পেজ কয়েক মিনিট সেই কক্ষে ঘুরিয়া স্মিথকে বলিলেন, "এখানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা পোষাইবে না ভাই! আমি কিঞ্চিৎ পানীয়ের ব্যবস্থা করিতে যাই; আমি এখানে আসিবার সময় পথের মোড়ে একটা সরাই দেখিয়া আসিয়াছি। সেখান হইতে দুই এক বোতল বিয়ার আর খান-কতক স্যাণ্ডউইচ লইয়া আসি। পানাহার দুই কাজই চলিবে। তুমি এখানে

কয়েক মিনিট একা থাকিতে পারিবে ত? ভূতের ভয়ে যেন অজ্ঞান হইয়া পড়িও না।"

স্মিথ বলিল, "ভূতের ভয়ে অজ্ঞান হই না হই, আমি আপনার রুচির প্রশংসা করিতে পারিলাম না। এরূপ শান্তিপূর্ণ রমণীয় স্থানে আপনি বিয়ার গিলিয়া আমোদ করিবেন—তাহাতে এই কক্ষের পবিত্রতা নষ্ট হইবে না?"

মিঃ পেজ বলিলেন, "তোমার ও ভাবুকতাগিরি রাখিয়া দাও ভায়া! ভূত আসিয়া যেখানে আড্ডা করে—সেই স্থানের পবিত্রতা বহুপূর্ব্বেই নষ্ট হইয়াছে। বিয়ারের লোভে ভূতটা একটু শীঘ্র আসিতেও পারে! তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিব।"

মিঃ পেজ সেই কক্ষ ত্যাগ করিলে স্মিথ উঠিয়া-গিয়া দরজা বন্ধ করিল; কিন্তু একাকী সেখানে বসিয়া থাকিতে তাহার গা ছম্-ছম্ করিতে লাগিল। সে বিস্ফারিত নেত্রে পুনঃ পুনঃ সেই কড়ি-কাঠের দিকে চাহিয়া প্রতিমুহূর্ত্তেই আশা করিতে লাগিল—ভূতটা হয় ত হঠাৎ আসিয়া পড়িবে! ক্রমে নানা চিন্তায় সে অভিভূত হইল।

কক্ষের বাহিরে হঠাৎ দুপ্‌দাপ্ পদশব্দ শুনিয়া স্মিথের চিন্তাস্রোত অবরুদ্ধ হইল; মিঃ পেজ ফিরিয়া আসিয়াছেন বুঝিয়া সে দ্বার খুলিয়া দিল। মিঃ পেজ দুই বোতল বিয়ার মদ্য ও স্যাণ্ডউইচপূর্ণ কাগজের একটি মোড়ক লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি সেই কক্ষের মধ্যস্থিত টেবিলের উপর মদের বোতল দুইটি ও স্যাণ্ডউইচের ঠোঙ্গাটি রাখিয়া বলিলেন, "আমরা এখানে চিত্র-দর্শনের আনন্দের সঙ্গে পানানন্দ মিশাইয়া এরূপ নিবিড় আনন্দে তন্ময় হইব যে, তাহা দেখিয়া ভূত বাবাজীর মনে ঈর্ষার সঞ্চার হইবে, হয় ত আমাদের আনন্দের ভাগ চাহিবে। মাছ ধরিবার জন্য চার করিতে হয় না?—আমাদের এই বোতল-বাসিনী বিয়ার সুন্দরী সেই চার, আর এই যে স্যাণ্ডউইচ আনিয়াছি—ইহাই টোপ!—কিন্তু তোমার সেই রূপসী গৃহ-স্বামিনী শ্রীমতী ডুপ্রেজের রসজ্ঞান বড় অল্প; বিস্তর টাকায় সে এই বাড়ী ভাড়া লইয়াছে, অথচ বিয়ার পানের জন্য একটি গ্লাস নাই! এখন 'টম্ব্লার' কোথায় খুঁজিয়া পাইব?—ভাঁড়ার-

ঘরটা খানাতল্লাস না করিলে চলিতেছে না। বোতলের সদ্ব্যবহার করা চাই ত?"

পাশের একটি ক্ষুদ্র কক্ষ মিস্ ডুপ্রেজের ভাঁড়ার; নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি সেই কক্ষে থাকিত। মিঃ পেজ চাবি দিয়া সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন, সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিলেন; তাহার পর খুঁজিতে খুঁজিতে একটি সেল্‌ফে কয়েকটি গ্লাস ও আন্‌লায় একখানি নূতন টেবিল-ক্লথ দেখিতে পাইলেন। সেই কক্ষের এক পাশে একটি আটকোণা ক্ষুদ্র টেবিল ছিল। মিঃ পেজ সেই টেবিলের উপর টেবিল-ক্লথখানি প্রসারিত করিয়া সেল্‌ফ্ হইতে দুইটি গ্লাস আনিলেন। অতঃপর তাঁহাদের পানানন্দ আরম্ভ হইল।

মিঃ পেজ স্মিথের সহিত গল্প করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সেখানে তখন ভূতের সন্ধানে আসিয়াছিলেন; সুতরাং ভূতের গল্পই চলিতে লাগিল। লিরয়ের কথাও উঠিল। মিঃ পেজ কথায় কথায় বলিলেন, "আমাদের 'রেডিও'তে মধ্যে মধ্যে কৌতূহলোদ্দীপক ভূতের গল্প প্রকাশিত হয়। ভূত আছে কিনা—ইহা বর্ত্তমান কালের একটি প্রকাণ্ড সমস্যা। ভূতের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য অনেক চিন্তাশীল লেখক মস্তিষ্ক চালনা করিতেছেন; আবার অনেকে তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবারও চেষ্টা করিতেছেন। আমরা কোন পক্ষ অবলম্বন না করিলেও পাঠক-পাঠিকাগণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য কাগজে ভূতের গল্প প্রকাশ করি। আমি নিজেই এ পর্য্যন্ত দশ বারটি গল্প লিখিয়াছি। যেখানে ভূতের আবির্ভাবের কথা শুনিয়াছি—স্বয়ং সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, এবং চক্ষু কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জনের চেষ্টা করিয়াছি। কোন কোন দিন সারা রাত্রি ভূতের আড্ডায় বাস করিয়াছি; ভূতের সন্ধানে রাত্রি কালে বনে জঙ্গলে ক্ষেতে খামারে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি; যাহারা স্বচক্ষে ভূত দেখিয়াছে, ও অন্যকে দেখাইতে পারে বলিয়াছে—তাহাদের সঙ্গে ভূত দেখিতে গিয়াছি; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, কোনও দিন কোন স্থানে ভূত ত দূরের কথা ভূতের ছায়াটিও দেখিতে পাইলাম না! সুতরাং ভূতের অস্তিত্বে আমার এক বিন্দু বিশ্বাস নাই; তথাপি যে সকল গল্প শুনিয়াছি—পাঠকদের চিত্তরঞ্জনের জন্য তাহাই কাগজে লিখিয়াছি; কিন্তু নিজের মতামত প্রকাশ করি নাই।"

স্মিথ বলিল, "আমিও এ পর্য্যন্ত কোন দিন ভূত দেখিলাম না! যাহা চোখে দেখিতে পাই নাই, তাহা আছে, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করি? তার্কিকেরা বলে, 'তুমি কি ঈশ্বরকে দেখিতে পাও? তবে তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস কর কেন? কুইন ভিক্টোরিয়া তোমার জন্মের পূর্ব্বে স্বর্গে গিয়াছেন, তাঁহাকে দেখ নাই; তবে কেন বিশ্বাস কর, তিনি সত্যই এদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন! যেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, এবং কুইন ভিক্টোরিয়া আমার জন্মের পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন ইহা স্বীকার করি,—অতএব ভূত আছে,—ইহাও বিশ্বাস করিবে। চমৎকার যুক্তি নয় কি? যুক্তি যেমনই হউক, এ বিষয়ে আমি তোমার সহিত এক মত।—আমার বিশ্বাস, ভূতুড়েগুলা (spiritualists) বুজরুক ভিন্ন আর কিছুই নয়। নিজেদের মত অকাট্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহারা যাহা খুসী লিখিয়া বাহাদুরী লইয়া থাকে; আবার তাহাদের মধ্যে কতকগুলা লোক খঞ্জনী টেবিল প্রভৃতির সাহায্যে ভূতের আনাগোনা—ও কি! ও কিসের শব্দ? ভূত না কি?"

স্মিথ হঠাৎ নির্ব্বাক হইয়া উত্থিত কর্ণে ও স্পন্দিত বক্ষে বসিয়া রহিল; ভূত মানে না, কিন্তু ভূতের ভয়ে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল!

মিঃ পেজও সেই শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন; তিনি অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "সিঁড়িতে যেন মস্-মস্ শব্দ হইল! এ সময় এই নির্জ্জন অট্টালিকার সিঁড়িতে শব্দ করিল কে?"

স্মিথ বলিল, "তবে কি ভূত?"

"না চোর?"—বলিয়াই মিঃ পেজ এক লম্ফে সেই কক্ষের বাহিরে আসিলেন। কক্ষের বাহিরে বারান্দা; বারান্দা দিয়া সিঁড়ির কাছে আসিয়া কাহাকেও তিনি দেখিতে পাইলেন না।—তিনি পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন স্মিথ স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখে উৎকণ্ঠার চিহ্ন পরিস্ফুট।

মিঃ পেজ বলিলেন, "হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসিও না ভায়া! যে সকল লোক দৃঢ়তার সঙ্গে বলে তাহারা স্বচক্ষে ভূত দেখিয়াছে—তাহাদের অর্দ্ধেক লোক অন্ধসংস্কার দ্বারা সম্মোহিত হইয়া ঐ কথা বলে। তাহারা ভূত দেখিবার প্রত্যাশা করিয়া যাহা দেখিতে পায়, তাহা তাহাদের অন্ধবিশ্বাসের ছায়া ভিন্ন আর কিছুই

নহে ; তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা তাহাদিগকে প্রতারিত করায় তাহারা ভূত দেখিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করে।" (believing they do see it.)

স্মিথ গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তাই বটে !"

শব্দের কারণ স্থির করিতে না পারিয়া তাঁহারা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন ; অবশেষে চেল্‌সিয়ার ভজনালয়ের ঘড়িতে এগারটা বাজিল। মিঃ পেজ পুনর্ব্বার উঠিয়া বারান্দার ধারে দাঁড়াইলেন। সম্মুখে রাজপথ প্রসারিত, কিন্তু পথ নির্জ্জন ; চতুর্দ্দিক অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। পথের অন্য ধারে একটি অট্টালিকা ছিল, তাহারই একটি বাতায়ন হইতে দীপালোক লক্ষিত হইতেছিল ; অন্য কোন দিকে আলোকের চিহ্নমাত্র ছিল না।

হঠাৎ একটা উদ্দাম বায়ু-প্রবাহ 'হা-হা' শব্দে বহিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে নিদারুণ শীতে মিঃ পেজ ও স্মিথের সর্ব্বাঙ্গ যেন আড়ষ্ট হইল। তাঁহারা শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরে প্রবেশ করিলেন ; কিন্তু শীতের প্রকোপ হ্রাস হইল না। স্মিথ বলিল, "ঠাণ্ডায় জমিয়া যাইব না কি ? হঠাৎ এত ঠাণ্ডা বাতাস কোথা হইতে আসিল ? গ্যাসের আগুন (gas-fire) না জ্বালিলে আর নিস্তার নাই !"

আগুন জ্বালা হইল ; কিন্তু তাহার উত্তাপে শৈত্য প্রশমিত হইল না। স্মিথ আগুনের কাছে বসিয়া হী-হী করিয়া কাঁপিতে লাগিল ; তাহার স্মরণ হইল মিস্ ডুপ্রেজ তাহাকে এইরূপ অস্বাভাবিক শীতের কথাই বলিয়াছিল। ইহা কি ভূতের আবির্ভাবের পূর্ব্ব লক্ষণ ?

মিঃ পেজ আর এক গ্লাস বিয়ার গলাধঃকরণ করিয়া বলিলেন, "শীতের কি দাঁত বাহির হইল ? এ আগুনে ত শরীর গরম হইতেছে না ! গ্যাসের আগুন জ্বালা না জ্বালা সমান হইল !" (gas-fire does not seem to make any difference.)

মিঃ পেজ গ্যাস-ষ্টোভের অগ্নির উজ্জ্বল জিহ্বার নিকট উভয় হস্ত প্রসারিত করিলেন ; কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে বিস্ময়জ্ঞাপক শব্দ করিয়া হাত টানিয়া লইলেন, এবং স্মিথের মুখের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া সভয়ে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য ব্যাপার

স্মিথ ! ষ্টোভের আগুনের যে উত্তাপ নাই ! উত্তাপহীন আগুনের অস্তিত্ব কল্পনার অতীত ! এ কি তবে সত্যই—”

তাঁহার কথার শেষাংশটুকু তাঁহার মুখেই রহিয়া গেল ! মিস্ ডুপ্রেজ বলিয়াছিল ঘরের ভিতর বরফের মত শীতল বায়ু প্রবাহিত হইবার অব্যবহিত পরেই সে কড়িকাঠে মৃতদেহ ঝুলিতে দেখিয়াছিল ! এই কথা স্মরণ হওয়ায় স্মিথ মিঃ পেজের কথায় বাধা দিয়া কি বলিতে উদ্যত হইয়াছে, ঠিক সেই সময় তাহাদের মাথার উপর কড়ি-বরগার খাটালের কাছে ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া শব্দ হইল ! তাঁহাদের মনে হইল কাহারও কণ্ঠনালীতে অত্যন্ত চাপ পড়ায় সে মুখব্যাদান করিয়া জোরে জোরে শ্বাস গ্রহণ করিতেছিল ! সেই শব্দ শুনিয়া মিঃ পেজ অজ্ঞাত ভয়ে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন আড়ষ্ট হইল ; তিনি জড়িত স্বরে বলিলেন, “ব্যাপার কি স্মিথ ! আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না !”

মিঃ পেজের কথা স্মিথের কর্ণে প্রবেশ করিল না ; শব্দটা শুনিয়া ইহার কারণ নির্ণয়ের জন্য সে উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, “দেখুন মিঃ পেজ, দেখুন ! কি সর্ব্বনাশ !”

সেই মুহূর্ত্তে সুতীব্র নীরস হাস্যধ্বনিতে সেই কক্ষ পূর্ণ হইল, যেন কে ‘হা হা’ শব্দে হাসিয়া উঠিল। মিঃ পেজ সভয়ে পূর্ব্বোক্ত কড়িকাঠের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। স্মিথ সেই দিকে চাহিয়া ভয়ে কাঠ হইয়াছিল; তাহার বক্ষের স্পন্দন পর্য্যন্ত রহিত হইয়াছিল ! তাঁহারা উভয়েই দেখিতে পাইলেন—কৃষ্ণবর্ণ কড়িকাঠে একটি মৃতদেহ রজ্জুবদ্ধ হইয়া ঝুলিতেছে ; রজ্জুর ফাঁস মৃত ব্যক্তির গলায় আঁটিয়া বসিয়াছে। মৃত ব্যক্তির মুখ বিবর্ণ, তাহার চক্ষু দুটি যেন অক্ষিকোটর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইতেছিল ! সেই চক্ষুতে ভীষণ আতঙ্ক পরিস্ফুট। মৃত ব্যক্তির মুখমণ্ডল দাড়ি গোঁফে আচ্ছন্ন থাকিলেও তাহার মুখে অসহ্য যন্ত্রণার চিহ্ন পরিব্যক্ত হইতেছিল। মিঃ পেজ ও স্মিথের মনে হইল—সেই লোকটির শ্বাস রুদ্ধ হওয়ায় অসহ্য যন্ত্রণায় সে খাবি খাইতে খাইতে সেই মুহূর্ত্তে প্রাণত্যাগ করিল।

সেই বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া স্মিথ ও পেজের সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল। তাঁহারা আর সে দিকে চাহিয়া থাকিতে না পারিয়া চক্ষু মুদিত করিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে সেই

কক্ষের দীপালোক নিষ্প্রভ হওয়ায় অন্ধকারের ম্লান ছায়া চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইল, এবং বায়ুর শীতলতা এতদূর বর্দ্ধিত হইল যে, তাঁহাদের দেহের শোণিত-রাশি যেন জমিয়া যাইবার উপক্রম হইল! সূর্য্যগ্রহণের সময় পূর্ণগ্রাস হইলে সমগ্র প্রকৃতির উপর যেরূপ অন্ধকারের ছায়াপাত হয়—সেই কক্ষেরও তখন সেই অবস্থা দেখিয়া মিঃ পেজ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার ধারণা হইল তাহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে। মিঃ পেজ বিপুল চেষ্টায় মন সংযত করিয়া কম্পিত হস্তে পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিলেন, এবং সেই অস্ফুট আলোকের সাহায্যে মৃতদেহটি লক্ষ্য করিয়া গুলী করিলেন।

পিস্তলের সুগম্ভীর গর্জ্জনে সেই নিস্তব্ধ কক্ষ কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু গম্ভীর নিস্বন শূন্যে বিলীন হইবার পূর্ব্বেই সেই শব্দ ডুবাইয়া কড়িকাঠের দিক হইতে সুতীব্র 'হা-হা, হা-হা'-ধ্বনি উত্থিত হইয়া সেই কক্ষ পূর্ণ করিল। সে হাসি উপহাসের হাসি। মিঃ পেজের নিস্ফল চেষ্টাকে বিদ্রূপ করিবার জন্যই যেন সেই সুতীব্র বিকট হাস্যধ্বনি। সে হাসি কাহার, মিঃ পেজ তাহা বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু সেই হাসি শুনিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার গুলী ব্যর্থ হইয়াছে। তিনি মৃতদেহ লক্ষ্য করিয়া গুলী করিয়াছিলেন; বিশেষতঃ তত নিকট হইতে গুলী ব্যর্থ হইবার কোন কারণ ছিল না। তিনি ক্রোধে ও বিস্ময়ে বিচলিত হইয়া পুনর্ব্বার পিস্তল তুলিলেন; কিন্তু গুলী করিবার পূর্ব্বেই মৃত দেহটি অদৃশ্য হইয়াছিল, তিনি কাহাকে গুলী করিবেন?—তিনি হতাশভাবে পিস্তল নামাইয়া স্মিথের মুখের দিকে চাহিলেন। স্মিথ নির্ব্বাক, নিস্পন্দ! সে তখনও নির্নিমেষ নেত্রে সেই কড়িকাঠের দিকে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া কাঠের পুতুলের মত স্থির ভাবে বসিয়া ছিল। মিঃ পেজ স্মিথকে ধাক্কা দিতেই সে সোজা হইয়া বসিয়া, কম্পিত হস্তে কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিল, তাহার পর অস্ফুটস্বরে বলিল, "কি ভয়ানক!"

নবম কল্প

শিকলের কম্‌পোক্ত আংটা

চার-ত্রুনো দলের অন্যতম সহযোগী ডাক্তার গ্যাষ্টন লিনোর লাইব্রেরী-কক্ষে সেইদিন সায়ংকালের একটি গুপ্ত বৈঠক আরম্ভ হইয়াছিল ; সেই বৈঠকের মোড়ল টেক্কা স্বয়ং, বলা বাহুল্য তাহার মুখ তখনও মুখোসে আবৃত ছিল। দলের দুইজন প্রধান ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ কোন দিন টেক্কার মুখ দেখিতে পায় নাই, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহার চেহারা যেমন দলের অন্য সকলের অপরিচিত, তাহার কার্য্য-পদ্ধতিও তাহাদের অজ্ঞাত ছিল। দলের সকলে তাহাকে সর্ব্বশক্তিমান মহাপুরুষ মনে করিত ; যাহারা তাহাকে ভক্তি না করিত তাহারা ভয় করিত। টেক্কার আদেশ অগ্রাহ্য করে—কাহারও এরূপ শক্তি বা সাহস ছিল না। টেক্কা গম্ভীর ভাবে বসিয়া তাহার সহযোগী দস্যু লিনোর কথা শুনিতেছিল।

লিনো তাহার পার্শ্বোপবিষ্ট লু তারাঁকে বলিতেছিল, "কি অদ্ভুত তোমার বাহাদুরী ভাই লু! তুমি মিস্ ডুপ্রেজ সাজিয়া যে কাজ করিয়া আসিয়াছ তাহা অন্য কোন পুরুষের অসাধ্য। তুমি এমন চমৎকার ছদ্মবেশ করিয়াছিলে যে, কাহার সাধ্য বুঝিতে পারে তুমি পরম রূপবতী যুবতী নহ, আমাদেরই মত পুরুষ ? তোমাকে যে দেখিত তাহাকেই মুগ্ধ হইতে হইত। বড়ই দুঃখের বিষয়, ব্লেকের সঙ্গে তুমি দেখা করিয়া আসিতে পারিলে না ; কিন্তু তোমার কথা শুনিয়া ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া ব্লেকের বোকা সহকারী ছোঁড়াটা মোহিত হইয়াছিল। তাহার মনের উপর তুমি যে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছ—এ বিষয়ে আমাদের এক বিন্দু সন্দেহ নাই। তুমি বলিতেছিলে সে আজ সন্ধ্যার পর আমাদের ও বাড়ীতে একাকী আসিবে।"

লু তারাঁ হাসিয়া বলিল, "হাঁ নিশ্চয়ই আসিবে ; আমার বিপদের কথা শুনিয়া ছোকরা গলিয়া জল হইয়া গিয়াছে। বিপন্না যুবতীকে সাহায্য করিবার

জন্ত তাহার অসীম আগ্রহের পরিচয় পাইয়াছি। যদি স্কারলেটি সেই সময় তাহার অসাধারণ শক্তির সদ্ব্যবহার করিতে পারে—তাহা হইলে স্মিথ তাহার কল্পনাতীত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইবে, এবং প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া গোয়েন্দা ব্লেককে সকল বিবরণ এভাবে বলিবে যে, ব্লেক ওখানে আসিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিবে না। হাঁ, ব্লেক লণ্ডনে ফিরিয়া সকল কথা শুনিয়া যতশীঘ্র সম্ভব, আমাদের সম্মুখের বাড়ীতে নিশ্চয়ই ভূত দেখিতে আসিবে। এ সকল কি কাণ্ড, তাহা তদন্ত করিবার জন্ত যদি তাহার আগ্রহ প্রবল না হয়—তাহা হইলে মেয়েমানুষ সাজিয়া স্মিথকে ওখানে ভুলাইয়া আনিয়া কি লাভ?—হাঁ, ব্লেক নিশ্চয়ই ওখানে আসিবে, এবং সে একবার ঐ অট্টালিকায় প্রবেশ করিলে—"কথাটা শেষ না করিয়া লু ভার্ঁা হাত তুলিয়া তুড়ি দিল। সেই তুড়ির অর্থ বুঝিতে কাহারও অসুবিধা হইল না।

এইবার টেক্কা কথা কহিল, সোৎসাহে বলিল, "হাঁ, একবার সে ওখানে প্রবেশ করিলে মনুষ্যের চর্ম্মচক্ষুর অন্তরালে চিরদিনের মত অদৃশ্য হইবে।"

ডাক্তার লিনো গম্ভীর ভাবে বলিল, "এবং যেখানে গিয়া গোয়েন্দাগিরি করিবে—সেখান হইতে কেহ পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে না।"

টেক্কা বলিল, "চার-হুনো দলের প্রধান কর্ম্মীদের সমবেত বুদ্ধির পরিচালনা দ্বারা কিরূপ সুফল লাভ হইতে পারে—তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ কূটবুদ্ধি ও পরছিদ্রান্বেষী গোয়েন্দা ব্লেকের বিস্ময়াবহ তিরোধান (elimination)। ব্লেকের শক্তির কথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না; তাহার অসাধারণ শক্তির ও চাতুর্য্যের প্রশংসা করিতে আমরা বাধ্য। যদি তাহাকে আমাদের দলে ভিড়াইতে পারিতাম, তাহা হইলে চার-হুনোর দলকে 'নবরত্ন' নামে অভিহিত করিতাম; কিন্তু ব্লেককে দলভুক্ত করিবার উপায় নাই। যে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে দণ্ডায়মান, তাহাকে না সরাইয়া আমরা কিরূপে সঙ্কল্পসিদ্ধি করিব?—আমাদের সমবেত শক্তি-প্রভাবে ভান ক্রামারের মজলিসে যে ভাবে আমাদের চেষ্টা সফল হইয়াছিল, বর্ত্তমান ব্যাপারেও আমরা সেইরূপ সাফল্য লাভ করিব—এ বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই।"

লু তারাঁ সেকালের মায়াবিনী রাক্ষসীদের মত যে বয়সের ইচ্ছা সেই বয়সের নারীর রূপ ধারণ করিতে পারিত। সে বুঝিয়াছিল প্রগল্‌ভা রসিকা যুবতীর ছদ্মবেশে মিঃ ব্লেকের নিকট উপস্থিত হইলে তাহার অভিষ্টসিদ্ধির আশা নাই, কারণ সংযতচেতা ব্লেককে রূপের মোহে ও বাক্যচ্ছটায় মুগ্ধ করা অসম্ভব ; এই জন্য সে চিত্র-শিল্পানুরাগিণী সরলা কিশোরীর ছদ্মবেশে মিঃ ব্লেকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, একটা অদ্ভুত বিপদের কথায় তাঁহার সহানুভূতি উদ্রেক করাই সঙ্গত মনে করিয়াছিল।

টেক্কা বলিল, "ব্লেককে ভুলাইবার জন্য যেরূপ কৌশলপূর্ণ, অসাধারণ, অথচ বিশ্বাসযোগ্য গল্প রচনা করা প্রয়োজন, সেইরূপ একটি গল্প স্থির করিয়াই সেই গল্পে ব্লেকের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য লু তারাঁর উপর ভার দেওয়া হইয়াছিল। স্কারলেটির যন্ত্র-বিজ্ঞানের কৌশলে আমাদের এই কাল্পনিক গল্পটি সত্যে পরিণত হইবে। লু তারাঁ বিপন্না নারীর ছদ্মবেশে ব্লেককে তাহার বিপদের কথা জানাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিবে।—স্কারলেটি, তুমি বোধ হয় পেপারের দৃষ্টিবিভ্রম পন্থায় ভূত দেখাইবার (Pepper's ghost illusion) অনুষ্ঠান করিয়াছ ?"

স্কারলেটি বলিল, "হাঁ সর্দ্দার, দর্শকের দৃষ্টিবিভ্রম-উৎপাদনের এরূপ উৎকৃষ্ট কৌশল এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই ; ইহা অব্যর্থ। কিন্তু আমি পেপারের পন্থা অবলম্বন করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারি নাই ; আমি তাহার একটু উন্নতি করিয়াছি। আপনি আমার মস্তিষ্ক-প্রসূত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কোন ত্রুটি বাহির করিতে পারিবেন না।"

টেক্কা বলিল, "উত্তম, আমি জানি এ সকল বিষয়ে তোমার অভিজ্ঞতা অসাধারণ। ব্লেককে ওখানে লইয়া যাইতে পারিলে আমাদের চিন্তার কোন কারণ থাকিবে না। অবশিষ্ট কাজ লিনো অতি সহজেই শেষ করিতে পারিবে ; তাহার পর তাহার মৃতদেহ হ্যাম্পষ্টেড হীথে অপসারিত করা কঠিন হইবে না। কোন পুলিশম্যান সেই পথ দিয়া যাইবার সময় তাহা দেখিতে পাইবে। করোনার রায় প্রকাশ করিবে—সন্ন্যাস রোগ (apoplexy) মৃত্যুর কারণ।"

টেক্কা মুখোসের ভিতর দিয়া ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল রাত্রি তখন

সাড়ে নয়টা। সে স্কারলেটিকে বলিল, "তুমি এখন আমাদের ও-বাড়ীতে যাও। সুড়ঙ্গের ভিতরটা অত্যন্ত স্যাঁতসেঁতে ছিল, তুমি সেই পথের আর্দ্রতা দূর করিতে পারিয়াছ শুনিয়া খুসী হইয়াছি। পূর্ব্বে সেই পথে যাইতে আমার বড়ই কষ্ট হইয়াছিল।"

স্কারলেটি তস্কর-চূড়ামণি কারফাক্স ক্রিউকে বলিল, "ওস্তাদ, আমার সঙ্গে চল, আমার আবিষ্কৃত নূতন তালাটি পরীক্ষা করিবে। নির্ব্বোধদের ঠকাইতে তাহা অব্যর্থ।"

স্কারলেটির কথা শুনিয়া তাহার সঙ্গীরা দাঁত বাহির করিয়া হাসিল; কিন্তু কারফাক্স ক্রিউ বলিল, "নির্ব্বোধগুলাকে ত সকলেই ঠকাইতে পারে; বুদ্ধিমান-দের ঠকাইতে না পারিলে তোমার বাহাদুরী কি? আমি খুলিতে পারি না এরূপ কোন তালা এ পর্য্যন্ত কোন মিস্ত্রী নির্ম্মাণ করিতে পারে নাই।"

টেক্কা বলিল, "কারফাক্স এ অহঙ্কার করিতে পারে। স্কারলেটি উহাকে ঠকাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টায় অনেক সুদৃঢ় তালা নিৰ্ম্মাণ করিয়াছে; কিন্তু কারফাক্স সেগুলি অতি সহজে খুলিয়া দিয়াছে! সুতরাং মিস্ত্রী অপেক্ষা চোরের বাহাদুরী অধিক। প্রতিভাবান লেখক এড্‌গার এলেন পোয়ে তাঁহার একটি রচনার এক স্থানে লিখিয়া গিয়াছেন, 'মানুষ মস্তিষ্ক পরিচালনা করিয়া এরূপ কোন রহস্যের সৃষ্টি করিতে পারে না, যে রহস্য ভেদ করা মনুষ্যের অসাধ্য।'—পোয়ে জীবিত থাকিলে আমি তাহাকে মন্ত্রী করিতাম। তাহার উপদেশে চার-দুনো দল যথেষ্ট উপকৃত হইত।"

অতঃপর স্কারলেটি ক্রিউকে সঙ্গে লইয়া একটি পুস্তকাধারের (book case) নিকট উপস্থিত হইল, এবং ওভিডের একখানি গ্রন্থাবলীতে (a volume of Ovid) আঙ্গুলের একটি খোঁচা দিল। তৎক্ষণাৎ সেই পুস্তকাধারের সম্মুখের অংশটা ঘুরিয়া গেল, এবং একটি ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক দোলা (a tiny electric elevator) বাহির হইয়া পড়িল!

স্কারলেটি কয়েক মাস ধরিয়া মস্তিষ্ক পরিচালিত করিয়া তাহার উদ্ভাবনী-প্রতিভাবলে (inventive genius) এই অট্টালিকায় এবং ইহার সম্মুখস্থিত

৭ নং সিয়েনী এভিনিউ-ভবনে দশ বার প্রকার অদ্ভুত কল সংস্থাপিত করিয়াছিল। যে অট্টালিকায় সমবেত হইয়া তাহারা গুপ্ত পরামর্শ করিতেছিল, তাহা গ্যাষ্টন লিনোর বাসগৃহ হইলেও তাহার সম্মুখস্থিত অট্টালিকাটি চার-জুনো দলের সম্পত্তি।—উহাই সেই ভূতের আড্ডা!

এই উভয় অট্টালিকার মধ্যে রাজপথ প্রসারিত থাকিলেও স্কারলেট উভয় অট্টালিকার তলা দিয়া একটি সুড়ঙ্গ কাটিয়া গমনাগমনের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল। স্কারলেট ও ক্রিউ পূর্ব্বোক্ত বৈদ্যুতিক দোলায় উঠিয়া সেই সুড়ঙ্গ-পথে অপর অট্টালিকায় উপস্থিত হইল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মিঃ পেজ স্মিথকে সঙ্গে লইয়া সিয়েনী এভিনিউর মোড়ে তাঁহার মোটর-গাড়ী হইতে নামিলেন। স্কারলেট তাঁহাদিগকে প্রতারিত করিবার জন্য মিস্ ডুপ্রেজের চিত্রশালায় কিরূপ যোগাড়-যন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা তাঁহাদের স্বপ্নেরও অগোচর!

স্কারলেট ও ক্রিউ প্রস্থান করিলে টেক্কা, লিনো, লু-তারাঁ, বামন টনি, সাইমন-ইয়র্ক, পালোয়ান সাম্‌সন্, ডাক্তার গ্যাষ্টন লিনোর লাইব্রেরী-কক্ষে বসিয়া রহিল। কয়েক মিনিট কেহ কোন কথা বলিল না, সকলেই নিস্তব্ধ। অবশেষে টেক্কা সেই কক্ষের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অনুচ্চস্বরে বলিল, "আমাদের দলের মধ্যে স্কারলেট অসাধারণ ব্যক্তি; ক্ষণজন্মা পুরুষ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহার বুদ্ধি যেমন তীক্ষ্ণ, উদ্ভাবনী শক্তিও সেইরূপ অনন্যসাধারণ, ইহার উপর সে সদ্বিবেচক; আর তুমি ইয়র্ক, অত্যন্ত চতুর হইলেও, আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তোমার বিবেচনা-শক্তির একান্ত অভাব। আমি কাল রাত্রে তোমাকে কি বলিয়া সতর্ক করিয়াছিলাম, তাহা বোধ হয় তুমি বিস্মৃত হও নাই। আমি ত বলিয়াছি শিকলের কোন আংটা কম মজবুত হইলে তাহার অন্য আংটাগুলি যত বেশী মজবুত হউক না, সে শিকল ছিঁড়িবেই। এক জনের ত্রুটিতে বা অসতর্কতায় যদি দলের লোক বিপন্ন হয়, বা দলটির শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে সময় থাকিতে তাহাকে বর্জ্জন করাই নিরাপদ ও সঙ্গত। সমগ্র দেহ বিষাক্ত হইবার পূর্ব্বে বিষাক্ত অঙ্গুলী বিচ্ছিন্ন করাই কর্ত্তব্য। কোন অঙ্গের অপেক্ষা প্রাণের মূল্য অধিক, আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছ—ইয়র্ক!"

ইয়র্ক টেক্কার তীব্র দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া মস্তক অবনত করিল। টেক্কার ইঙ্গিতের অর্থ কিছু মাত্র জটিল নহে; তাহার কথা শুনিয়া ইয়র্কের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। সেই সময় লিনোর ডেস্কের উপর টেলিফোন ঝন্‌-ঝন্‌ শব্দে বাজিয়া উঠিল।—এই টেলিফোনের সহিত সাধারণ টেলিফোনের কোন সম্বন্ধ ছিল না; ইহা চার-দুনো দলের অধিকারভুক্ত।

লিনো তৎক্ষণাৎ টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া লইয়া কথাগুলি শুনিল, তাহার পর দলের অন্য সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "স্কারলেটি বলিতেছে, ব্লেকের সহকারী স্মিথ ওখানে একা আসে নাই, সে আর একটি যুবককে লেজে বাঁধিয়া আনিয়াছে! এই যুবকের নাম পেজ, সে না কি খবরের কাগজে লেখে! ইহারা দুজনে ভূত দেখিতে আসিয়াছে।"

একথা শুনিয়া টেক্কা বলিল, "আমার ধারণা ছিল ব্লেকের এই কারপরদাজটার সাহস আছে; কিন্তু আমার এই অনুমান সত্য নহে। হতভাগা একটা সঙ্গী জুটাইয়া আনিয়াছে, সে আবার খবরের কাগজের লেখক! খবরের কাগজে যাহারা চাকরী করে, তাহারা ভয়ঙ্কর শয়তান; কেবল খোঁচা-খুঁচি করাই তাহাদের অভ্যাস! পেটের ভাতের সংস্থান করিতে পারে না, অথচ কাগজে লিখিবার সময় রাজা বাদসাদের 'ডোণ্ট-কেয়ার' করে! না, একটা গোল বাধাইল দেখিতেছি! ইচ্ছা হইতেছে দুই বেটার মুণ্ড টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলি। এই কাগুজে লেখক-গুলা দিবারাত্রি অনধিকার-চর্চ্চা করে। সকল কথাতেই জনসাধারণের দোহাই দেয়। কে উহাদের মত জানিতে চায়? কিন্তু মোড়লী করিতে ছাড়িবে না। এই স্বয়ংসিদ্ধ মোড়লগুলা আমার দুই চক্ষুর বিষ। আমাদের ঐ বাড়ীর উপর এ সময় বাহিরের কোন লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। উপস্থিত ক্ষেত্রে কি করা উচিত—হঠাৎ স্থির করিতে পারিতেছি না।"

ডাক্তার বলিল, "স্কারলেটিকে কি বলিব আজ ভূত নামানো বন্ধ রাখা হউক?"

টেক্কা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "না, লু তারা ছদ্মবেশে স্মিথের সঙ্গে দেখা করিয়া যাহা বলিয়া আসিয়াছে—তাহা সত্য, ইহা সপ্রমাণ হওয়া আবশ্যক; ইহা সত্য বলিয়া স্মিথের ধারণা হইলে, ব্লেক সকল কথা শুনিয়া নিশ্চয়ই তদন্ত

করিতে আসিবে। স্মিথ যাহা বলিবে—ঐ লোকটাও তাহার সমর্থন করিবে। একই কথা দুইজনের মুখে শুনিলে ব্লেক নিঃসন্দেহ হইবে, এবং শীঘ্রই ওখানে আসিবে। হাঁ, তাহার আসাই চাই। তাহাকে সাবাড় করিতে না পারিলে আমার মন স্থির হইবে না।"

তাহার পর সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সাইমন ইয়র্কের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখ ইয়র্ক, তোমার অসতর্কতাতেই হউক, আর নির্ব্বুদ্ধিতাতেই হউক, বেকার ষ্ট্রীটের ধূর্ত্ত ডিটেক্‌টিভটাকে আমাদের ভয় করিয়া চলিতে হইতেছে। সে আমাদের সন্দেহ না করিলে আমরা তাহাকে এত শীঘ্র নাড়িতাম না; কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও যদি তাহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা বিফল হয়, এবং ভবিষ্যতে সে আমাদের কোন অনিষ্ট করিবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে বুঝিব তুমিই সেজন্য দায়ী। তাহার ফল তোমার মৃত্যু। হাঁ, তোমাকে এই শাস্তি পাইতেই হইবে।"

ইয়র্ক অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল, টেক্কার উক্তির প্রতিবাদ করিল না; কিন্তু সেই সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলে টেক্কা তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাস্যচ্ছটা দেখিতে পাইত।

পালোয়ান সামসন সেই মুহূর্ত্তে টেক্কার মুখোসের অভ্যন্তরস্থিত উজ্জ্বল চক্ষু-দুটির দিকে চাহিয়া বলিল, "সর্দ্দার, আমি কি আপনার কোন কাজেই লাগিব না? আমার উপর ভার দিতে পারেন এরূপ কাজ কি কিছুই নাই?"

টেক্কা বলিল, "আছে বন্ধু, আছে। তুমি এত ব্যস্ত হইতেছ কেন? যদি সাইমন ইয়র্কের নির্ব্বুদ্ধিতায়, কিম্বা আমাদের অন্য কোন সহযোগীর ভ্রম বশতঃ, দলের কেহ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে, এবং বিচারে তাহার প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হয়—তাহা হইলে তাহাকে কারাগার হইতে উদ্ধারের ভার তোমাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। কবি লড্‌লেস লিখিয়া গিয়াছিলেন, 'পাষাণ-প্রাচীর দ্বারা সীমাবদ্ধ স্থান কারাগার বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, লোহার গরাদে দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলেও পিঞ্জর হয় না; ('stone walls do not a prison make, nor iron bars a cage'.) কবির এই উক্তি তোমার সম্বন্ধে বর্ণে বর্ণে সত্য।"

টেক্কার মুখে এত বড় প্রশংসা শুনিয়া মল্লবীর সামসনের মন আনন্দে পূর্ণ হইল। সে হাসিয়া বলিল, "হাঁ সর্দ্দার, কারাগারগুলিকে আমি ম্যাচ্-বাক্স অপেক্ষা দৃঢ়তর মনে করি না। আশা করি এক দিন আমি আপনার কাজে লাগিতে পারিব।"

টেক্কা বলিল, "এখন আমার কাজের কথা বলি শোন। মিসেস্ ভান ক্রামারের সিরোনিয়ান হীরার নেক্‌লেস আগামী কল্য ইংলণ্ড হইতে দেশান্তরে নীত হইবে। এক সপ্তাহ-মধ্যেই তাহার বিনিময়ের অর্থ লইয়া আমি এদেশে ফিরিয়া আসিব। আমার অনুপস্থিতি কালে, ডাক্তার লিনো, চার-হুনো দলের পরিচালন ভার তোমাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। এ ভার আমি অন্য কাহারও উপর অর্পণ করিয়া দেশান্তরে যাত্রা করিতে পারি না; আর তুমি এ কথাও জান যে, এই মহামূল্য হীরক-হার নির্ব্বিঘ্নে দেশান্তরে লইয়া যাইবার শক্তি আমার ভিন্ন অন্য কাহারও নাই। আমার অনুপস্থিতিতে তুমি আমাদের এই অব্যবস্থিতচিত্ত বন্ধু ইয়র্কের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। আশা করি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান ডিটেক্‌টিভ রবার্ট ব্লেকের অকাল মৃত্যুর সংবাদ পাঠাইয়া তুমি আমার উৎকণ্ঠা দূর করিতে পারিবে।"

টেক্কা চেয়ার হইতে উঠিয়া-দাঁড়াইয়া তাহার সহযোগিগণকে বলিল, "বন্ধুগণ, তোমরা আমার প্রতিনিধি ডাক্তার লিনোর আদেশ পালন করিবে; আমার অনুপস্থিতিকালে তিনিই তোমাদের দলপতি। আমি এক সপ্তাহ-মধ্যেই নেক্‌লেস বিক্রয়লব্ধ অর্থ লইয়া এদেশে ফিরিয়া আসিব।"

চার-হুনো দলের দস্যুরা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া সর্দ্দারের আদেশ পালনের সম্মতি জ্ঞাপন করিল। অতঃপর সর্দ্দার-খানসামা রাইস্ দলপতির জন্য রেশমের ঝুরি-দার একটি অপেরা-ক্লোক (a silk-lined opera-cloak) লইয়া আসিল। টেক্কা তাহা গ্রহণ করিয়া সহযোগিবর্গকে বলিল, "এখন বিদায় বন্ধুগণ! আমরা শীঘ্রই পুনর্ব্বার মিলিত হইব।"

টেক্কা লাইব্রেরীর কক্ষে একটি গুপ্তদ্বারের নিকট উপস্থিত হইল; কিন্তু সে সেই দ্বার স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই পিস্তলের 'গুড়ুম গুড়ুম' শব্দ নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল!

সেই শব্দ শুনিয়া টেক্কা মুহূর্ত্ত মধ্যে ফিরিয়া দাঁড়াইল, এবং হাসিয়া বলিল, "আমাদের বন্ধু স্মিথকে স্কারলেট বোধ হয় ভূত দেখাইয়াছে! ভয় পাইয়াই বেচারা পিস্তলের আওয়াজ করিল। গুলী করিয়া ভূত মারিবে!"

টেক্কার কথা শেষ হইতে না হইতে তাহাদের নিজস্ব টেলিফোনের ঝণ্-ঝণ্ শব্দ উত্থিত হইল। লিনো তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া গিয়া ব্যগ্রভাবে রিসিভারটা তুলিয়া লইল; এক মিনিটের মধ্যেই সে টেক্কাকে বলিল, "স্কারলেট বলিতেছে স্মিথ ও তাহার সঙ্গী ভূত দেখিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়াছে। ভূত ঠিক সময়ে তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলে তাহারা—"

লিনোর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সেই কক্ষের এক প্রান্ত হইতে কে গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিল, "তোমরা সকলে এই মুহূর্ত্তে মাথার উপর হাত তুলিয়া দাঁড়াও! যদি কেহ পলায়নের চেষ্টা কর তাহা হইলে তাহাকে গুলী করিয়া মারিব।"

টেক্কা বিদ্যুদ্বেগে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল—বক্তা সাইমন ইয়র্ক, তাহার দুই হস্তে জোড়া পিস্তল, সে পিস্তলের ঘোড়া টিপিবার জন্য প্রস্তুত!

টেক্কা ভ্রূভঙ্গি করিয়া জলদগম্ভীর স্বরে বলিল, "সাইমন ইয়র্ক! তোমাকে এই বিশ্বাসঘাতকতার ফলভোগ করিতে হইবে। আমি তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলাম। এই কক্ষেই তুমি নিহত হইবে।"

সাইমন ইয়র্ক উভয় হস্তের পিস্তল সেই ভাবেই ধরিয়া রাখিয়া বিদ্রূপভরে হাসিয়া বলিল, "টেক্কা তুমি বড়ই চতুর; কিন্তু তোমার দৃষ্টি-বিভ্রম তোমার পক্ষে সাংঘাতিক। আমি সাইমন ইয়র্ক নহি; সাইমন ইয়র্ক এখন ওয়েষ্ট মিনিষ্টার-থানার গারদে পরম সুখে হাজত-বাস করিতেছে। তাহার সকল চাতুরী ধরা পড়িয়া গিয়াছে।"

টেক্কার অগাধ ধৈর্য্য মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হইল, সে বিপুল চেষ্টায় আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "কি। তুমি সাইমন ইয়র্ক নও, তবে কে তুমি?"

ইয়র্কের ছদ্মবেশে সজ্জিত মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি রবার্ট ব্লেক, যাহাকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে হত্যা করিবার জন্য তুমি আদেশ প্রচার করিয়াছ। আমি মুহূর্ত্তের জন্য আশা করিতে পারি নাই যে, আমার ছদ্মবেশ তোমার চক্ষুকে

প্রতারিত করিতে পারিবে। আমার ছদ্মবেশে খুঁত আছে বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছিল।”

টেক্কা স্তম্ভিত হৃদয়ে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া বলিল, “তুমি? তুমি রবার্ট ব্লেক!”

টেক্কার সহযোগীরা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, “কি আশ্চর্য্য! তুমি রবার্ট ব্লেক?”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “হাঁ, উহাই আমার প্রকৃত নাম। আজ সন্ধ্যায় এখানে নিমন্ত্রিত হইয়া বড়ই আনন্দ উপভোগ করিয়াছি; এজন্য তোমরা আমার ধন্যবাদের পাত্র। আমি দলপতি টেক্কার সহিত একমত হইয়া বলিতেছি—সাইমন ইয়র্ক চার-দুনো নামক সুদৃঢ় লৌহ-শৃঙ্খলের সর্ব্বাপেক্ষা কমপোক্ত আংটা।” (the weakest link in the chain.)

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া টেক্কা ঈষৎ হাসিয়া মেঘ-গর্জ্জনবৎ গম্ভীরস্বরে বলিল, “আংটার সেই ত্রুটি এই মুহূর্ত্তেই সংশোধন করিব। গোয়েন্দা ব্লেক! তুমি কি আশা করিয়াছ—ছদ্মবেশে আমাদিগকে এই ভাবে প্রতারিত করিয়া আমাদের অনিষ্ট করিতে পারিবে? মূর্খ তুমি! তাই মনে করিয়াছ আমাদিগকে তুমি কায়দায় পাইয়াছ। তোমার ধৃষ্টতার ফলভোগ কর।”

টেক্কা চক্ষুর নিমেষে হাত বাড়াইয়া তাহার সম্মুখস্থিত পুস্তকাধারের রুদ্ধ কপাটের হাতলে একটি ধাক্কা দিল। তাহাকে সেই দিকে হাত বাড়াইতে দেখিয়া মিঃ ব্লেক সেই মুহূর্ত্তেই পিস্তলের ঘোড়া টিপিলেন; কিন্তু পিস্তলের আওয়াজ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার পদদ্বয় স্থানভ্রষ্ট হইয়া সেই কক্ষের মেঝের ভিতর বসিয়া গেল; যেন কাঠের মেঝে দু-ফাঁক হইয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল! তাঁহার আর নড়িবার শক্তি রহিল না। তাঁহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। দস্যুগণের বিদ্রূপ হাস্য শোণিতলোলুপ পিশাচের বিকট হাস্যের ন্যায় তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন ভূ-বিবরে নিক্ষিপ্ত হইলেন, এবং মুহূর্ত্ত-পরেই ইষ্টকবদ্ধ সানের উপর নিপতিত হইলেন। তাঁহার মনে হইল, সেই আঘাতে তাঁহার দেহের অস্থিগুলি চূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার নড়িবার শক্তি রহিল না, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইল।

দশম কল্প

শূন্য পিঞ্জর

এইবার আমাদিগকে ভূতের আড্ডায় ফিরিয়া যাইতে হইবে।—মিঃ পেজ কড়ি-কাঠে দোদুল্যমান ভূতের দেহ লক্ষ্য করিয়া গুলী করিলে ভূতটা মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছিল—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

মিঃ পেজ এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া আড়ষ্ট ভাবে বসিয়া রহিলেন। তিনি শূন্য দৃষ্টিতে কড়ি-কাঠের দিকে চাহিয়া মৃতদেহটি দেখিতে না পাওয়ায় স্মিথকে বিচলিত স্বরে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! স্মিথ, মৃতদেহ যে গুলী খাইয়া অদৃশ্য হইয়াছে! কি করিয়া বলি ভূত মিথ্যা?"

ভয়ে স্মিথের মুখ সাদা হইয়া গিয়াছিল; সে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। সে কম্পিত স্বরে মিঃ পেজকে বলিল, "ভূতটা কি ভাবে অদৃশ্য হইল—তাহা কি আপনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন? এক সেকেণ্ডের মধ্যে —"

স্মিথের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই 'দুড়ুম' করিয়া পিস্তলের আওয়াজ হইল। মিঃ পেজ তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন, সম্মুখের যে বাড়ীর জানালা দিয়া আলো দেখা যাইতেছিল, সেই বাড়ীতেই কেহ কাহাকেও গুলী করিল!

মিঃ পেজ সেই শব্দ শুনিবামাত্র স্মিথকে বলিলেন, "স্মিথ রাস্তার ওধারের বাড়ীতে পিস্তলের আওয়াজ হইল; কে কাহাকে গুলী করিল? আমার বিশ্বাস, এই বাড়ীর সঙ্গে ও বাড়ীর কোন সম্বন্ধ আছে। বিশেষতঃ এই গভীর রাত্রে ওখানে কিজন্য পিস্তলের আওয়াজ হইল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। ঐ বাড়ীতে এই দুর্ব্বোধ্য রহস্যের কোন সূত্র আবিষ্কৃত হইতেও পারে। আমরা দিবসে আসিয়া এই ভূতুড়ে ব্যাপারের রহস্য ভেদের চেষ্টা করিলেও ক্ষতি নাই। সত্য কথা বলিতে কি, এই রাত্রিকালে আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না।"

মিঃ পেজ পিস্তল হাতে লইয়া, সেই কক্ষের বাহিরে আসিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন। স্মিথও দ্রুতপদে তাঁহার অনুসরণ করিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁহারা সন্নিহিত রাজপথ অতিক্রম করিয়া সম্মুখবর্ত্তী অট্টালিকার সবুজবর্ণ দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই মুহূর্ত্তেই উন্মুক্ত দ্বার সশব্দে রুদ্ধ হইল। দ্বারের বাহিরে বিদ্যুতের আলো জ্বলিতেছিল। মিঃ পেজ সেই আলোকে দ্বার-সংলগ্ন পিত্তল-ফলকে খোদিত লেখাগুলি পাঠ করিলেন। পিত্তল-ফলকে কৃষ্ণবর্ণ হরফে লেখা ছিল :—

ডাক্তার গ্যাষ্টন লিনো, এম্-ডি।"

মিঃ পেজ সবিস্ময়ে স্মিথকে বলিলেন, "সেদিন রাত্রে এই ডাক্তারটাকে মিসেস্ ভান ক্রামারের নাচের মজলিসে সারোভিয়ার রাজার দলে দেখিয়াছিলাম। রাজা পিস্তলের গুলীতে আহত হইলে এই ডাক্তারই তাঁহার পরিচর্য্যাভার গ্রহণ করিয়াছিল। এখন দেখিতেছি—ঐ ভূতের আড্ডার সম্মুখেই তাহার বাস-গৃহ; তবে কি—"

মিঃ পেজ কথা শেষ না করিয়াই দ্রুতপদে সেই অট্টালিকার বারান্দায় উঠিলেন; এবং পুনঃ পুনঃ রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিলেন। পর দিনের কাগজে একটা লোমাঞ্চকর গল্প লিখিবার জন্য মিঃ পেজের এরূপ আগ্রহ হইয়াছিল যে, সেই রাত্রেই সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া রহস্য ভেদের জন্য তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার এইরূপ জিদ হইয়াছিল বলিয়াই সেই শত্রু-পুরীতে অবরুদ্ধ ও বিপন্ন মিঃ ব্লেকের প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল; কিন্তু মিঃ ব্লেক সেখানে সাইমন ইয়র্কের ছদ্মবেশে আসিয়া বিপন্ন হইয়াছিলেন তাহা তিনি বা স্মিথ পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই। স্মিথ জানিত মিঃ ব্লেক কোন জরুরি কার্য্যোপলক্ষে মফস্বলে গিয়াছেন; তবে সে অনুমান করিয়াছিল চার-দুনো দলের কোন গোপনীয় সংবাদ সংগ্রহের আশাতেই তিনি লণ্ডন ত্যাগ করিয়াছিলেন। স্মিথ তাহার এই অনুমানের কথা মিঃ পেজকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিল; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার স্মিথের অজ্ঞাত ছিল।

টেক্কার আদেশে সুচতুর স্কারলেট লিনোর বাড়ী হইতে গোপনে অন্তর্দ্ধান

করিবার জন্য কতকগুলি সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই ; পুলিশ বা অন্য কোন শত্রু হঠাৎ সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে গ্রেপ্তারের চেষ্টায় বিপন্ন হয়—সে জন্যও নানা প্রকার কৌশল খাটাইয়া রাখিয়াছিল। মিঃ ব্লেককে লাইব্রেরী-ঘরে দাঁড়াইয়া আত্মপরিচয় দিতে দেখিয়া টেক্কা মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাঁহাকে নিতান্ত অসহায় ভাবে ভূ-বিবরে নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছিল,—ইহাও স্কারলেটির মস্তিষ্ক-প্রসূত একটি কৌশলেরই ফল। মিঃ ব্লেককে ভূগর্ভস্থিত গুপ্ত প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করিয়া টেক্কা সদলে অন্তর্দ্ধানের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল। সে লিনোকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "লিনো, আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে চলিবে না। হতভাগা গোয়েন্দাটার পরমায়ু শেষ হইয়া আসিয়াছিল, সে বুদ্ধির দোষে স্বেচ্ছায় ফাঁদে ধরা দিয়াছে, আমাদিগকে আর চেষ্টা করিয়া তাহাকে ভুলাইয়া আনিতে হইল না। হতভাগা গুপ্ত গুহায় পড়িয়া মাথার খুলী ভাঙ্গিয়া মরিয়াছে কি না দেখ ; যদি না মরিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে সাবাড় করিয়া এস। অন্য সকলে আমার সঙ্গে সুড়ঙ্গপথে ও-বাড়ীতে চল। লিনো কাজ শেষ করিয়া আমাদের অনুসরণ করিবে।"

টেক্কার কথা শেষ হইবামাত্র দরজায় মিঃ পেজের করাঘাতের শব্দ হইল। সেই শব্দ শুনিয়া টেক্কা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, ব্যগ্র ভাবে লিনোকে বলিল, "কি বিপদ! পুলিশ আসিয়া দরজায় ধাক্কা দিতেছে যে! ব্লেক এখানে একা আসিতে সাহস করে নাই, সে ইয়র্কের ছদ্মবেশে এখানে আসিবার সময় একদল পুলিশ সঙ্গে আনিয়াছিল ; তাহারা বোধ হয়, এই বাড়ী ঘেরাও করিয়াছে। লিনো, তুমি দরজা খুলিয়া কোন কৌশলে আগে ঐ কুকুরগুলাকে বিদায় কর। সাবধান, কোন রূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিও না, নিজের চাল ছাড়িও না। উহারা প্রস্থান করিলে ব্লেককে হত্যা করিবে। আমরা আগেই সরিয়া পড়িলাম ; বন্ধুগণ এই পথে।"

টেক্কা, লু তারা, বামন টনি, ও পালোয়ান সামসন সহ একটি সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ৭ নং বাড়ীর দিকে প্রস্থান করিল।

তাহারা অদৃশ্য হইলে গ্যাষ্টন লিনো মানসিক চাঞ্চল্য গোপন করিয়া বৈদ্যুতিক ঘণ্টা স্পর্শ করিল। সর্দ্দার-খানসামা রাইস্ অন্য কক্ষ হইতে তৎক্ষণাৎ তাহার

সম্মুখে উপস্থিত হইল। এই রাইস্‌ও একটি পাকা চোর। সে চুরী করিয়া কয়েক বৎসর জেল খাটিয়াছিল; তাহার পর মুক্তিলাভ করিলে—লিনো তাহাকে আশ্রয় দান করিয়া সর্দ্দার-খানসামার পদে নিযুক্ত করিয়াছিল। চার-তুনো দলের অনেক গুপ্ত কথাই সে জানিত; কিন্তু প্রাণভয়ে সে তাহাদের কোন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিত না। সে লেফ্‌টি ম্যাক্‌গয়ারকে চিনিত, এবং তাহার শোচনীয় মৃত্যুর কারণও জানিত।

লিনো রাইস্‌কে বলিল, "দরজায় কে ধাক্কা দিতেছে; পুলিশ কি না জানি না। যে হউক না কেন—দরজা খুলিয়া তাহাকে হাঁকাইয়া দাও। তোমার ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া যেন সন্দেহ করিতে না পারে। আমার কথা বুঝিয়াছ? কাহাকেও ভিতরে আসিতে দিও না।"

রাইস্ বুঝিয়াছিল তাহাদের বিপদের আশঙ্কা প্রবল হইয়াছে, প্রাণ লইয়া সকলেই পলায়ন করিয়াছে; শেষে কি তাহাকেই ধরা পড়িতে হইবে? সে দাগী চোর, ধরা পড়িলে নিষ্কৃতিলাভের আশা থাকিবে না—ইহা বুঝিয়া রাইস্ মুখ চুণ করিয়া হলঘরে প্রবেশ করিল, এবং নিঃশব্দে দরজা খুলিয়াই সভয়ে হলের ভিতর পলায়ন করিল, কারণ মিঃ পেজ ও স্মিথ উভয়েই পিস্তল উদ্যত করিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন। গুলী খাইয়া পৈতৃক প্রাণ হারাইতে তাহার একটুও ইচ্ছা ছিল না; তাহা অপেক্ষা জেলখানা অনেক ভাল, সেখান হইতে ফিরিতে পারা যায়। লিনোর উপদেশ সে ভুলিয়া গেল।

দরজা উন্মুক্ত দেখিয়া মিঃ পেজ ও স্মিথ তৎক্ষণাৎ হলঘরে প্রবেশ করিলেন; পলায়নোন্মুখ রাইস্‌কে ডাকিয়া মিঃ পেজ বলিলেন, "পলাইলেই গুলী করিব।—তোমার মনিব কোথায়?"

রাইস্ অস্ফুটস্বরে বলিল, "তিনি এখন বড় ব্যস্ত।—আপনাদের দরকার কি? কে আপনারা, ভদ্রলোকের বাড়ী ঢুকিয়া গুলী করিবার ভয় দেখাইতেছেন?"

মিঃ পেজ দেখিলেন খানসামাটা ভয়ে কাঁপিতেছে, তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। এই অট্টালিকায় কোন বিভ্রাট ঘটিয়াছে এই সন্দেহে মিঃ পেজ

তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "আমরা কে তাহা তোমার জানিবার দরকার নাই ; তোমার মনিব ব্যস্ত থাকুক না থাকুক—আমরা তাহার সঙ্গে দেখা করিবই।"

রাইস্ তাঁহাদিগকে তাড়াইতে না পারিয়া হলঘরের দ্বার রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া স্মিথ পূর্ব্বেই সেই দ্বার অধিকার করিয়াছিল। রাইস্ সশস্ত্র স্মিথকে সরাইতে পারিল না।

গোলমাল শুনিয়া লিনো সেই দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "ব্যাপার কি রাইস্? আমার ঘরে ঢুকিয়া কে গণ্ডগোল করিতেছে?"

মিঃ পেজ লিনোর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "দেখুন মশায়, আমার কোন দুরভিসন্ধি নাই। আমার নাম পেজ ; আমি 'ডেলি রেডিও'র সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করি। আমরা আপনার বাড়ীতে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া তাহার কারণ জানিতে আসিয়াছি।"

লিনো সক্রোধে বলিল, "খবরের কাগজে চাকরী করিয়া কি রাজা হইয়াছ? কোন্ সাহসে পরের বাড়ী অনধিকার প্রবেশ করিয়াছ? আমি তোমাদিগকে ফৌজদারী-সোপরদ্দ করিব। মাতলামীর আর যায়গা পাও নাই? আমার বাড়ীতে কেহ বন্দুক চালায় নাই। শীঘ্র বাহিরে যাও, নতুবা—"

মুহূর্ত্তমধ্যে সেই অট্টালিকার নিম্নদেশ হইতে দুড়ুম দুড়ুম করিয়া বন্দুকের আওয়াজ হইল। সেই শব্দ শুনিয়া লিনোর হৃৎকম্প হইল, তাহার মুখ শুকাইয়া গেল ; তাহার আতঙ্কবিহ্বল ভাব দেখিয়া মিঃ পেজ পিস্তলের ডগা দিয়া তাহার পাঁজরে সজোরে এক খোঁচা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্মিথকে বলিলেন, "স্মিথ, ঐ রাস্কেল চাকরটাকে বাঁধো।"

স্মিথ রাইসের ললাটে পিস্তল উদ্যত করিয়া বলিল, "নড়িয়াছিস্ কি মরিয়াছিস্।

মিঃ পেজ লিনোকে দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "মাথার উপর দুই হাত তুলিয়া ভিতরের কুঠুরীতে চল, নতুবা গুলী মারিয়া তোমার মাথা উড়াইয়া দিব।"

ডাক্তার লিনোর মাথা ঘুরিয়া গেল। সে দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া রাগে গরগর করিতে করিতে লাইব্রেরীর দিকে অগ্রসর হইল।

মিঃ পেজ লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিবামাত্র পদতলে পুনর্ব্বার গম্ভীর শব্দে পিস্তল

গর্জ্জিয়া উঠিল, মুহূর্ত্তপরে মিঃ ব্লেকের কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণগোচর হইল ; মিঃ ব্লেক বিপন্ন হইয়া ব্যাকুল কণ্ঠে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিলেন।

স্মিথ ব্যাকুল স্বরে বলিয়া উঠিল, "কি সর্ব্বনাশ ! কর্ত্তার আর্ত্তনাদ শুনিলাম, কোথায় তিনি ?"—সে সহসা লিনোর ললাট লক্ষ্য করিয়া পিস্তল তুলিয়া বলিল, "তুমি কর্ত্তাকে—মিঃ ব্লেককে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছ ? শীঘ্র তাঁহাকে বাহির করিয়া দাও, নতুবা আমি তোমাকে গুলী করিয়া মারিব।"

গ্যাষ্টন লিনো বলিল, "তুমি আমাকে কায়দায় পাইয়াছ কি না ? তা আমি তোমার সঙ্গে রফা করিতে প্রস্তুত আছি। (I 'm prepared to bargain with you.) তোমার মনিব যে স্থানে আবদ্ধ আছে, সেই স্থানটি আমি দেখাইয়া না দিলে তোমার সাধ্য নাই—তাহাকে খুঁজিয়া বাহির কর। তুমি প্রথমে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পার, ক্ষমতা থাকে তাহাকে উদ্ধার কর।"

স্মিথ সক্রোধে বলিল, "তুমি তাঁহাকে বাহির করিয়া দিবে কি না ? যদি না দাও তাহা হইলে আমি—"

মিঃ পেজ স্মিথকে বলিলেন, "সময় নষ্ট করিয়া লাভ নাই স্মিথ ! ডাক্তার লিনো রফার কথা বলিতেছে, তাহাতেই রাজী হও।"

স্মিথ বলিল, "তাহাই হউক, মিঃ ব্লেককে বাহির করিয়া দিলে আমরা তোমাকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইব লিনো।"

লিনো হাসিয়া বলিল, "এস, পথে এস।"—সে টেবিলের একটি দেরাজের হাতলে ধাক্কা দিতেই সেই কক্ষের মেঝে হইতে একখানি তক্তা সরিয়া গেল, এবং সেখানে একটি গহ্বর-দ্বার উন্মুক্ত হইল। স্মিথ তৎক্ষণাৎ সেই গহ্বরের ধারে আসিয়া মুখ বাড়াইয়া গহ্বর-মধ্যে একটি ছায়া দেখিতে পাইল। স্মিথ চীৎকার করিয়া বলিল, "কর্ত্তা, কর্ত্তা, আপনি ওখানে আছেন কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কে ? স্মিথ ! তুমি আসিয়াছ ?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ কর্ত্তা ! আপনাকে এখনই উপরে তুলিতেছি।"—সে লিনোর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, "শীঘ্র একগাছা দড়ি দাও।—তুমিই ত কর্ত্তার এই বিপদের জন্য—"

স্মিথের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই লিনো পাশের দেওয়ালে হাত দিয়া একটি সুইচ টিপিল, তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখে আর একটি গুপ্তদ্বার উন্মুক্ত হইল; লিনো সেই দ্বারের ভিতর লাফাইয়া পড়িল; "বিদায় স্মিথ, তোমার অঙ্গীকার স্মরণ রাখিও"—বলিয়া সে মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইল! স্মিথ সেই মুহূর্ত্তেই তাহার অনুসরণের চেষ্টা করিল, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া সে সেই দ্বারের চিহ্নও দেখিতে পাইল না।

মিঃ ব্লেক স্মিথ ও পেজের সাহায্যে অতি কষ্টে উপরে উঠিলেন। তিনি সেই গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেও কয়েক মিনিট পরে তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইয়াছিল। তাঁহার কণ্ঠস্বর কেহ শুনিতে পাইবে কি না এই সন্দেহে তিনি কয়েকবার পিস্তল-ধ্বনি করিয়াছিলেন।

মিঃ পেজ ও স্মিথ যে সময় মিঃ ব্লেককে সেই গুপ্ত গহ্বর হইতে টানিয়া তুলিতেছিলেন, সেই সুযোগে লিনোর সর্দ্দার-খানসামা অন্য একটি গুপ্ত পথে চম্পটদান করিল। মিঃ ব্লেক রজ্জুর সাহায্যে উঠিয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "স্মিথ, পেজকে লইয়া তুমি কিরূপে এখানে আসিলে, কেনই বা আসিয়াছিলে—তাহা এখন জিজ্ঞাসা করিব না। আগে বল, এই কক্ষের দস্যুরা কোথায়?"

স্মিথ বলিল, "লিনো অদ্ভুত কৌশলে একটা গুপ্ত সুড়ঙ্গের দ্বার খুলিয়া পলায়ন করিয়াছে; আমরা ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে পলায়ন করিতে দিয়াছি—নতুবা, নতুবা—"সে কথা শেষ না করিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল।

সেই মুহূর্ত্তে পথের অন্য ধারে মোটর-কারের ঘস্-ঘস্ শব্দ শুনিয়া মিঃ ব্লেক সেই কক্ষের বাতায়নের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই বাতায়ন হইতে সিয়েনী এভিনিউ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি দেখিলেন পূর্ব্বোক্ত ৭নং বাড়ীর দরজা হইতে চল্লিশ অশ্বশক্তি (forty horse-power) বিশিষ্ট একখানি মোটর-কার টেম্‌স নদীর বাঁধের দিকে ধাবিত হইল।

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া সবিষাদে বলিলেন, "চার-জুনোর দল ঐ গাড়ীতে চম্পট দান করিল; আর উহাদের গ্রেপ্তার করিবার আশা নাই। কিন্তু—"

তিনি কথা শেষ না করিয়া পকেট হইতে মখমলাবৃত একটি সুদৃশ্য বাক্স

বাহির করিলেন। তিনি সেই বাক্সের ডালার স্প্রিং টিপিতেই ডালা খুলিয়া গেল, এবং মহামূল্য সমুজ্জ্বল হীরকহার বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত হইল।

মিঃ পেজ সেই হার দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "এ কি ব্যাপার মিঃ ব্লেক! এ যে মিসেস্ ভান ক্রামারের নিরোনিব্বান হীরার হার! আপনি অপহৃত হার কিরূপে উদ্ধার করিলেন? ইহা যে ইন্দ্রজালের মত অদ্ভুত কাণ্ড!"

মিঃ ব্লেক, বলিলেন, "চার-তুনো দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আমাদের প্রথম চাল সফল হইয়াছে। তাহাদের দলের একজন দস্যুকে আমরা গ্রেপ্তার করিয়াছি; তাহাদের প্রধান গুপ্ত আড্ডার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, এবং টেক্কা কে, তাহাও জানিতে পারিয়াছি।"

মিঃ পেজ আগ্রহ ভরে বলিলেন, "এই দস্যুদলের দলপতির নাম টেক্কা, এ সংবাদ আমাদের অজ্ঞাত নহে, কিন্তু লোকটি কে? আপনি সাইমন ইয়র্কের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছেন! ছদ্মবেশ এরূপ নিখুঁত হইয়াছে যে, আপনাকে দেখিয়া, আপনি যে ইয়র্ক নহেন, আপনার এই বেশ ছদ্মবেশ এ কথা কেহই বলিতে পারিবে না। আপনার কণ্ঠস্বর না শুনিলে আমরা আপনাকে চিনিতে পারিতাম না।"

মিঃ ব্লেক পরচুলা ও কৃত্রিম দাড়িগোঁফ খুলিয়া-ফেলিয়া বলিলেন, "চার-তুনো দল যে খেলা আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে এখন পর্য্যন্ত টেক্কার শক্তি ও কৌশলের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই; বোধ হয় ভবিষ্যতে সে পরিচয় পাইব। প্রকৃত প্রস্তাবে এখনও সে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করে নাই; কিন্তু তাহার নেতৃত্বের যৎকিঞ্চিৎ যে নমুনা দেখিয়াছি তাহাতেই বিস্মিত হইয়াছি।"

অনন্তর মিঃ ব্লেক টেলিফোনে ইন্স্পেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন, "টেক্কাকে গ্রেপ্তার করিবার আশা ত্যাগ কর। আইন তাহার গ্রেপ্তারের বিরোধী।"

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন; তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "সে দস্যু, নরহন্তা; অথচ আইন তাহার গ্রেপ্তারের বিরোধী! তোমার কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না ব্লেক! আইনের সাহায্যে নরহন্তা দস্যুকেও গ্রেপ্তার করিতে পারিব না—এ যে অতি অসম্ভব কথা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, 'অসম্ভব নহে কুট্‌স! সকল কথা সাক্ষাতে বলিব।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সাধ্য নাই তাহাকে গ্রেপ্তার করে। হাঁ, হাতে পাইলেও তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবে না।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স কণ্ঠস্বরে অধীরতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “বটে! হাতে পাইলেও আমরা তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিব না? টেক্কা লোকটা কে শুনি। তুমি বলিতেছ—তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনের ধারা খাটিবে না, ইহার কারণ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কারণ টেক্কা সারোভিয়া রাজ্যের স্বাধীন নরপতি পঞ্চম কার্ল! আইনানুসারে কোন স্বাধীন রাজাকে গ্রেপ্তার করা যাইতে পারে না। (reigning monarchs are immune from arrest.)

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, “তা বটে; কিন্তু যে রাজা—শোন—”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই টুং করিয়া শব্দ হইল। মিঃ ব্লেক টেলিফোনের রিসিভার ত্যাগ করিয়াছিলেন; ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কথা অসমাপ্ত রহিয়া গেল।

চার-তুনো দলের দলপতি টেক্কার অনুষ্ঠিত অন্যান্য বিস্ময়কর কার্য্যের বিবরণ ভবিষ্যতে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। সে সকল অতি ভীষণ ব্যাপার!

সমাপ্ত